উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৬,৪৭৮.৬৭ (-২৪৯.৭০)
নিফটি : ২৩,৮৬৫.৭৫ (-৮০.৫০)

বিশ্বকাপ থেকে বিদায় জার্মান ও ডাচদের পেনাল্টির গেরো ১০

রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তানের নিন্দায় ভারত ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৪°	৩৪°	৩৩°	৩৩°
সর্বনিম্ন	২৬°	২৬°	২৬°	২৬°

ধর্মতলায় বন্ধ শহিদ সমাবেশ ৩

শিলিগুড়ি ১৬ আষাঢ় ১৪৩৩ বুধবার ৫.০০ টাকা 1 July 2026 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 44

বহুতলে শুরু হচ্ছে অডিট

অনিয়ম ধরতে আসছে টিম

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : এবার আতশকাচের তলায় শিলিগুড়ি শহরের একাধিক বড় বহুতল। গত দু'বছরে প্ল্যান পাশ হওয়া ৫০০ বর্গমিটার বা তার বেশি আয়তনের বহুতলে শুরু হচ্ছে অডিট। পুরনিগম নয়, অডিটের দায়িত্বে থাকছে তৃতীয় পক্ষ। কোথাও কোনও অনিয়ম ধরা পড়লেই নেওয়া হবে কড়া ব্যবস্থা। এমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। বিষয়টি নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

পুরনিগমের প্রশাসক আর বিমলা বলেছেন, 'সম্প্রতি কলকাতা, লখনউতে একাধিক বহুতলে দুর্ঘটনা ঘটেছে। সেদিকে লক্ষ রেখে অত্যন্ত ভূমিকম্পপ্রবণ এই অঞ্চলে বহুতলগুলি কী অবস্থায় রয়েছে সেটা খতিয়ে দেখার জন্যই এই সিদ্ধান্ত। তাঁর মতে, বহুতলের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হওয়ার পর কমপ্লিশন সার্টিফিকেট নিতে হয়। সেক্ষেত্রে বিল্ডিং প্ল্যান অনুযায়ী নির্মাণ হয়েছে কি না সেটা ইঞ্জিনিয়াররা গিয়ে দেখে তারপর সেই সার্টিফিকেট দিতে পারেন। কিন্তু এই সার্টিফিকেট ছাড়াই বিদ্যুৎ, জলের সংযোগ সহ অন্য সব কাজ হয়ে যাওয়ায় কেউই সেটাতে নজর দেন না। যার ফলে বহুতল নিয়ে সমস্যাগুলি তৈরি হচ্ছে।'

শিলিগুড়ি শহরে বেআইনি

- শিলিগুড়ি শহরে নিয়ম ভেঙে একাধিক বহুতল উঠেছে
- টাকার বিনিময়ে 'সুবিধা' পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ
- এবার ৫০০ বর্গমিটার ও তার বেশি আয়তনের বহুতলে অডিট
- গঠন হচ্ছে নতুন টিম, নির্দেশিকা পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের

বহুতল নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ নতুন নয়। তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ডের বিরুদ্ধে যত বেআইনি কাজকর্মের অভিযোগ উঠেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ নির্মাণ ঘিরেই। এবার এই নির্মাণ নিয়ে অডিট করানোর সিদ্ধান্তে হইচই শুরু হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভবন সহ পুরনিগমের একাধিক বিভাগে এদিন রদবদলও করা হয়েছে। গৌতম দেবের আমলে

বিল্ডিং বিভাগের দায়িত্বে আসা এক বাস্তুকারকে ৪ নম্বর বরো অফিসার পদে সরানো হয়েছে।

মঙ্গলবার পুর কমিশনার বীর বিক্রম রাইয়ের জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, 'শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) দুই বাস্তুকার তৃতীয় পক্ষের অডিটে নজরদারি করবেন।'

এরপর আটের পাতায়

গয়না লুটে বিহার গ্যাংয়ের যোগ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : সোমবার গভীর রাতে গয়নার শোরুমে লুটপাট। ঘটনাস্থল শিলিগুড়ির সেবক রোড। যদিও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) চালিত সিসিটিভি ক্যামেরার সৌজন্যে ধরা পড়েছেন দুই অভিযুক্ত। অপর একজনের নাগাল মঙ্গলবার রাত অবধি পায়নি পুলিশ। তিনজনের উপস্থিতির প্রমাণ মিললেও এই ঘটনার সঙ্গে আরও একজন সরাসরি জড়িত বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে।

এদিকে, বিহারের 'শাটার কাটোয়া' গ্যাংয়ের যোগসূত্র পাচ্ছেন তদন্তকারীরা। চলতি বছর মে মাসে

ধৃতদের হেপাজতে নিল পুলিশ

প্রায় একই কায়দায় বর্ধমানে এই ব্র্যান্ডেরই শোরুমে লুট চালিয়েছিলেন ওই গ্যাংয়ের সদস্যরা। বর্ধমানের ঘটনার 'মোড অফ অপারেশন'-এর সঙ্গে সোমবার রাতের ঘটনার মিল পাওয়া যাচ্ছে। ওই চক্রের সঙ্গে একশোজনেরও বেশি জড়িত। তাদের অধিকাংশই বিহারের পূর্ব চম্পারণের ঝারোখার, ঘোরাসাহান এবং সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা। ভক্তিনগর থানার পুলিশের হাতে পাকড়াও হওয়া গৌতম কুমার, ধর্মেন্দ্র সাহানিরও বাড়ি পূর্ব চম্পারণের ঝারোখারে। সূত্রের খবর, দুষ্কৃতীরা হাইড্রলিক জ্যাক ও মেটাল কাটার ব্যবহার করে শোরুমের শাটার কেটেছিলেন।

বিহারের গ্যাংটি লুট করা সামগ্রী নেপালের বাজারে বিক্রি করে। কাজে সুবিধার জন্য প্রায়শই চক্রের সদস্যরা নেপাল কিংবা ভারত-নেপাল বর্ডার সংলগ্ন গ্রামে বসবাস করে।

এরপর আটের পাতায়

হুঁশিয়ারি শংকরের, পর্যটনে অ্যাপ

হোমস্টে চালাতে হবে মালিককেই

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : পাহাড়ের কোলে ছোট্ট একটা বাড়ি। ছিমছাম ঘর, ছোট্ট একটা উঠোন। যেখানে মেঘ এসে লুকোচুরি খেলে, যেখান থেকে উঁকি মারলেই দেখা দেয় কাঞ্চনজঙ্ঘা। দুপুর কিংবা রাতে পাতে পড়ে সেই চেনাপরিচিত রাই শাকের ঝোল কিংবা গুন্দ্রুকের আচার। রাত্রিবাসের জন্য বিনিময়ে গুনতে হয় সামান্য কিছু অর্থ।

পর্যটনকে সকলের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসতে ও পাহাড়-ডুয়ার্সের বাসিন্দাদের বিকল্প রোজগারের পথ দেখিয়ে স্থানীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতেই ২০১৭ সালে হোমস্টে নীতি নিয়েছিল আগের রাজ্য সরকার। তারপর এই পাহাড়ের তিস্তা-রঙ্গিত দিয়ে অনেক জল গিয়েছে। উদ্দেশ্য ঠিক থাকলেও নীতির ফাঁকফোকর দিয়ে বেনোজল ঢুকে পড়েছে হোমস্টে-তে। কালিম্পং, দার্জিলিং পাহাড় কিংবা ডুয়ার্সের সরকারিভাবে স্বীকৃত অনেক হোমস্টে এখন বাইরের পুঁজিপতিদের দখলে। হোমস্টে আর হোমস্টে নেই। কিছু কিছু জায়গায় তা হয়ে উঠেছে রিসর্ট বা হোটেল। ফলে ধাক্কা খাচ্ছে সরকারের পরিকল্পনা।

দু'দিন আগেই উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিওতে 'সরাসরি শংকর' অনুষ্ঠানে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের নজরে আনা হয়েছিল বিষয়টি। সেদিন তিনি জানিয়েছিলেন, হোমস্টে ট্যুরিজমকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য। মঙ্গলবার

- পাহাড়-ডুয়ার্সের অধিকাংশ হোমস্টে এখন বাইরের মালিকদের দখলে
- হোমস্টে নীতি মানা হচ্ছে না অনেক জায়গাতেই
- হোমস্টের নামে রীতিমতো প্রতারণা পর্যটকদের সঙ্গে
- এসব আর বরদাস্ত নয়, হুংকার পর্যটনমন্ত্রীর

সরকারি অনুষ্ঠান মঞ্চে দাঁড়িয়ে পর্যটনমন্ত্রীর মুখে শোনা গেল সেই কথাই। শংকরের হুঁশিয়ারি, 'স্থানীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার উদ্দেশ্য নিয়ে হোমস্টের ভাবনা এসেছিল।

এরপর আটের পাতায়

বঙ্গে অসম মডেল দাবি ক্ষুদ্র চা চাষে

নাগরাকাটা, ৩০ জুন : অসমের ক্ষুদ্র চা চাষিদের ফার্মার্স রেজিস্ট্রি পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করার সুযোগ দিল সেখানকার রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা নিজেই তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে বিষয়টিকে গেম চেঞ্জার হিসেবে মন্তব্য করেছেন। এবারে উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা চাষিরা এরাজ্যের ফার্মার্স পোর্টালে তাঁদেরও সেই সুযোগ দেওয়ার দাবিতে সরব হয়েছেন। ইতিমধ্যেই বিষয়টিকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে চিঠি পাঠিয়েছে ক্ষুদ্র চা চাষিদের সর্বভারতীয় সংগঠন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল

ফার্মার্স রেজিস্ট্রি পোর্টালে নথিভুক্তির সুযোগ

টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (সিস্টা)। যার সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'এই দাবি আমাদের দীর্ঘদিনের। এতে ক্ষুদ্র চা চাষিরাও যে প্রথাগত চাষি, তা স্বীকৃত হল। এজন্য অসম সরকারকে অভিনন্দন। আশা করছি পশ্চিমবঙ্গ সরকারও বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবে।'

ফার্মার্স পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত হলে ক্ষুদ্র চা চাষিদের লাভ কোথায়? সিস্টা জানাচ্ছে, এতে অন্যান্য চাষির মতোই তাঁরাও কৃষি খাতে সরকারের যে সমস্ত সুযোগসুবিধা রয়েছে, তা অনায়াসেই পাবেন। কেন্দ্রের কিষান ক্রেডিট কার্ড, প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনা, প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী ন্যাচারাল ফার্মিং মিশন-এর মতো আরও নানান প্রকল্পের আওতায় চলে আসবেন তাঁরাও।

এক হেক্টরের কম জমিতে চা চাষ করেন এমন চাষির সংখ্যা উত্তরবঙ্গে বর্তমানে প্রায় ৫০ হাজার। তাঁরা প্রত্যেকেই প্রান্তিক এলাকার। ওই ক্ষুদ্র চা চাষিদের উৎপাদিত কাঁচা পাতা থেকেই এখন উত্তরের মোট চা উৎপাদনের শতকরা ৭০ শতাংশ আসছে। এককথায় চা শিল্পের চালিকা শক্তি হিসেবেই এখন ক্ষুদ্র চা চাষিদের গণ্য করা হয়ে থাকে।

হিমন্ত এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, ফার্মার্স রেজিস্ট্রি পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর ক্ষুদ্র চা চাষিরা কৃষকের পরিচয়পত্র পাবেন। সারের জোগান নিশ্চিত হবে। এছাড়াও অন্যান্য প্রকল্পের সুযোগসুবিধা এক ছাতার তলায় পাবেন তাঁরা। ঋণ প্রাপ্তির রাস্তাও সুলভ হবে। দূর হবে দালালরাজ।

রক্ষা পেল হাতির পাল

হাসিমারা, ৩০ জুন : মঙ্গলবার ফের ট্রেনচালকদের তৎপরতায় রক্ষা পেল হাতির পাল। এদিন সন্ধ্যায় কামাখ্যা অভিমুখে যাওয়া আপ ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস জলদাপাড়ার জঙ্গল দিয়ে যাওয়ার সময় লোকোপাইলট অভিজিৎ শর্মা ও অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকোপাইলট পুজ্যম কুমার মাদারিহাট ও হাসিমারা স্টেশনের মাঝামাঝি ১৩০/৬ ও ১৩০/৫ এলাকায় দেখতে পান ৩টি পূর্ণবয়স্ক হাতি ও দুটি হাতির শাবক রেললাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দূর থেকে এই দৃশ্য দেখে তাঁরা ট্রেন বেশ কিছুটা দূরত্বে ব্রেক কষে থামিয়ে দেন। এতে রক্ষা পায় হাতির পালটি। কিছুক্ষণ পড়ে হাতির পালটি জঙ্গলে ফিরে গেলে ট্রেন গন্তব্যে রওনা দেয়। রেলের তরফে লোকোপাইলট ও অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকোপাইলটের প্রশংসা করা হয়।

হাসিমারা ও মাদারিহাট রেলস্টেশনের মাঝে লাইন পার হচ্ছে হাতির পাল।

চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা

অভিযুক্ত দুই প্রাক্তন মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠরা

রায়গঞ্জ, ৩০ জুন : সরকারি চাকরি দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠল। কাঠগড়ায় রাজ্যের দুই প্রাক্তন মন্ত্রী গোলাম রব্বানি ও সত্যজিৎ বর্মনের ঘনিষ্ঠরা। হাইস্কুলের ক্লার্ক পদে চাকরির জাল নিয়োগপত্র দিয়ে এক তরুণের পরিবারের কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার এসপি'র কাছে এই বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন প্রতারিত সেই তরুণ খুরশেদ আলম। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অভিযোগকারী খুরশেদের বাড়ি হেমতাবাদ থানার ভরতপুর গ্রামে। এই ঘটনায় পুলিশ সুপারের কাছে তিনজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন খুরশেদ। অভিযুক্তদের নাম আনিসুর রহমান, নবীন দাস ও ফরিদা বানু। খুরশেদ নিজে ২০১৯ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত তৃণমূলের হেমতাবাদ ব্লক কমিটির প্রাক্তন সভানেত্রী ফরিদা বানুর সচিব হিসেবে কাজ করতেন। সেই সুবাদে তাঁর পরিচয় হয় আনিসুর রহমান ও নবীন দাসের সঙ্গে। আনিসুর নওদা গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রুপ-সি কর্মী এবং প্রাক্তন মন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মনের ছায়াসঙ্গী। অন্যদিকে, নবীন দাস চোপড়ার সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সহায়ক

- প্রাক্তন মন্ত্রীদের ছায়াসঙ্গীদের বিরুদ্ধে ৫৫ লক্ষ টাকার চাকরি-প্রতারণার অভিযোগ
- স্কুল সার্ভিস কমিশনের জাল নিয়োগপত্র দিয়ে প্রতারণা, তদন্তে পুলিশ
- অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের আশ্বাস পুলিশ সুপারের

এবং তিনি তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল ও প্রাক্তন মন্ত্রী গোলাম রব্বানির ছায়াসঙ্গী বলে পরিচিত। অভিযোগ, প্রথমে খুরশেদকে হাইস্কুলের ক্লার্কের চাকরি দেওয়ার নামে ১০ লক্ষ টাকা নেওয়া হয়। ২০২১ সালে তাঁকে স্কুল সার্ভিস কমিশনের একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারও দেওয়া হয়। কিন্তু মুর্শিদাবাদের একটি স্কুলে যোগ দিতে গিয়ে খুরশেদ জানতে পারেন, নিয়োগপত্রটি সম্পূর্ণ ভুয়ো। শুধু তাই নয়, নিজের ভাই ও দাদার চাকরির জন্য জমি বিক্রি করে মোট ৫৫ লক্ষ টাকা অভিযুক্তদের দিয়েছিলেন খুরশেদ। পরবর্তীতে টাকা ফেরত চাইলে শুরু হয় নানা টালবাহানা। বাধ্য হয়ে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার পাশাপাশি পুলিশ সুপারের কাছে তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান তিনি।

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। পুলিশ সুপার সোনাওয়ানে কুলদীপ সুরেশ বলেন, 'মঙ্গলবার সন্ধ্যায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে। বিষয়টি জেলা শাসককেও জানানো হয়েছে। পাশাপাশি হেমতাবাদের বিডিও ও চোপড়ার বিডিওকেও বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।' বর্তমানে অভিযুক্তরা পলাতক বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা

চা বাগানে চিতাবাঘের দেহ

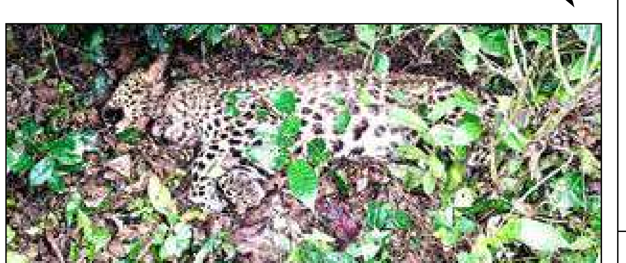

তাসাটি চা বাগানে মৃত চিতাবাঘ। মঙ্গলবার।

জটেশ্বর, ৩০ জুন : সকালে চা বাগানে গিয়ে চমকে উঠলেন সকলে। প্রথমে বাগানের মধ্যে একটি চিতাবাঘ শুয়ে আছে বলে মনে করেন শ্রমিকরা। পরে কাছে গিয়ে বুঝতে পারেন, সেটি মরে গিয়েছে। তবে ঠিক কী কারণে চিতাবাঘটির মৃত্যু হয়েছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। মঙ্গলবার সকালে তাসাটি চা বাগানের ৬ নম্বর সেকশনে ওই পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘের মৃতদেহ পাওয়া যায়।

ওই চা বাগানের শ্রমিক কল্পনা এক্কার কথায়, 'চা বাগানে চিতাবাঘ শুয়ে আছে, এই খবর শুনে দৌড়ে পালাই। পরে সকলে মিলে গিয়ে দেখি, চিতাবাঘটি মৃত অবস্থায় পড়ে আছে।'

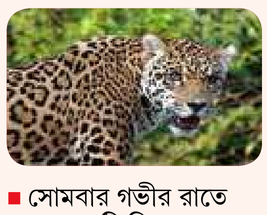

- সোমবার গভীর রাতে অনেকে দুটি চিতাবাঘের গর্জনও শুনতে পান
- খাবার নিয়ে লড়াই অথবা সঙ্গিনী দখলের লড়াইয়ে চিতাবাঘটির মৃত্যু হতে পারে বলে অনুমান অনেকের

এদিকে, চিতাবাঘের দেহের পাশে আধখাওয়া একটি ছাগলের মৃতদেহও পাওয়া যায়। খবর ছড়িয়ে পড়তেই চা বাগানে ভিড় জমাতে শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর চা বাগান কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয়দের তরফে বন দপ্তরের দলগাঁও স্কোয়াড রেঞ্জে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে বনকর্মীরা এসে চিতাবাঘের মৃতদেহটি নিয়ে যান। বন দপ্তরের স্কোয়াড রেঞ্জ অফিসার অসীম ছেত্রী বলেছেন, 'উদ্ধার হওয়া চিতাবাঘের দেহ ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।'

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, সোমবার গভীর রাতে তাসাটি চা বাগানে চিতাবাঘের লড়াইয়ের আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। অনেকে দুটি চিতাবাঘের গর্জনও শুনতে পান। স্থানীয়দের অনুমান, বর্ষায় চা বাগানে খাদ্যসংকট দেখা দেয়। লোকালয় থেকে যে খাদ্য সংগ্রহ করা হয়, সেই খাবার নিয়ে লড়াই চলতে থাকে দুই চিতাবাঘের। যেহেতু বর্ষার এই মরশুম প্রজননের সময়, তাই সঙ্গিনী দখলের লড়াইয়েও চিতাবাঘটির মৃত্যু হতে পারে বলে অনুমান করছেন অনেকে।

তাসাটি চা বাগানে প্রচুর চিতাবাঘের উপস্থিতি লক্ষ করা যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন আরেক চা শ্রমিক কৃষ্ণা ভূমিজ।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, PWD, Cob. Divn. invites online e-tender (e-NIT 09). Tender Id: 2026_WBPWD_5016111_1. Bid submission start date: 04.07.2026, 10.30 hrs. & Bid submission closing date: 13.07.2026, 14.00 hrs. Downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- EE, PWD, COB. DIVN. ICA-T11410(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
E-TENDER NOTICE
Tenders are invited from reputed firms for Out side painting works with branding of BPHU at different blocks' (02 nos.) in the District of Dakshin Dinajpur r N.I.e.T. No. – 03 (Const.) of 2026-'27. The last date & time of online bid submission: 09.07.2026 up to 05:30 PM visit www.wbtenders.gov.in Sd/- Secretary DH&FWS & CMOH, Dakshin Dinajpur. ICA-T11357(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
JALPAIGURI ZILLA PARISHAD
JALPAIGURI
Memo. No. 338/Eng, Date: 30.06.26
e-Tender Notice
e-Tender of NIT No. WBZP/01-DE/JLP/26-27 for 2 (Two) Nos. works vide Tender ID No. 2026_ZPHD_1030213_1 & 2 is invited. Details may be seen in at our website : www.wbtenders.gov.in & simultaneously this office Notice Board during working hours.
Sd/-
District Engineer
Jalpaiguri Zilla Parishad

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Annual E-Tender are invited by the Superintendent of Police, Kalimpong District for the supply / hiring of Miscellaneous articles for the Financial Year 2026-2027 and any Election/Bye Election held during this period from reputed firms / suppliers interested Govt. Organization. Tender Reference No. 02 of 2026-2027, Tender ID No. 2026_WBP_1029495_1. For more information log in to : www.wbtenders.gov.in Sd/- Superintendent of Police, Kalimpong ICA-T11364(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
Tender Reference No. WBPHED/ EE/ MAAD/ NIeT _03 of 2026-2027. Tender ID- 2026_PHED_1028335_1 to 2026_PHED_1028335_2. Last date for submission of Technical and Financial Bid (online): - 08/07/2026 up to 04:00 P.M., Tender invited by the undersigned for 2 (two) nos. work under Malda Arsenic Area W/S Division, P.H.E.Dte. All details available in website http://wbtenders.gov.in & www.wbphed.gov.in Sd/- Executive Engineer, Malda Arsenic Area W/S Division, P.H.E. Dte. ICA-T11373(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Online bids are invited for the work under Tender ID: 2026_WBPWD_5016100_1. Bid Submission end Date: 13.07.2026 (upto 14:00 Hrs.). For details please follow the website: www.tenders.wb.gov.in Sd/- EE, PWD, Malda Electrical Division ICA-T11405(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Annual E-Tender are invited by the Superintendent of Police, Kalimpong District for the supply / hiring of Stationary articles, Printing of Forms & Registers, Furniture, Computer, Electronic parts for the Financial Year 2026-2027 and any Election/Bye Election held during this period from reputed firms / suppliers interested Govt. Organization. Tender Reference No. 01 of 2026-2027, Tender ID No. 2026_WBP_1029490_1. For more information log in to: www.wbtenders.gov.in Sd/- Superintendent of Police, Kalimpong ICA-T11365(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Abridged e-Tender Notice
e-Tender are invited by the Executive Engineer, Alipurduar Division, P.H.E. Dte. from the reputed, bonafide, financially sound & experienced agency / firm for the work of "Works related to PWSS maintenance under Alipurduar Division PHED" against following NIeT. 1) NIeT No.: 19/ALD/2026-2027. Both Technical and financial bid submission closing date (online): 03.08.2026, 02.00 P.M. Details may be viewed in the http://www.wbphed.gov.in & http://www.wbtenders.gov.in website. Sd/- Executive Engineer, Alipurduar Division, P. H. Engineering Dte. ICA-T11380(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-TENDER NOTICE
NIT No.: WBPWD/AE/JESD/NIT 04e/T of 2026-27, Tender Id No.: 2026_WBPWD_5015767_1. Name of Work:- Urgent Replacement of damaged compressor of Ductable type Air Conditiong Machine located at Mother & Child Hub OT of District Hospital Campus under Jalpaiguri Govt. Medical College & Hospital, Jalpaiguri. The last date for submission of tender 13-07-2026 instead of 30/06/2026 at 11:10 A.M. All details can be seen from the website – http://etender.wb.nic.in or http://www.pwdwb.in or office of the undersigned during office hours. Sd/- A.K.DAN. AE/JESD/JALPAIGURI. ICA-T11417(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
E-Tender is invited by Commandant of S.A.P 10th Bn., Dabgram, Jalpaiguri for Labour and Service charge of various machinery parts repair and maintenance of the Govt. Vehicle and Motor Cycles of S.A.P 10th Bn., Dabgram, Jalpaiguri, for the financial year 2026-27. Rate should be quoted in the prescribed format (Standardized BOQ format). **1.** e-tender Reference: WBP/SAP10THBN/NIT-02(e)/26-27. **2.** Last date of submission of Annual e-tender: 09/07/2026. **3.** For details please see portal : https://wbtenders.gov.in Sd/- Commandant, S.A.P 10th bn. Dabgram, Jalpaiguri ICA-T11367(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
E-Tender is invited by Commandant of S.A.P 10th Bn., Dabgram, Jalpaiguri for supply of various spares parts for of the Govt. Vehicle and Motor Cycles of S.A.P 10th Bn., Dabgram, Jalpaiguri, for the financial year 2026-27. Rate should be quoted in the prescribed format (Standardized BOQ format). **1.** e-tender Reference: WBP/SAP10THBN/NIT-01(e)/26-27. **2.** Last date of submission of Annual e-tender: 09/07/2026. **3.** For details please see portal : https://wbtenders.gov.in Sd/- Commandant, S.A.P 10th bn. Dabgram, Jalpaiguri ICA-T11368(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer (P.W.D), Jalpaiguri Division, Jalpaiguri invites online tender for the work of Sl no : 01 Engagement of an Inspection Vehicle (diesel driven) on a monthly hiring basis for the official use of the Executive Engineer, PWD, Jalpaiguri Division, Jalpaiguri." Tender Id : 2026_PWD_ 5015757_1. NIeQ No 04 of 2026_27 (1st call) Sl no : 01. Bid submission closing date (online) : 13.07.2026 at 14:00 Hrs. Technical Opening date (online) : 15.07.2026 at 15:00 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ documents may be downloaded from : http://tenders.wb.gov.in Sd/- EE, JALPAIGURI DIVISION, PWD, GOVT. OF W.B. ICA-T11395(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-TENDER NOTICE
Assistant Engineer (PWD), Rajganj Construction Sub Division invites online tender for the work "Maintenance works at Administrative Building, Staff Quarter and other buildings of Jalpaiguri Govt. Engineering College under Jalpaiguri Construction Division, PWD. Jalpaiguri, during the year 2026-27. (Building works) & one no other work." NIET No.: 04 of 2026-2027 of AE/PWD/Rajganj Construction Sub-Division. Tender ID: 2026_WBPWD_5016127_1 & 2026_WBPWD_5016127_2. Documents download start date & time (Online): 03.07.2026 from 11.00 A.M. Bid Submission Last date & time (Online): 08.07.2026 upto 04.30 P.M. Corrigendum if any will be published in Notice Board /website only. Details of NIET & Tender documents may be downloaded from: www.wbtenders.gov.in Sd/- AE, PWD, RAJ CSD, GOVT OF WB. ICA-T11431(1)/2026

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪১৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪২৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৫২৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২২৬৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২২৬৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM
It is to notify all concern that following changes has been made in NIeT No: PHE/SWSD/EE/NieT-02of2026-27(SlNo 01-02) (for Tender ID: 2026_PHED_1027458_1 to 2, of this office

Particulars	In Place of	To be Read As
Both Technical and financial bid Submission closing date (online)	29.06.2026 upto 02:00 P.M.	21.07.2026 upto 02.00 P.M.
Date and Time of Opening Technical Proposals (online)	01.07.2026 upto 02.00 P.M.	23.07.2026 upto 02.00 P.M.

Please log-in in the following website : https://wbtenders.gov.in for details.
ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS WILL REMAIN SAME
Sd/-
Executive Engineer
Siliguri W/S Division
P.H.E. Dte.
ICA-T11425(3)/2026

NOTICE

Late Shri Swapan Kumar Guha S/o Nishi Bhushan Guha residing at Binnaguri Dipo Para, Post - Binnaguri, Dist - Jalpaiguri, WB - 735203 who was engaged as a contractor for carrying out certain works of the Military Engineer Services by the President of India is reported to have died on 13 Dec 2025. And whereas the Department is aware only of existence of the following legal representatives of the deceased :

(a). Smt Sapna Guha (Wife) 66 years.
(b). Shri Rohit Guha (Son) 29 years.
(c). Miss Santana Guha (Daughter) 45 years.
(d). Miss Shampi Guha (Daughter) 40 years.

And Whereas the Department is interested in knowing the name of all the legal representatives of the deceased with a view to decide the further course of action relating to the aforementioned firm, NOTICE is hereby given to all persons claiming to be the legal representatives of the deceased contractor that they should indicate their names and addresses to HQ CWE Binnaguri, Post - Binnaguri, Dist - Jalpaiguri, WB - 735232 within 21 days from the date of publication of this notice, supported by documentary evidence.

If no Objection is received within the stipulated period, the firm shall be reconstituted/transferred and no further claim will be entertained thereafter.

E-Tender NIT NO : 240/SUBHAYAN/2026 Dt. 24/06/2026

Procurement of Dietary & Misc. item for Subhayan Home for Boys, Balurghat
Date of publishing : 29/06/2026 12 PM
Date of Download : 29/06/2026 12 PM
Date of online submission End: 20/07/2026 12 PM
Date of Technical Bid opening : 27/07/2026 12 PM
For details, Intending bidders are requested to visit : **www.tenders.gov.in**

Sd/- Superintendent
Subhayan Home for Boys
Balurgaht, Dakshin Dinajpur

অ্যাফিডেভিট

দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুরে গঙ্গারামপুরের এল ডি জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের (ফার্স্ট ক্লাস) কাছে ২৪-৬-২৬ -এর অ্যাফিডেভিট বলে দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর থানার অধীন নারায়ণপুর গ্রামের Galiya Sarkar, পিতা- Radhakanta Sarkar এবং Galiya Debsingh, পিতা- Radhakanta Debsingh এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (C/122573)

•

প্যান কার্ড নং DEPPB0177F এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB63 09930856313 আমার নাম Lalit Chandra Barman -এর পরিবর্তে Lalit Barman লিখিত হয়েছে। গত 18-06-26 E.M., S.D.O Office, Mathabhanga অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Lalit Chandra Barman এবং Lalit Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গ্রাম : দ্বারিকামারী, পো : কুশিয়ারবাড়ি, থানা : ঘোকসাডাঙ্গা, জেলা : কোচবিহার। (C/121469)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Balurghat Sub-Division No. - I, P.W.Dte. invites online e-tender for the following works - 1. Chakbhrigu Daralhat Tapan Road (MDR) – Repairing of Potholes from Chainage 13.00 KM to 14.00 KM under Dakshin Dinajpur Division, P.W.Dte. Estimated Amount: Rs. 3,85,222.00 e-NIT No. 09 of 2026-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5016122_1 & 2. Patiram Kumarganj Road (MDR) from Chainage 8.00 KM to 10.50 KM – Repairing of Potholes under Dakshin Dinajpur Division, P.W.Dte. Estimated Amount: Rs. 3,38,990.00 e-NIT No. 09 of 2026-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5016122_2. Bid submission start date (online): 02.07.2026 from 12:30 PM, Bid submission closing date (online): 09.07.2026 upto 12:30 PM, Corrigendum if any will be published in website only. Details of eN.I.T. and tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Debojyoti Ghosh. Assistant Engineer, Balurghat Sub-Division No. - I, P.W.Dte. ICA-T11418(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRI&DD e-NIT
Executive Engineer (A-I), Malda (A-I) Division, WRDD, invites e-tender for 1) Tender reference number: WRIDD/ EE (A-I) /Malda/ e-NIT- 04/2026-27 (Sl. 01 to 08), 2) Tender ID/ID's: 2026_WRDD_1030251_1 to 8. 3) Brief Description with nature of work and district: Procurement of materials and repairing of pump house, internal wiring at different sites & re-winding and repairing of submersible motor and pump & lifting lowering and installation of submersible electro motor pumping set in existing HDTW/DTW/MDTW tube well" at different sites under the jurisdiction of Malda (A-I) Division under Malda district under Non-Plan programme 2026-27. 4) Estimated amount put to Tender(s): Rs. 181012/- to Rs.310805/- 5) Last date & Time of Bid submission: 08.07.2026 up to 10:00 A.M Intending bidders are requested to visit the website http://wbtenders.gov.in for details.
Sd/-
Executive Engineer (A-I),
Malda (A-I) Division, Malda.
Division
ICA-T11422(1)/2026

কর্মখালি

শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসে হার্ডওয়্যারের দোকানের জন্য উচ্চমাধ্যমিক পাশ স্থানীয় কর্মঠ যুবক চাই। (M) - 7699002803. (C/122264)

•

কোচবিহারে একটি প্রতিষ্ঠিত কাপড়ের দোকানের জন্য সবধরনের শাড়ির কাজ জানা অভিজ্ঞ সেলসম্যান চাই। (M) 9434028924 (11 A.M - 10 P.M). (C/121471)

WE ARE HIRING

A reputed school in Gangtok invites applications for the following positions : Hindi Teacher (PRT/TGT/PGT), Table Tennis Coach/Teacher, Pre-Primary Teacher, Yoga Teacher (Female), Site Engineer, Security Officer. Eligibility : Relevant qualifications, experience and a passion for working with children. Send CV to : rdas.vawsum@gmail.com (C/122263)

অ্যাফিডেভিট

আমি, Sumitra Kundu আমার P.L.I being Policy No. WB- 281783-CS তারিখ 25-4-13 -তে আমার নামের পদবী Basak(Kundu) উল্লেখ থাকায়, গত 3/6/26 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে LD. EM দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, আমি, Sumitra Basak (Kundu) থেকে Sumitra Kundu নামে পরিচিত হলাম। উভয় একই ব্যক্তি। (C/122574)

•

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB63 20060907899 আমার নাম Anath Roy নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 15-5-26 E.M., S.D.O. Office, Mathabhanga অ্যাফিডেভিট দ্বারা উপরোল্লিখিত Anath Bandhu Ray এবং Anath Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গ্রাম : বড় শিমূলগুড়ি, পো: এবং থানা : ঘোকসাডাঙ্গা, জেলা : কোচবিহার। (C/121470)

Government of West Bengal
ABRIDGE e-TENDER NOTICE
e-SNIT No.- WBIW/EE/MLD/e-SNIT-02/2026-27
The **Executive Engineer, Malda Irrigation Division, Green Park, Malda** invites above mentioned e-SNIT under the head of Emgnt Rest Work SDS (M) work. Last date of Bid Submission **04-07-2026 & Time upto 12:00 Hrs** Details may be had from the office of the undersigned. For details visit the site **http://www.wbiwd.gov.in/ & https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

আজ টিভিতে

সংসারের সংকীর্তন
রাত ১০টা থেকে ১১টা স্টার জলসা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৪৫ অর্ধাঙ্গিনী, দুপুর ১২.৩০ দেবা, বিকেল ৩.৪৫ টাইগার, সন্ধে ৬.৩০ লভ এক্সপ্রেস, রাত ৯.৩০ খেলাঘর
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ ঘরের লক্ষ্মী, দুপুর ১.৩০ ছোটবউ, বিকেল ৪.৩০ দুই পৃথিবী, সন্ধে ৭.৩০ বন্ধু, রাত ১১.১৫ চ্যালেঞ্জ-টু
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ হাতিয়ার, বেলা ১১.৩০ চুড়িওয়ালা, দুপুর ২.৩০ তবু ভালোবাসি, বিকেল ৫.৩০ পুতুলের প্রতিশোধ, রাত ৮.০০ পবিত্র পাপী, ১০.৩০ বুনোহাঁস
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সীমাবদ্ধ
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মস্তান
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ পথ
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : বেলা ১১.৩৫ মেহেন্দি, দুপুর ২.৪০ হম দিল দে চুকে সনম, সন্ধে ৬.৫০ ঘর ঘর কি কহানি, রাত ১০.০৫ হমরাজ
সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.৫০ পেয়ার কে নাম কুরবান, দুপুর ১.৫৭ জুনুন, বিকেল ৪.৪৪ রামকলি, সন্ধে ৭.৫৫ ইজ্জত কি রোটি, রাত ১০.২০ হাতকড়ি

লভ এক্সপ্রেস
সন্ধে ৬.৩০ জলসা মুভিজ

হম দিল দে চুকে সনম দুপুর ২.৪০
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড

দ্য লায়ন্স রুল রাত ৮.১৬ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : শরীর নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তায় মানসিক চাপ বাড়বে। কাউকে উপদেশ দিয়ে অপমানিত হতে পারেন। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে আনন্দ। বৃষ : সামান্য আলস্যের কারণে আজ বড় সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। ব্যবসার জন্য ব্যাংকঋণ মঞ্জুর হবে। খাওয়াদাওয়ায় সতর্ক থাকুন। মিথুন : অচেনা কোনও ব্যক্তির সঙ্গে পারিবারিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন না। অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করে প্রশংসিত হবেন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। কর্কট : পৈতৃক ব্যবসা নিয়ে ভাইবোনেদের সঙ্গে বিবাদ মিটবে। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা আজ প্রশংসিত হবেন। হিংস্র জন্তু থেকে সাবধান। সিংহ : বাড়ির কোনও সদস্যের শারীরিক কারণে খরচ বাড়বে। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে বিরোধ মিটে যাবে। সঙ্গে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি। কন্যা : সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে না পারলে অনুতাপ করতে হতে পারে। মনের মানুষের সঙ্গে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি। তুলা : ব্যবসা সংক্রান্ত কাগজপত্র নিয়ে বাবার সঙ্গে মতবিরোধ। প্রিয় বন্ধুকে অনেকদিন পর দেখা পেয়ে আনন্দ। বৃশ্চিক : বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। ব্যক্তিগত কারণে কর্মক্ষেত্র বদল করতে হতে পারে। বিপন্ন কোনও পরিবারকে সাহায্য করতে পেরে মানসিক শান্তি। ধনু : বকেয়া অর্থ ফেরত পেয়ে স্বস্তি। শারীরিক কারণে কোনও কাজ সাময়িক বন্ধ রাখতে হতে পারে। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা কাটবে। মকর : অচেনা কোনও ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে কাগজপত্র হাতে দেবেন না। হাঁটুর সমস্যায় ভোগান্তি। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। কুম্ভ : পরিবারের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। একাধিক উপায়ে আয়ের পথ খুলবে। বস্ত্র, রত্ন ও কেমিক্যাল দ্রব্যের ব্যবসায়ীরা সাফল্য পাবেন। মীন : অকারণে প্রিয়জনদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে কোনও জটিল কাজের সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৬ আষাঢ় ১৪৩৩, ভাঃ ১০ আষাঢ়, ১ জুলাই ২০২৬, ১৬ আহার, সংবৎ ১ আষাঢ় বদি অধিক, ১৫ মহরম। সূঃ উঃ ৪।৫৯, অঃ ৬।২৩। বুধবার, প্রতিপদ দিবা ৬।৩৮। পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ৬।৩৯। ইন্দ্রযোগ অপরাহ্ণ ৪।৩১। কৌলবকরণ দিবা ৬।৩৮ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৭।২৪ গতে গরকরণ। জন্মে-ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ৬।৩৯ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ১।১২ গতে মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ৬।৩৮ গতে একপাদদোষ, দিবা ৬।৩৯ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, দিবা ৬।৩৮ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৮।২০ গতে ১০।০ মধ্যে ও ১১।৪১ গতে ১।২২ মধ্যে। কালরাত্রি ২।২০ গতে ৩।১৯ মধ্যে। যাত্রা-মধ্যম পূর্বে উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৬।৩৮ গতে মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৬।৩৯ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৬।৩৯ গতে অপরাহ্ণ ৪।৩১ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ নবোদকশ্রাদ্ধ। ভারতরত্ন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আবির্ভাব ও তিরোভাব দিবস। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) - দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৩ গতে ১১।১৬ মধ্যে ও ১।৫৬ গতে ৫।২৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।৫৬ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ১।৩০ মধ্যে।

বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের মুহূর্ত। মঙ্গলবার হলদিয়ায়। -পিটিআই

হলদিয়ায় অগ্নিকাণ্ড

হলদিয়া, ৩০ জুন : মঙ্গলবার ভোররাতে পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসের সীমানার বাইরে ন্যাপথাবাহী পাইপলাইনে বিকট বিস্ফোরণ ঘটে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের চিরঞ্জীবপুরের একের পর এক বসতবাড়িতে। এই ঘটনায় দুই নিরাপত্তারক্ষী সহ অন্তত ২০ জন গুরুতর জখম হয়েছেন, যাঁদের মধ্যে ৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ১৫ জনের শরীর মারাত্মকভাবে ঝলসে যাওয়ায় গ্রিন করিডর তৈরি করে তাঁদের কলকাতার এসএসকেএম ও এনআরএস হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

- হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসের সীমানার বাইরে ন্যাপথাবাহী পাইপলাইনে বিকট বিস্ফোরণ
- অন্তত ২০ জন জখম
- ৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক

দমকলের ১২টিরও বেশি ইঞ্জিনের দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বিপুল। আগুনের তীব্রতায় রেলের ওভারহেড তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় হলদিয়া-পাঁশকুড়া শাখায় ট্রেন চলাচল সাময়িক বন্ধ হয়ে যায়, যার জেরে হাওড়াগামী একাধিক ট্রেন দীর্ঘক্ষণ দেরিতে চলে। প্রাথমিক অনুমান, পাইপলাইনের লিকেজ থেকেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবে দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসন উচ্চপর্যায়ের তদন্ত শুরু করেছে।

দুই তৃণমূলকে খালি হাতে ফেরাল লালবাজার

ধর্মতলায় শহিদ স্মরণে না

রিমি শীল

কলকাতা, ৩০ জুন : ঘোরতর বাম জমানায় যা হয়নি, সেই অসাধ্যসাধন হল পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিজেপি সরকারের আমলে!

ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে একুশে জুলাইয়ের শহিদ দিবসের মূল অনুষ্ঠানে উপচে পড়া ভিড় বঙ্গবাসীর খুব চেনা। রাজ্যে পালাবদলের পর তৃণমূলে ভাঙন ধরায় আদি না নব, কোন পক্ষ ধর্মতলায় শহিদ দিবসের সমাবেশের আয়োজন করবে তা নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল। দুই পক্ষের তরফে কলকাতা পুলিশের কাছে আবেদনও জমা পড়েছিল। এমনকি আদি তৃণমূলের তরফে এলাকায় মাপজোখও শুরু হয়েছিল। কিন্তু সেই দড়ি টানাটানিতে ইতি টেনে মঙ্গলবার কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয়কুমার নন্দা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে কাউকেই সভার অনুমতি দেওয়া হবে না। সাধারণ মানুষের সমস্যা তৈরি করে কোনও কর্মসূচি করা যাবে না বলেও জানিয়ে দিয়েছেন কলকাতার নগরপাল।

আলিপুর বডিগার্ড লাইনে একটি কর্মসূচিতে অংশ নিতে গিয়ে সিপি বলেন, 'ওখানে বরাবর ১৪৪ ধারা জারি থাকে। তাই কোনও মিটিং মিছিলের অনুমতি দেওয়া হয় না। অনুমতি দেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই।'

অস্বস্তি ঢাকতে তৃণমূলের দুই শিবিরের তরফেই শহিদ দিবসের সমাবেশের জন্য বিকল্প স্থান খোঁজা শুরু হয়েছে।

আদি তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন বলেন, 'আমরা পুলিশ-প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল। আশা করি আমরা অনুমতি পাবই।'

কুণাল ঘোষ বলেন, 'রেড রোডের মতো ব্যস্ত রাস্তা যোগদিবসের জন্য ৭ দিন বন্ধ রাখা যায়, অথচ মাত্র আধবেলা কলকাতার বুকে এই নৃশংস ঘটনায় শহিদ তর্পণের জন্য অনুমতি দেওয়া যায় না?'

মহুয়া মৈত্র বলেন, 'মানুষের ভোটে জিতেছেন। তাহলে এত ভয় কীসের? একুশে জুলাইয়ে এত ভয় কেন? আপনাদের একটা মিটিং করতে বাধা দিলে হাইকোর্টে যেতেন। অথচ মধ্য কলকাতায় সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।'

অপরদিকে বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের মুখ্যসচেতক আখরুজ্জামান আনসারি বলেন, '২১ জুলাই শহিদ দিবস পালন করবই। সাধারণ মানুষের কোনও অসুবিধা হবে না। আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আমরা আশা করেছিলাম, সরকার অনুমতি দেবে। শহিদ তর্পণ করব। এটা সারা বাংলার কর্মসূচি।' কুণালের ফিতে হাতে মাপজোখ করাকেও কটাক্ষ করেন তিনি।

তবে শুধু ২১ জুলাইয়ের সমাবেশের ওপরই নয়, ধর্মতলা চত্বরে কেসি দাস ক্রসিং থেকে শুরু করে ওয়াই চ্যানেল, ভিক্টোরিয়া হাউস এবং তার আশেপাশের সমস্ত কানেক্টিং রাস্তায় ৫ বা তার বেশি মানুষের জমায়েত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

তবে শুধুমাত্র বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটকে এই নিষেধাজ্ঞার আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে ভারতীয় ন্যায়সংহিতার ১৬৩ ধারা (পূর্বতন ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা) জারি করেছে লালবাজার। তা বলবৎ থাকবে ২ জুলাই থেকে ৩০ অগাস্ট পর্যন্ত ৬০ দিন উল্লিখিত এলাকার মধ্যে কোনও রাজনৈতিক দল বা সংগঠন কোনও ধরনের ধর্না, পদযাত্রা, জনসভা করতে পারবে না।

গ্রেপ্তার অপরূপার স্বামী

কলকাতা, ৩০ জুন : ২০২৩ সালের রামনবমীর হিংসা মামলায় এবার সোজা তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদের ঘরে ঢুকল এনআইএ। রিষড়ায় উস্কানি ও বোমাবাজির অভিযোগে মঙ্গলবার আরামবাগের প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দারের স্বামী তথা দাপুটে কাউন্সিলার শাকির আলিকে গ্রেপ্তার করল কেন্দ্রীয় সংস্থা।

এদিন সকালে কেন্দ্রীয় বাহিনী অপরূপার রিষড়ার বাড়ি ঘিরে ফেলে। বাড়ির ভেতরে শাকির আলিকে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর দুপুরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এব্যাপারে অপরূপা বলেন, 'আমরা কারও সামনে মাথা নত করিনি, করবও না। বিচার ব্যবস্থার ওপর ভরসা আছে।'

হুমায়ুনকে থানায় তলব

রেজিনগর, ৩০ জুন : ইঙ্গিত মিলেছিল আগেই, এবার সরাসরি অ্যাকশন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হুঁশিয়ারির ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মঙ্গলবার বিশাল বাহিনী নিয়ে হুমায়ুনের বাড়ি হাজির হয় পুলিশ। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে শক্তিপুর ও রেজিনগর থানার পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে দুটি মামলার নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে একটি জামিন অযোগ্য ধারায়। আগামী ৩ ও ৫ জুলাই তাঁকে থানায় হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

'ফুর্তি করার জন্য নয় অন্নপূর্ণা'

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩০ জুন : মহিলাদের 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র টাকা পাওয়া নিয়ে রাজ্যজুড়ে তৈরি হওয়া যাবতীয় বিভ্রান্তি উড়িয়ে দিলেন নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী মালতী রাভা রায়। মঙ্গলবার 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-কে দেওয়া এক এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে মন্ত্রী বলেন, সরকারি নিয়ম ও শর্ত মেনে আবেদন না করলে কোনওভাবেই এই প্রকল্পের টাকা মিলবে না। মন্ত্রীর কটাক্ষ,

'আনন্দ, ফূর্তি করার জন্য অযোগ্য বা অনুপযুক্ত মহিলাদের এই প্রকল্পের টাকা দেবে না রাজ্য সরকার। যারা যোগ্য, টাকা শুধু তাঁদের জন্যই।'

বিগত তৃণমূল সরকারের 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পকে আক্রমণ করে মালতী বলেন, 'আগের সরকার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে যে নয়ছয় করেছে, তা রেকর্ড হয়ে থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী তো সুনির্দিষ্ট তথ্য দিয়ে আগেই দেখিয়েছেন, ওই আমলে কত লক্ষ ভুয়ো অ্যাকাউন্ট তৈরি করে পুরুষদেরও টাকা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে! আমাদের সরকার সেই দুর্নীতি করবে না।'

তবে যোগ্য আবেদনকারীদের জন্য বড়সড়ো সুখবরও দিয়েছেন মন্ত্রী। তিনি জানান, গত ৩ জুন প্রথম দফায় রাজ্যের ২৮ লক্ষ মহিলার অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো হয়েছে। আর বুধবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে একযোগে রাজ্যের আরও ১ কোটি ৩০ লক্ষ মহিলার অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা ঢুকবে।

একই সুরে সুর মিলিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও। মঙ্গলবার মুকুটমণিপুরে 'হুল দিবস'-এর অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, 'বুধবারই রাজ্যের দেড় কোটি মহিলার অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পৌঁছে যাবে, যার মধ্যে ৫ লক্ষই আদিবাসী সম্প্রদায়ের মহিলা।' যাঁরা আবেদন করা সত্ত্বেও এখনও টাকা পাননি, তাঁদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রীর পরামর্শ, কোনও বিভ্রান্তিতে কান না দিয়ে সরাসরি স্থানীয় বিডিও অফিস বা সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। সেই সঙ্গে ব্যাংকের অ্যাকাউন্টটি সচল রয়েছে কি না, তাও পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার। মন্ত্রীর স্পষ্ট আশ্বাস, 'আবেদনের পর সরকারি 'ভেরিফিকেশন' বা স্ক্রুটিনিতে সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে, যোগ্য মহিলারা এই প্রকল্পের টাকা পাবেনই।'

ফের 'এক ডাকে অভিষেক'

কলকাতা, ৩০ জুন : সই জাল কাণ্ড থেকে বেআইনি নির্মাণ, উসকানিমূলক ভাষণ—পালাবদলের বাংলায় একের পর এক মামলায় বিদ্ধ আদি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এরই মধ্যে 'শীতঘুম'

মিলল না রক্ষাকবচ

ছেড়ে দলের আক্রান্ত কর্মীদের আইনি সহায়তা দেওয়ার বার্তা দিয়ে মঙ্গলবার ফের 'এক ডাকে অভিষেক' নামের একটি কর্মসূচি চালু করেছেন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ। সমাজমাধ্যমে তিনি নিজেই পোস্ট করে একথা জানিয়েছেন। চালু করা হয়েছে বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর: ৭৮৮৭৭৭৮৮৭৭। ফেসবুক পোস্টে তাঁর সরাসরি তোপ নতুন বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে। অভিষেকের অভিযোগ, 'বাংলায় এখন পুলিশি রাজ চলছে। কর্মীদের কোমরে দড়ি পরানো হচ্ছে, পাথর মারা হচ্ছে। যাঁরা সৎ, তাঁদের জেলে পোরা হচ্ছে, আর দুর্নীতিগ্রস্তরা বিজেপিতে গিয়ে ওয়াশিং মেশিনে ধুয়ে নিচ্ছেন।'

অন্যদিকে, ডিজে মন্তব্য মামলায় মঙ্গলবারও স্বস্তি পেলেন না অভিষেক। হাইকোর্টের প্রশ্ন, 'কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতে যেতে আপত্তি কোথায়?' এদিনই অভিষেকের কণ্ঠস্বরের নমুনা দেওয়ার কথা ছিল নিম্ন আদালতে। ফলে নিম্ন আদালতের নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ না দেওয়ায় তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহে বাধা রইল না।

শুভেন্দুর ঘোষণা

দীপেন ঢাং

মুকুটমণিপুর, ৩০ জুন : রাজ্যের আদিবাসী সমাজ ও জঙ্গলমহলের সামগ্রিক ভোলবদল করতে একগুচ্ছ বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার মুকুটমণিপুরে 'হুল দিবস' উপলক্ষ্যে রাজ্য সরকারের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে আদিবাসী পড়ুয়া এবং বয়স্ক মহিলাদের মাসিক ভাতা বৃদ্ধির পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী জানান, হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করা আদিবাসী পড়ুয়াদের থাকা-খাওয়ার মাসিক ভাতা ১৮০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩৩০০ টাকা করা হল। পাশাপাশি 'জয় জোহার' প্রকল্পে প্রবীণ আদিবাসী মহিলারা এখন থেকে মাসে ১০০০ টাকার পরিবর্তে ১৫০০ টাকা করে ভাতা পাবেন।

পূর্বতন সরকারের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'শুনলে অবাক হবেন, ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে মাত্র ৬ কোটি টাকার কাজ হয়েছে জঙ্গলমহলের ৭৫টা ব্লকে। আমরা এইবারে ১২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছি বাজেটে। ৭৫টা ব্লকে ব্যাপক উন্নয়ন হবে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র সাজাব, জল পৌঁছে দেব, কমিউনিটি হল বানাব। একদিকে জামশেদপুর, ঝাড়খণ্ড শিল্পনগরী আরেকদিকে দুর্গাপুর শিল্পনগরী। এই দুটোকে ২০০ কিলোমিটারের রাস্তায় যুক্ত করা যায়। এই সমগ্র এলাকা, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়াকে আগামীদিনে আমরা উন্নয়নের চরম শিখরে নিয়ে যাব।'

খাবারে বিষক্রিয়ার জেরে বলে অনুমান

কিশোরীর মৃত্যু, ভর্তি মা ও দিদি

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : পেটে ব্যথা, বমির উপসর্গ নিয়ে নন্দিনী দাস নামে বছর বারোর এক কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে। একই উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসাধীন তার মা কলাকুমারী দাস ও বড়দি রিয়া দাস। সোমবার বিকেলে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের গঙ্গানগরের বরফ ফ্যাক্টরি রোড এলাকায় নিজের বাড়িতেই নন্দিনীর মৃত্যু হয়। সংকটজনক অবস্থায় কলাকুমারীর চিকিৎসা চলছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এবং রিয়ার চিকিৎসা চলছে খালপাড়ার একটি নার্সিংহোমে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, খাবার থেকে কোনওরকম সংক্রমণের জেরে ঘটনাটি ঘটতে পারে।

মঙ্গলবার শিলিগুড়ি থানার পুলিশ নন্দিনীর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার সঞ্জয় মল্লিক বলেছেন, 'কলাকুমারীর বিভিন্ন পরীক্ষার পর কী রিপোর্ট এসেছে তা খোঁজ নিয়ে দেখব। তবে তাঁর মেয়ের মৃত্যুর বিষয়টি জানা নেই। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দেখতে হবে। একটি বাড়ি থেকে যদি একইরকমের ইনফেকশন হয়, তবে ভাবতে হবে যে তাঁরা কী ধরনের খাবার খেয়েছিলেন। খাবারের সঙ্গে শরীরে কী গিয়েছে, তা দেখতে হবে। বিভিন্ন পরীক্ষা আর তদন্ত না করা পর্যন্ত সেটা বোঝার উপায় নেই।'

গঙ্গানগরের বাসিন্দা শ্যাম দাস কাজের সূত্রে দিল্লিতে থাকেন। গঙ্গানগরের বাড়িতে শ্যামের স্ত্রী ও তিন মেয়ে থাকতেন। তিন মেয়েই শিলিগুড়ি হিন্দি গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শনিবার রাতে কলাকুমারী রুটি ও আলুভাজা রান্না করেছিলেন। যা বড় মেয়ে রিয়া ও ছোট মেয়ে নন্দিনী খেয়েছিল। কিন্তু শরীর খারাপ থাকায় মেজো মেয়ে পায়েল সেদিন রাতে খাবার খায়নি। সেই রাতে খাবার খাওয়ার পর রবিবার সকাল থেকে মা ও দুই মেয়ের পেটের

- শনিবার রাতে মা রুটি, আলুভাজা রান্না করেছিলেন, যা বড় মেয়ে ও ছোট মেয়ে খায়
- সেই রাতে খাবার খাওয়ার পর রবিবার সকাল থেকে মা ও দুই মেয়ের পেটের সমস্যা শুরু হয়
- মঙ্গলবার ছোট মেয়ের মৃত্যু হয়, মা ও বড় মেয়ে এখনও চিকিৎসাধীন

সমস্যা শুরু হয়। কলাকুমারীর মা উমা দাস নাতনির মৃত্যুর খবর পেয়ে এদিন উত্তর দিনাজপুরের টুঙ্গিদিঘি থেকে শিলিগুড়িতে চলে আসেন। উমা বলেছেন, 'মেয়ে রবিবার ফোনে জানিয়েছিল যে ওদের পেট ব্যথা ও বমিভাব শুরু হয়েছে। সে ওষুধ নিয়ে এসেও খেয়েছিল। কিন্তু সোমবার যখন ফোন করি, তখন জানিয়েছিল সকলের শরীর আরও খারাপ লাগছে। বিকেলে জানায়, ছোট নাতনি বাড়িতে অসুস্থ হয়ে মারা গিয়েছে। পরে ফোনে শুনলাম রাতে মেয়ে ও বড় নাতনিকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে।'

সোমবার বিকেলে ঘরে মা ও দুই মেয়ে অসুস্থ অবস্থায় ছিল। কিন্তু সেসময় হঠাৎ নন্দিনী জ্ঞান হারায়। এমন পরিস্থিতিতে নন্দিনীকে নিয়ে তার মা ও দুই বোন প্রথমে খালপাড়ার একটি নার্সিংহোমে ও পরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে নিয়ে যান। কিন্তু মেডিকেলের চিকিৎসক নন্দিনীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপর মেয়ের দেহ নিয়ে কলাকুমারী বাড়িতে ফিরে আসেন। খবর পেয়ে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। কিন্তু রাতে প্রবল পেটে ব্যথা ও বমিভাব নিয়ে কলাকুমারী ও রিয়াকে নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। বাড়িতে ছোট বোনের দেহ আগলে সারারাত ছিল বছর তেরোর পায়েল। মেয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে শ্যাম দাস দিল্লি থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেন।

এদিন পুলিশ ওই বাড়িতে যায়। সেখানে স্বাস্থ্যকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। ৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার অনীতা মাহাতোও সেখানে যান। পায়েল বলে, 'মেঝেতে ঘুমানোর কারণে আমার ঠান্ডা লেগে গিয়েছিল। সেজন্য শনিবার রাতে কিছু খাইনি। রবিবার সকালে জল আর বিস্কুট খাই। কীভাবে কী হল, বুঝতে পারছি না।'

রিয়া দাসের অবস্থা সংকটজনক বলে জানিয়েছেন প্রাক্তন কাউন্সিলর অনীতা। তিনি বলেন, 'রিয়ার কিডনি ও লিভারে সংক্রমণ ছড়িয়েছে বলে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। খাবার থেকে বিষক্রিয়া হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

স্নানে ব্যস্ত কুনকি। চিলাপাতায় মঙ্গলবার আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

পানিট্যাঙ্কিতে ধৃত তরুণ

খড়িবাড়ি, ৩০ জুন : নেপালে প্রবেশের সময় পানিট্যাঙ্কিতে নগদ ৮ লক্ষ ভারতীয় টাকা সহ ধরা পড়লেন এক তরুণ। এসএসবি সূত্রে জানা গিয়েছে, নেপালের সাগরমাথা এলাকার বাসিন্দা বিজ্ঞান রাই মঙ্গলবার সকাল ১০টা নাগাদ পানিট্যাঙ্কির মেচি সেতু হয়ে নেপালে যাওয়ার সময় এসএসবি জওয়ানরা ওই ব্যক্তির ব্যাগ থেকে ৮ লক্ষ টাকা উদ্ধার করে। তাঁকে এসএসবি ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে জেরা করা হয়। এসএসবি জানিয়েছে, নিয়ম অনুযায়ী কোনও ব্যক্তি সর্বাধিক ২৫ হাজার ভারতীয় টাকা নিয়ে নেপালে প্রবেশে করতে পারেন। এদিন বিকালে বাজেয়াপ্ত টাকা সহ ওই ব্যক্তিকে শুল্ক দপ্তরের হাতে তুলে দেয় এসএসবি। শুল্ক দপ্তরের আধিকারিকরা তদন্ত শুরু করেছেন। দপ্তরের আধিকারিকদের সূত্রে খবর, ওই ব্যক্তি উপযুক্ত নথি দেখাতে না পারলে উদ্ধার হওয়া নগদ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

ত্রিপাক্ষিক বৈঠক চেয়ে চিঠি

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : লংভিউ চা বাগানের সমস্যা সমাধানে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী ও প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনারের উপস্থিতিতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক চেয়ে দার্জিলিংয়ের সাংসদ ও কার্সিয়াংয়ের বিধায়ককে চিঠি দিল হিল প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন। পিএফ সহ একাধিক দাবিতে শ্রমিকরা গত ৬৮ দিন ধরে রিলে অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন শ্রমিক অনশন চালাতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বিষয়টি নিয়ে হিল প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের তরফে শেমিকা লামা বলেছেন, 'রাজ্যের মন্ত্রী ও পিএফ কমিশনারের উপস্থিতিতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হলেই কেবলমাত্র সমস্যা সমাধান হতে পারে। সেই কারণে সাংসদ রাজু বিস্ট ও বিধায়ক সোনম লামাকে চিঠি দিয়েছি। তাঁরা বাগানের শ্রমিকদের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত। তাঁরাই উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের আয়োজন করতে পারেন বলে আমাদের বিশ্বাস।'

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

চোপড়া, ৩০ জুন : সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে চোপড়া থানার পুলিশের উদ্যোগে মঙ্গলবার চোপড়া হাইস্কুলে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় এলাকার ১৩টি স্কুলের ১২৭ জন পড়ুয়া অংশগ্রহণ করে। এছাড়া এদিন চোপড়া হাইস্কুলে নেশামুক্ত ভারত অভিযান কর্মসূচির অংশ হিসাবে পড়ুয়াদের নিয়ে একটি সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বর্ষামুখর।। বিহারের পোঠিয়ার আমবাড়ি ডগ ব্রিজে ছবিটি তুলেছেন ইসলামপুরের অরিন্দম দাস।

মৎস্য দপ্তরের ভূমিকায় প্রশ্ন

বর্ষা শুরু হলেও বিলি হয়নি পোনা

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : প্রতি বর্ষার আগে পুকুর, নদীগুলিতে মৎস্য দপ্তরের তরফে পোনা ছাড়া হয়। মৎস্যচাষিদের মাধ্যমে এবং মৎস্য দপ্তরের নিজস্ব উদ্যোগে মাছের জোগান বৃদ্ধি এর প্রধান লক্ষ্য। এবার বর্ষার মরশুম শুরু হয়ে গেলেও মাছের উৎপাদন বাড়াতে কোনও প্রকল্প চাষিদের কাছে যায়নি। সরকারিভাবে নদী, পুকুরে ছাড়া হয়নি মাছের পোনাও। ফলে আগামীদিনে মাছের উৎপাদন হ্রাসের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

মৎস্য দপ্তর সূত্রে খবর, প্রত্যেকবার এপ্রিল-মে মাস নাগাদ দপ্তরের তরফে নদী-পুকুরে মাছ ছাড়া হয়। সেই জন্য চাষিদের মাছের পোনা এবং মাছ চাষের উপযোগী সামগ্রী বিলি করা হয়। মাছচাষিদের বক্তব্য, বর্ষার প্রথম বৃষ্টিতে মাছের বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি হয়। এবার সরকারিভাবে কোনও মাছের পোনা বিলি হয়নি। বাজারেও চড়া দামে মাছের পোনা বিক্রি হয়েছে। ফলে বর্ষার গোড়ায় অনেক মাছচাষি তাঁদের খাল, বিল বা পুকুরে পর্যাপ্ত মাছের পোনা ছাড়তে পারেননি।

প্রশাসন সূত্রে খবর, এবার বিধানসভা ভোট হয়েছে এপ্রিল মাসের শেষদিকে। ভোট ঘোষণা এবং ফল বার হওয়া নিয়ে প্রায় তিন মাস পিছিয়ে গিয়েছে নানা প্রকল্পের কাজ। নতুন করে রাজ্য সরকার প্রাক্তন সরকারের প্রকল্প রাখবে কি না, তা নিয়ে আধিকারিকরা দোটানায় রয়েছেন। ফলে অন্য বছর তাঁরা প্রকল্পগুলির আগাম পরিকল্পনা তৈরি করে রাখলেও এবার অনেক প্রকল্পের পরিকল্পনা এবং তার আনুষঙ্গিক কাজগুলি হয়নি। তবে তাতে মাছের উৎপাদন হ্রাস পাবে না বলে দাবি করেছেন আধিকারিকদের একাংশ।

- প্রত্যেকবার এপ্রিল-মে নাগাদ দপ্তরের তরফে নদী-পুকুরে মাছ ছাড়া হয়
- সেই জন্য চাষিদের মাছের পোনা এবং মাছ চাষের উপযোগী সামগ্রী বিলি করা হয়
- বর্ষা শুরু হলেও মাছের উৎপাদন বাড়াতে কোনও প্রকল্প চাষিদের কাছে যায়নি

মৎস্য দপ্তরের উত্তরবঙ্গের এক আধিকারিক বলেছেন, 'বর্ষার আগে যে প্রকল্পগুলি চালু হওয়ার কথা ছিল নানা কারণে তা পিছিয়ে যাচ্ছে। তাতে মাছের উৎপাদন হ্রাসের কোনও বিষয় নেই। মৎস্যজীবীরা যাতে সমস্যায় না পড়েন সেদিকটা দেখা হচ্ছে।'

মাছ ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, পোনা মাছ কিংবা পুকুরের মাছের চাহিদা বাজারে বরাবরই রয়েছে। শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজারে বিহারের পোনা মাছ ঢুকছে। কিছু মাছ অন্ধ্রপ্রদেশ থেকেও আসছে। নিয়ন্ত্রিত বাজার মাছ ব্যবসায়ী সমিতির তরফে বাপি চৌধুরীর বক্তব্য, 'স্থানীয় নদী, পুকুরের মাছের জোগান কম রয়েছে। ভিনরাজ্য থেকে মাছ ঢোকায় পরিস্থিতি কিছুটা সামলানো যাচ্ছে।' তবে বাজারে মাছের চাহিদা কমেনি বলে তিনি দাবি করেছেন। ফাঁসিদেওয়ার ফিশারম্যান কোঅপারেটিভ সোসাইটির তরফে দাবি করা হয়েছে, তাদের বিলগুলি জলে ভরে গিয়েছিল মে মাসের দিকেই। এবার আগাম পোনার অভাব ছিল। সরকারের তরফেও সাহায্যের যথাযথ উদ্যোগ নেই।

দেরিতে মাছের পোনা বিলি কিংবা মৎস্য দপ্তরের প্রকল্পগুলি নিয়ে ঢিলেমির পিছনে বিজেপির দিকে আঙুল তুলেছে বামেরা। দার্জিলিং জেলা সিপিএমের সম্পাদক সমন পাঠক বলেছেন, 'বিজেপি বাঙালির প্রিয় মাছ খাওয়া বন্ধ করবে আগেই বলেছিল। তার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সরকারিভাবে মৎস্য দপ্তরকে গুরুত্বহীন করার পরিকল্পনা কি না সন্দেহ হচ্ছে।' যদিও শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির নেতা সঞ্জয় পাল বলেন, 'রাজ্য বাজেটে মৎস্য দপ্তরের জন্য কয়েকশো কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে। প্রশাসনিক কিছু কারণে প্রকল্প চালু হয়তো কিছুটা দেরি হচ্ছে।'

জেলে উপপ্রধান, পদত্যাগপত্র জমা প্রধানের

নকশালবাড়ি, ৩০ জুন : শারীরিক অসুস্থতা দেখিয়ে নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদে ইস্তফাপত্র জমা দিলেন গৌতম ঘোষ। নকশালবাড়ির বিডিও অফিসে গিয়ে ইস্তফাপত্র জমা দেন তৃণমূল কংগ্রেসের গৌতম। সপ্তাহখানেক আগে উপপ্রধান রঞ্জন চিকবড়াইককে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। বিজেপির যুব মোর্চার দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে উপপ্রধানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপির ট্রেড ইউনিয়নের নাম করে জাবরা চা বাগানে মিটিংয়ের আয়োজন করার অভিযোগ ছিল। উপপ্রধান এখনও সংশোধনাগারে রয়েছেন। এর মধ্যেই প্রধানের পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ায় পঞ্চায়েতে কার্যত অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। এখন নতুন প্রধান কে হবেন নাকি প্রশাসক বসানো হবে, তা নিয়ে চলছে জোর চর্চা।

২০২২ সালে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের আওতাধীন এলাকায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৮টি আসনের মধ্যে ১২টি পেয়েছিল তৃণমূল। বিজেপি ৫টি আর নির্দল ১টি আসন পেয়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে উত্তর দয়ারাম সংসদ থেকে জয়ী হয়ে প্রধান পদে বসেন গৌতম ঘোষ। এর আগের বোর্ডে তিনি উপপ্রধান ছিলেন। মেয়াদ শেষ হওয়ার এক বছর আগেই তাঁর পদত্যাগ ঘিরে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেত্রী বিজেপির পিঙ্কি কর বলছেন, 'আমরা ১৫ দিন

নকশালবাড়ি

আগে গত চার বছরের হিসেব চেয়ে প্রধানকে চিঠি করেছিলাম। উত্তর দেওয়ার আগেই তিনি পদত্যাগপত্র জমা করলেন। দুর্নীতি করে না থাকলে এত ভয় কীসের। জনগণের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগেই তিনি চেয়ার ছেড়ে দিলেন। উপপ্রধান জেলে বন্দি হয়ে আছেন। গ্রাম পঞ্চায়েতজুড়ে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। জনগণ পরিষেবা পাচ্ছেন না। এই পরিস্থিতিতে ব্লক প্রশাসন যা ঠিক করবে, আমরা তাতে সহযোগিতা করব।'

এদিকে গৌতম ঘোষ বলছেন, 'আমি চিকিৎসাজনিত কারণে বাইরের রাজ্যে ছিলাম। এর মধ্যেই ১৫ জুন বিরোধী দলনেত্রী গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে গত চার বছরের সমস্ত হিসেবপত্র চেয়ে চিঠি করেন। এটা খুবই অমানবিক। আমি ২৯ জুন গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে মিটিং ডেকে সমস্ত সদস্যর সামনে গত চার বছরের হিসেব বিরোধী দলনেত্রীর হাতে তুলে দিয়েছি। তাতে বিরোধী দলনেত্রীর সিল, স্বাক্ষর রয়েছে। এরপরেই বিডিও অফিসে গিয়ে পদত্যাগপত্র জমা করি। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই আমার অস্ত্রোপচার রয়েছে। তাই আমি পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছি।' এদিকে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য শান্তিপ্রসাদ তিরকি বলেন, 'আমাদের সরকার নেই। ব্লক প্রশাসন যা ঠিক করবে, তাতেই আমরা রাজি।'

স্ত্রীর মৃত্যুতে গ্রেপ্তার স্বামী

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : এক মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় এনজেপি থানার পুলিশ তাঁর স্বামীকে গ্রেপ্তার করল। ধৃত মোস্তাফা আলি জটিয়াকালীর বাসিন্দা। শালবাড়ির বাসিন্দা আজমিরা খাতুনের সঙ্গে তিন বছর আগে মোস্তাফার বিয়ে হয়। দম্পতির একটি পুত্রসন্তান রয়েছে। রবিবার সকালে মোস্তাফার বাড়ির একটি ঘর থেকে আজমিরার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। আজমিরাকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে ওই মহিলার বাপের বাড়ির তরফে মোস্তাফার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ সোমবার রাতে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হয়। বিচারক অভিযুক্তকে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠান।

মেলা গ্রাউন্ডে পার্কিং জোন

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : শহরের প্রাণকেন্দ্রে থাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা গ্রাউন্ডে গড়ে উঠবে পার্কিং জোন। লক্ষ্য শহরের যানজট সমস্যার নিরসন। এক্ষেত্রে এখন রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় শিলিগুড়ি পুরনিগম। রাজ্যের অনুমোদন পেলে ডিটেলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরি করবে পুরনিগম। ক'দিন আগেই স্টেডিয়াম পরিদর্শনের পাশাপাশি মেলা গ্রাউন্ডে গিয়েছিলেন প্রশাসক আর বিমলা। নতুন করে মেলার অনুমতি না দেওয়ার ব্যাপারে সেদিন তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে অন্যত্র কেন মেলা সরিয়ে নিতে চাইছে পুরনিগম, এখন তা স্পষ্ট হচ্ছে। পুর কমিশনার বীরবিক্রম রাই বলেন, 'ট্রাফিক সমস্যার সমাধানে এখানে নতুন পার্কিং জোন গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের সঙ্গে এনিয়ে কথা বলব। রাজ্যের তরফে অর্থবরাদ্দ করা হলে শীঘ্রই কাজ শুরু করা হবে।'

শিলিগুড়ি শহরের অন্যতম বড় সমস্যা হল যানজট। মূলত শহরে অত্যাধুনিক পার্কিং ব্যবস্থা না থাকায় নিত্যদিন যানজটে সময় নষ্ট হয় শহরবাসীর। এই সমস্যার সমাধানে সম্প্রতি বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিল। সেই সঙ্গে তাঁরা রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী ও শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের কাছেও দরবার করেছিলেন। পরবর্তীতে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের কর্তারা বিধান মার্কেট সহ শেঠ শ্রীলাল মার্কেট ও হংকং মার্কেট পরিদর্শনের পাশাপাশি পার্কিং জোন গড়ে তোলার জন্য কয়েকটি জায়গা দেখেন। মঙ্গলবার পুর কমিশনারের উপস্থিতিতে ডিসিপি ট্রাফিক কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ সহ ব্যবসায়িক সংগঠনের প্রতিনিধিরা কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করেন। এখানে পার্কিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে একপ্রস্থ আলোচনাও হয়। জানা গিয়েছে, শীঘ্রই পুরনিগমের তরফে রাজ্যের কাছে এনিয়ে একটি প্রস্তাব পাঠানো হবে। অনুমোদন মিললে পার্কিং জোন তৈরির কাজ শুরু হবে।

তৃণমূল পরিচালিত পুর বোর্ডের আমলেও স্টেডিয়ামের মেলা গ্রাউন্ডে পার্কিং জোন তৈরির চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছিল। তবে বাস্তবায়ন অধরাই থেকে গিয়েছে। রাজ্যে পালাবদলের পর এবার শহরের বাসিন্দা সহ ব্যবসায়ীরা নতুন করে আশার আলো দেখছেন। বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক রাজু সাহা বলেন, 'বিধান

রাজ্যের অনুমতি পেলেই কাজ শুরু

মার্কেটের পাশেই আরও দুটি মার্কেট রয়েছে। তবে উপযুক্ত পার্কিং ব্যবস্থা না থাকায় ব্যবসায়ীদের সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছিল। এক্ষেত্রে মন্ত্রী শংকর ঘোষের সঙ্গে আমরা একপ্রস্থ আলোচনা করেছিলাম। তারই প্রেক্ষিতে এবার স্টেডিয়ামের মেলা গ্রাউন্ডে নতুন পার্কিং জোন হতে চলেছে। এটা আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল।' শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ সূত্রে খবর, স্টেডিয়ামের মেলা গ্রাউন্ডে অত্যাধুনিক পার্কিং জোন গড়ে উঠলে, সেখানে একসঙ্গে এক হাজার মোটরবাইক ও দু'শতাধিক ছোট চার চাকা গাড়ি রাখা সম্ভব হবে। এনিয়ে এক পুলিশকর্তা বলেন, 'স্টেডিয়ামের মেলাপ্রাঙ্গণে পার্কিং জোন গড়ে উঠলে যানজট সমস্যা অনেকটাই মিটে যাবে।'

খুনের হুমকি

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : গোর্খা আনএমপ্লয়েড প্রাইমারি ট্রেইনড টিচার্স অর্গানাইজেশনের সভাপতি সুদন গুরুংকে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সুদন মঙ্গলবার দার্জিলিং সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। সেখানে সুদন লিখেছেন, আন্দোলন না করে তাঁকে চুপ করে বসে থাকার জন্য বলা হয়েছে। নয়তো তাঁকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে। চিঠিটির খামের ওপরে কালিম্পং ডাকঘরের স্ট্যাম্প রয়েছে। ২০১৯ সালে পাহাড়ে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছেন সুদন। তাঁর অভিযোগ, বিনয় তামাংয়ের নেতৃত্বাধীন প্রশাসক বোর্ডের আমলে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে ৪০০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নিয়োগ করা হয়েছিল। পার্টি ক্যাডারদের এই চাকরি পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। এই দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে এর আগেও তাঁর ওপরে আক্রমণ হয়েছে। এবার সরাসরি হত্যার হুমকি দিয়ে চিঠি এসেছে।

শিশুর আঙুল 'কাটলেন' ওয়ার্ডবয়

মুরতুজ আলম

সামসী, ৩০ জুন : নার্সের বদলে ওয়ার্ড বয়ের হাতে স্যালাইনের চ্যানেল খোলার দায়িত্ব। আর সেই চ্যানেল খুলতেই ঘটল বিপত্তি। অভিযোগ, চ্যানেল খুলতে গিয়ে আড়াই মাসের এক শিশুকন্যার হাতের বুড়ো আঙুল কেটে দেন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড বয়। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় মালদার চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটলেও রাতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও শিশুর পরিবার পৃথকভাবে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় প্রমাণিত, রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটলেও হালের বদল ঘটেনি সরকারি হাসপাতালগুলিতে।

অসুস্থতার জন্য গত ২৬ জুন আড়াই মাসের শিশুকন্যাকে হাসপাতালে ভর্তি করেছিলেন কুশিদা এলাকার বাসিন্দা মিজানুর রহমান ও তাঁর স্ত্রী নাজমা বিবি। চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে ওঠায় সোমবার শিশুটিকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই ঘটে বিপত্তি। অভিযোগ, সিস্টার চেয়ারে বসে থাকলেও ছুটির আগে শিশুটির হাতে লাগানো স্যালাইনের চ্যানেল খুলতে যান হাসপাতালের ওয়ার্ড বয় উজ্জ্বলকুমার সাহা। চ্যানেল খোলার সময় কাঁচি ব্যবহার করে শিশুটির বাম হাতের বুড়ো আঙুল কেটে দেন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড বয়। শুরু হয়ে যায় রক্তপাত। আতঙ্কিত পরিবারের সদস্যরা চিৎকার জুড়ে দেন। ঘটনায় শিশুটির পরিবারের সদস্যরা প্রতিবাদ করলে অভিযুক্ত অস্থায়ী কর্মী ও তাঁর সহযোগীরা নাজমা বিবিকে মারধরের চেষ্টা করার পাশাপাশি দুর্ব্যবহার করেন বলেও অভিযোগ ওঠে।

ঘটনায় হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মীদের ভূমিকা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ, জরুরি বিভাগে রোগীদের চিকিৎসাজনিত বিভিন্ন কাজ, এমনকি ন্যাসোগ্যাস্ট্রিক

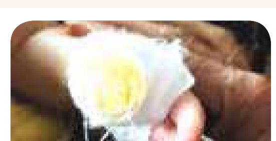

- চ্যানেল খুলতে গিয়ে আড়াই মাসের শিশুকন্যার হাতের বুড়ো আঙুল কাটলেন ওয়ার্ডবয়
- সিস্টার থাকতেও কেন চ্যানেল খুললেন ওয়ার্ডবয়, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে শিশুর পরিবার
- অভিযুক্ত ওয়ার্ডবয়কে কাজ থেকে সরিয়ে দিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের

(রাইলস) টিউব লাগানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজও অস্থায়ী কর্মীরা করেন। চিকিৎসকদের উপস্থিতিতেও এ ধরনের কাজ হচ্ছে বলে অভিযোগ। চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের শিশু বিভাগে দীর্ঘদিন ধরেই চিকিৎসায় অনিয়মের অভিযোগ উঠছিল। যা প্রমাণিত হয়ে যায় সোমবারের ঘটনায়। শিশুদের চিকিৎসা করাতে আসা বহু পরিবারের অভিযোগ, চিকিৎসা ক্ষেত্রে অবহেলা, দুর্ব্যবহার এবং তাঁদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ এখন নিত্যদিনের ঘটনা। বারবার অভিযোগ জানালেও পরিস্থিতির তেমন কোনও পরিবর্তন হয়নি।

হাসপাতালের সুপার সুমিত তালুকদার ঘটনাটি দুঃখজনক ও মর্মান্তিক আখ্যা দিয়ে বলেন, 'অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর। মালদার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের নির্দেশে ইতিমধ্যেই একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' অভিযুক্ত কর্মীকে কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে জানানো হয়েছে বলে তিনি জানান।

রক্তদান ও আলোচনা সভায় হুল দিবস উদযাপন

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৩০ জুন : আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মঙ্গলবার বিভিন্ন জায়গায় যথাযোগ্য মর্যাদায় হুল দিবস পালন করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় খড়িবাড়িতে দিনটি উদযাপন করা হয়। খড়িবাড়ি তারিজোতে ধর্মলাল সিংহ মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাঠে এদিন বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অতিরিক্ত কার্যনির্বাহী আধিকারিক মানবেন্দ্র দেবনাথ, বিরোধী দলনেতা অজয় ওরাওঁ প্রমুখ। তাঁরা সিধো, কানহো, চাঁদ, ভৈরব সহ হুল বিদ্রোহের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বীর শহিদ সিধো-কানহোর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। আদিবাসী নাচ-গানের মধ্যে দিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের স্টল ছিল সেখানে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও সেখানে হুল দিবসের তাৎপর্য ও ঐতিহাসিক পটভূমি নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ব্রিটিশ শাসনকালে বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, বিহার ও ওড়িশার অংশ বিশেষে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী জমিদার, মহাজন ও ঔপনিবেশিক প্রশাসনের নিপীড়নে

হুল দিবসে ইসলামপুর হাইস্কুল মাঠে আদিবাসী নৃত্য। -সুদীপ্ত ভৌমিক

নিজেদের জমি, জীবিকা হারাতে বসেছিলেন। সেই সময় অর্থাৎ ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন সিধো, কানহোর নেতৃত্বে সাঁওতালরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। হুল শব্দের অর্থ বিদ্রোহ। যদিও ব্রিটিশ শাসকরা এই বিদ্রোহ দমন করে তবে ভারতের ইতিহাসে আজও এই দিনটি স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

বিধায়ক বলেন, 'হুল বিদ্রোহের সিধো, কানহো সহ অন্য বীর যোদ্ধাদের স্মরণ করতে এই দিনটি পালন করা। এই বীর যোদ্ধাদের নেতৃত্বে আদিবাসীরা শোষণমুক্ত স্বাধীন সমাজ গঠনের ডাক দিয়েছিল। আদিবাসীদের এই আত্মত্যাগ ও বীরত্ব ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।'

অন্যদিকে, ইসলামপুর ব্লক আদিবাসী জমি রক্ষা কমিটির তরফে দিনটি পালন করা হয়। ইসলামপুর পার্ক মোড় সংলগ্ন এলাকায় সিধো-কানহোর মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। আদিবাসী জমি রক্ষা কমিটির ব্লক সভাপতি জাসকেল হাঁসদা জানান, এই দিনটি তাঁদের কাছে বিশেষ। তাই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দিনটি পালন করা হয়েছে। অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে চোপড়ার কাঁচাকালী পুলিশ ক্যাম্পের সামনে দিনটি উদযাপন করা হয়েছে।

অন্যদিকে, দার্জিলিং জেলা চিয়া কামান ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এদিন নকশালবাড়ি অটল চা বাগানে দিনটি পালন করা হয়েছে। তারা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। ২০ জন আদিবাসী তরুণ-তরুণী এখানে রক্তদান করেন। অটল চা বাগানের কমিউনিটি হলের সামনে পতাকা উত্তোলন করেন দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট চিয়া কামান ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী সভাপতি সুষমা লাকড়া। এছাড়া হুল বিদ্রোহে শহিদদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য দেওয়া হয়। রক্তদান শিবিরের পাশাপাশি অটল কমিউনিটি হলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। আদিবাসী নৃত্য পরিবেশন করা হয়। এছাড়া ডমকাইচ ছন্দে সুন্দর গান পরিবেশন করেন মনরাখিন নায়েক।

পঞ্চায়েত অফিসের সামনে বিক্ষোভকারীদের জটলা। মঙ্গলবার।

পঞ্চায়েত অফিসে ডিম হামলা

প্রধান ও এক সদস্যকে আক্রমণ

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : শিলিগুড়ি সংলগ্ন ডাবগ্রাম-১ গ্রাম পঞ্চায়েতেও ডিম হামলা। মঙ্গলবার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আরতি রায় এবং খোলাচাঁদ ফাঁপড়ি থেকে নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য অনীতা ছেত্রীকে লক্ষ্য করে পঞ্চায়েত অফিসেই ডিম ছোড়া হয়। এমনকি বিজেপি নেতা-কর্মীদের নেতৃত্বে স্থানীয়রা দুজনকে ঘিরে 'চোর' 'চোর' স্লোগানও দিতে থাকেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ভক্তিনগর থানার পুলিশ পৌঁছে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, পঞ্চায়েত সদস্য অনীতা জনবহুল এলাকায় রাস্তা তৈরি না করে নিজের বাড়ির সামনে ৩০০ মিটারের রাস্তা তৈরি করেছেন। অন্যদিকে, প্রধান আরতির বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলেছেন বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের কথায়, লালটং বস্তি এলাকায় সাধারণ মানুষকে পাট্টা না দিয়ে তৃণমূল নেতাদের পাট্টা দেওয়ার ব্যবস্থা করা, বেতগাড়া-তরিবাড়ি এলাকায় ঠিকমতো বাঁধ তৈরি না করা সহ আরও একাধিক দুর্নীতি করেছেন প্রধান।

এদিন এই অভিযোগগুলিকে সামনে রেখে বিজেপির ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার যুব কনভেনার অমিত ঘোষ, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি মণ্ডল ২'এর যুব সভাপতি নিমন মণ্ডলের নেতৃত্বে এলাকার বাসিন্দারা প্রধানের সঙ্গে কথা বলতে পঞ্চায়েত অফিসে যান। অভিযোগ, প্রধান তাঁদের দীর্ঘক্ষণ এড়িয়ে যান। পরে প্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্য সামনে আসতেই বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে দু'পক্ষ। এমন সময় প্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্যকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয়।

বিষয়টি নিয়ে অমিতের বক্তব্য, 'প্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্যর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। আমরা জবাব চাইতে এসেছিলাম। কিন্তু আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাননি প্রধান। তাছাড়া ডিম ছোড়া মানুষের ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ।'

বিক্ষোভকারীদের মধ্যে খোলাচাঁদ ফাঁপড়ির বাসিন্দা মালতী শর্মা বলেন, 'রাস্তাটি আমার বাড়ির সামনে তৈরি হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। উলটে পঞ্চায়েত সদস্য নিজের বাড়ির সামনে রাস্তা তৈরি করেছেন। ওই জায়গায় শুধু তাঁরই ঘর রয়েছে। আর কোনও ঘর নেই। এ নিয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে আমাকে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়।'

যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে অনীতা অবশ্য বলছেন, 'রাস্তাটা ৩০০ মিটারের ছোট রাস্তা। এই কাজের টাকা বরাদ্দ হয়েছিল তাই এই রাস্তার কাজ আগে হয়েছে। বাকি ৬০০ মিটারের বড় রাস্তা হবে। সেই টাকা পাওয়া গেলে কাজ শুরু হবে।' প্রধান বিষয়টি নিয়ে একই সাফাই দিয়েছেন।

> **আমরা জবাব চাইতে এসেছিলাম। কিন্তু আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাননি প্রধান। তাছাড়া ডিম ছোড়া মানুষের ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ।**
>
> **অমিত ঘোষ** *যুব কনভেনার, বিজেপি, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা*

এদিকে, এলাকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বিক্ষোভ দেখানোর সময়ই পঞ্চায়েত অফিসে থাকা একটি বোর্ড নিয়েও ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। অভিযোগ, ওই বোর্ডে ১ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা ব্যয়ে পঞ্চায়েত অফিসে বারান্দা ও পার্কিং শেড তৈরির বিষয়টি উল্লেখ থাকলেও কোনও শেডই সেখানে নেই। এ বিষয়েও প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন বিক্ষোভকারীরা। যদিও প্রধান জানিয়েছেন, এই কাজটি ২০২৩ সালে বিগত বোর্ডের সময়ের। তাই এ বিষয়ে তিনি কিছু বলতে পারবেন না।

জিআই ট্যাগ আশাপুরের বেগুনের

মালদা ব্যুরো

৩০ জুন : ৯৯২। এই সংখ্যাটি আসলে জাহাঙ্গির আলম, তাপস দাসদের স্বপ্নপূরণের নম্বর। নিজের হাতে গাছ লাগিয়ে, পরিচর্যা করে, বছরের পর বছর তাঁরা ফলান হালকা সবুজ রঙের বেগুন। সেই আশাপুরের বেগুন এবার পেল জিআই ট্যাগ। তারই নম্বর এই ৯৯২।

আশাপুরের গোলাকার ও মিষ্টি স্বাদের এই বিশেষ প্রজাতির বেগুন বহুদিন ধরেই মালদা, বিহার ও ঝাড়খণ্ডে জনপ্রিয়। পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ এই বেগুনে রয়েছে প্রচুর আঁশ, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও বিভিন্ন খনিজ উপাদান, যা হজমে সহায়তা করে, হৃৎপিণ্ডের স্বাস্থ্য ভালো রাখে এবং ওজন নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে। মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির জেলা সভাপতি উজ্জ্বল সাহার দাবি, 'আমরাই প্রথম আশাপুরের বেগুনের জিআই ট্যাগের দাবি জানিয়েছিলাম। এই তকমা পাওয়ায় আমরা খুশি। এছাড়াও আমরা নবাবগঞ্জের বেগুনেরও জিআই ট্যাগের দাবি জানিয়েছিলাম। শুনতে পাচ্ছি, দাবিও নাকি শিগগিরই পূরণ হবে। আশা করি আগামী বছর নবাবগঞ্জের বেগুনও জিআই ট্যাগের তকমা পেয়ে যাবে।'

মালদা জেলা উদ্যানপালন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মূলত উত্তর মালদার চাঁচল-১ ও ২ ব্লকের নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে এই বেগুন চাষ হয়ে আসছে। এ ছাড়াও বর্তমানে হরিশ্চন্দ্রপুর ব্লকের বেশকিছু এলাকায় এই বেগুন চাষের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে কৃষকদের মধ্যে। বর্তমানে মালদা জেলায় প্রায় ৫০০ হেক্টর জমিতে এই বেগুন চাষ হয়। গত মরশুমে বেগুনের ফলন হয়েছিল প্রায় ২৬ হাজার মেট্রিক টন। এই জিওগ্রাফিকাল ইনডেক্সের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, এই বেগুনটি নির্দিষ্টভাবে এই চাঁচল এলাকাতেই চাষ করা হয়। ব্যবসায়ী মহলের মতে, আশাপুরের বেগুন জিআই ট্যাগ পাওয়ায় স্থানীয় কৃষকরা লাভবান হবেন। মালদার এই বিখ্যাত বেগুন নিজস্ব পরিচিতি পেলে কৃষকরা ভালো দাম পাবেন। বিভিন্ন জায়গায় রপ্তানিতে সুবিধা হবে এই বেগুনের। এমনিতেই অবশ্য অন্যান্য বেগুনের তুলনায় দাম বেশি থাকে এই বেগুনের।

মূলত আশাপুরের কোবাইয়াতে অবস্থিত ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল গ্রোয়ার ওয়েলফেয়ার সমিতি এই জিআই ইনডেক্স অর্থাৎ জিওগ্রাফিকাল ইনডেক্সের তকমা লাভ করল। স্থানীয় বাসিন্দা প্রসেনজিৎ ভগত বলছিলেন, 'আশাপুরের বেগুন শুধু জেলায় কেন, রাজ্য ছাড়িয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় রপ্তানি হয়। আমাদের পাশে বিহার এবং ঝাড়খণ্ড রাজ্য থেকে প্রচুর পাইকার এই বেগুন কিনতে এলাকায় আসেন। শীতের সময় এই বেগুন এলাকায় ব্যাপক হারে উৎপন্ন হয়। জিআই ইনডেক্স পেয়ে এখন একটাই সুবিধা হল যে, আশাপুরের বেগুনের নাম দিয়ে অন্য কোনও বেগুন বাজারে বিক্রি করা যাবে না।'

জিয়াগঞ্জ এলাকার কৃষক তাপস দাস প্রতি বছর ৫০ থেকে ৬০ কুইন্টাল এই বেগুন উৎপাদন করেন। তিনি বলছিলেন, 'আমরা চাই জিআই ইনডেক্সের বিষয়টি কেবল খাতায়-কলমে না থেকে এই বেগুনের বিপণনে জোর দিক সরকার। বেগুনকে ঘিরে যদি কোনও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প তৈরি করা যায়, তাহলে আরও ভালো হয়।'

কোবাইয়া এলাকার চাষি জাহাঙ্গির আলমের দাবি, 'আমরা বংশানুক্রমে এই বেগুন চাষ করে আসছি। তবে এখন আর আগের মতো এই বেগুনের সাইজ নেই। তবে পুরোনো দিনের মতোই এর স্বাদ ও গন্ধ আজও অটুট। মূলত এই বেগুনের স্বাদটাই একে অন্যান্য জায়গার বেগুন থেকে পৃথক করে দেয়।' জাহাঙ্গিরের প্রশ্ন, এই সম্মান লাভের ফলে আগামীতে এখানকার বেগুন চাষের কী উন্নতি হবে? কৃষকেরই বা কী উন্নতি হবে?

চাষিদের দাবি, শুধু নামে জিআই স্বীকৃতি পাওয়া নয়, উৎপাদন বাড়াতে সরকারি প্রশিক্ষণ, আধুনিক চাষ পদ্ধতির প্রসার এবং স্থায়ী বাজার গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। তাহলেই এই স্বীকৃতির প্রকৃত সুফল মিলবে।

শৈশবের আনন্দ।। মঙ্গলবার বাঁশরাজা গ্রামে। ছবি : অর্পণা গুহ রায়।

অভিযুক্ত পেনশন ক্লার্ক, ধৃত তরুণী

প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিলে তছরুপ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : শিলিগুড়ি প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিলের চেকবুক জালিয়াতি করে ১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা তছরুপের ঘটনায় এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শিলিগুড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম আলপনা সরকার। বাড়ি শ্রবণনগরে। সোমবার রাতে সেখান থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের অ্যাকাউন্টে তছরুপের ১৭ লক্ষ টাকা ট্রান্সফার হয়েছে। অথচ তিনি স্কুল কাউন্সিলের সঙ্গে কোনওভাবেই যুক্ত নন। সরকারি দপ্তরের এত টাকা কীভাবে বহিরাগত ওই তরুণীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এই চাঞ্চল্যকর ঘটনায় স্কুল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায় রঞ্জন দত্ত নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযুক্ত রঞ্জন ওই দপ্তরেরই পেনশন ক্লার্ক ছিলেন। ঘটনার পর থেকেই মূল অভিযুক্ত রঞ্জন সম্পূর্ণ পলাতক। আলপনার সঙ্গে পলাতক ওই ক্লার্কের কী সম্পর্ক রয়েছে এবং কেন আলপনার অ্যাকাউন্টে ওই টাকা গেল তা পরিষ্কার করতে ধৃতকে মঙ্গলবার মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক আলপনাকে চারদিনের পুলিশি হেপাজতে পাঠিয়েছেন। পরবর্তীতে তাঁকে ফের হেপাজতে নেওয়া হতে পারে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি থানায় চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায় অভিযোগটি দায়ের করেন ৬ মে। অভিযোগপত্রে তিনি জানান, গত ৫ মে কন্ট্রোলার অফ ফিন্যান্স ও ডিডিও কাউন্সিলে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। সেখানে উল্লেখ করা হয়, সরকারি ব্যাংক স্টেটমেন্টের সঙ্গে পার্সোনাল ডিপোজিট

- শিলিগুড়ি প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিলের চেকবুক জালিয়াতি করে কোটি টাকার বেশি তছরুপ
- সতেরো লক্ষ টাকা অ্যাকাউন্টে ঢোকায় পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার বহিরাগত তরুণী
- সই জাল করে জালিয়াতির ঘটনায় মূল অভিযুক্ত পেনশন ক্লার্ক রঞ্জন দত্ত পলাতক

অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্টের বিস্তর ফারাক রয়েছে। তদন্তে দেখা যায়, এই বিশাল জালিয়াতি সফল করতে কন্ট্রোলার অফ ফিন্যান্সের সই পর্যন্ত নকল করা হয়েছে।

কীভাবে এই জালিয়াতি হয়েছে তার একটি নমুনাও পুলিশের কাছে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের ৯ এপ্রিল সরকারি চেকবুক থেকে ৯৩৬৯৭৬ নম্বরের একটি চেক ইস্যু করা হয়েছিল। একটি পাবলিকেশন সংস্থাকে পাওনা মেটানোর জন্য ১৪,২৪০ টাকার চেক ইস্যু করা হয়। অফিসের নথিতে এই তথ্য রাখাও হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় ওই চেকটি ব্যবহার করে ব্যাংক থেকে নগদ ৯ লক্ষ ১৪ হাজার ২৪০ টাকা তোলা হয়েছে। পাবলিকেশন সংস্থাকে প্রাপ্য ১৪,২৪০ টাকা মিটিয়ে দিয়ে কারচুপি করে তোলা বাকি টাকা অপরিচিত দুই মহিলাকে দেওয়া হয়েছে।

তদন্তে উঠে এসেছে, এভাবেই বেশ কিছু ক্ষেত্রে চেকে লেখা টাকার অঙ্কের ওপর 'ওভাররাইট' করে কারচুপি করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে আবার প্রাপকের নামও পরিবর্তন করে কন্ট্রোলার অফ ফিন্যান্সের সই জালিয়াতি করা হয়েছে। চেয়ারম্যানের দাবি, গত এক বছরে ১২টি লেনদেনের মাধ্যমে ১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা তছরুপ করা হয়েছে। যেহেতু চেকবুক সামলানো থেকে শুরু করে ব্যাংকে জমা দেওয়া এই সমস্ত কাজই ক্লার্ক রঞ্জনের হাত দিয়ে হত, তাই রঞ্জনই মূল অভিযুক্ত হিসেবে তাঁর ধারণা। অ্যাকাউন্টের লেনদেনের সূত্র ধরেই পুলিশ আলপনাকে গ্রেপ্তার করেছে। পলাতকের সন্ধানের পাশাপাশি এই কারচুপিতে আর কারা জড়িত তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

সংঘের শিবিরে তৃণমূলের জেপি

পরিচয় ফাঁস হতেই বের করে দেওয়া হল

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : চুপিসারে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শিবিরে গিয়ে ধরা পড়লেন তৃণমূল নেতা। তবে তাঁর দাবি, সংঘের প্রশিক্ষণ নেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল। সবার চোখের আড়ালে প্রথম দিন কাটালেও দ্বিতীয় দিনে তিনি ধরা পড়ে যান। অভিযোগ, তাঁকে শিবির থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে।

শিলিগুড়ি সংলগ্ন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির তৃণমূল নেতা জ্যোতিপ্রকাশ কানোরিয়া এলাকায় জেপি বলেই পরিচিত। বিধানসভা ভোটে তাঁর টিকিট পাওয়া নিয়েও জল্পনা ছড়িয়েছিল। বেশ সক্রিয়ভাবে তৃণমূল কংগ্রেস করতেন তিনি। এই ঘটনা ছড়িয়ে পড়তেই বিজেপির অন্দরেও চর্চা শুরু হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি অতীত মুছতে অনেকেই বিজেপির কাছাকাছি আসতে সংঘ পরিবারের সঙ্গে জুড়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন?

জেপি অবশ্য তাঁকে শিবির থেকে বের করে দেওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, তিনি কিছুদিন থেকে সেবক রোডের একটি সংঘের শাখায় রোজ যাচ্ছিলেন। শিবিরে যাওয়ার আগে পরিচিতি পর্বে তিনি যাননি। সেজন্য তাঁকে প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করতে দেওয়া হয়নি। তাঁর বক্তব্য, 'শিবির শেষ করতে পারিনি। সংঘে হঠাৎ করে তো কেউ আর শিবিরে যেতে পারেন না। তার আগে কিছু ধাপ রয়েছে। একটি ধাপে উপস্থিত না থেকে শিবিরে গিয়েছিলাম। আমি মন ও শরীর চাঙ্গা করতে গিয়েছিলাম।'

ডাবগ্রামে ২৬ জুন থেকে সংঘের প্রারম্ভিক শিবির বসেছিল। তিনদিনের এই শিবির শেষ হওয়ার কথা ছিল ২৮ জুন। অভিযোগ, জেপি সহ আরও দুজন সংঘের রীতিনীতি সঠিক পালন করতে পারছিলেন না। সাধারণত যাঁরা নিয়মিত শাখায় যান তাঁদেরই এই শিবিরে প্রশিক্ষণের অনুমতি দেওয়া হয়। বিচার পরিবারের সদস্য হলে তাঁদের সন্তানদের ছাড় দেওয়া হয়। কিন্তু হঠাৎ করে কেউ শিবিরে গেলে সংঘের নিয়ম পালনে সমস্যা হওয়া স্বাভাবিক। অভিযোগ, সেরকমই জেপির সমস্যা হচ্ছিল। যখন বিশ্রামে থাকতে বলা হচ্ছিল বা চলতে বলা হচ্ছিল তখন নাকি জেপি লাইন না মেনে সবার প্রথমে থাকার চেষ্টা করছিলেন। তাতেই সন্দেহ হয় প্রশিক্ষকদের। প্রথমে নজরে না পড়ার কারণ হিসাবে সংঘের প্রশিক্ষকরা বলছেন, অনেক রাজনৈতিক নেতাই তাঁদের কাছে সেভাবে পরিচিত নন। ফলে জেপির সঙ্গে যে তৃণমূলের যোগ রয়েছে বা তিনি একদা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোক বলে পরিচিত ছিলেন, তা সংঘের প্রশিক্ষকদের জানা ছিল না। কিন্তু সেখানে থাকা দু'-একজন বিজেপি সদস্য জেপি সহ দুজনকে চিনতে পেরেছিলেন বলে দাবি। তাঁরাই বিষয়টি নজরে আনলে জেপিকে শিবির থেকে বার করে দেওয়া হয়। সংঘের এক কর্তার বক্তব্য, 'শিবিরে যাওয়ার আগে আরও কয়েকমাস শাখায় যেতে বলা হয়েছে। জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হলে প্রবেশাধিকার পাবেন।'

> **শিবির শেষ করতে পারিনি। সংঘে হঠাৎ করে তো কেউ আর শিবিরে যেতে পারেন না।**
>
> **জ্যোতিপ্রকাশ কানোরিয়া** *তৃণমূল নেতা*

জেপির সঙ্গে বাকি যে ২ জনকে বার করে দেওয়া হয়েছে তাঁরাও ডাবগ্রামের তৃণমূলের পরাজিত প্রার্থী রঞ্জন শীলশর্মার লোক বলে পরিচিত ছিলেন। রাজ্য বিজেপির নেতৃত্ব এখনও দরজা বন্ধ রাখলেও বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তৃণমূল নেতাদের কয়েকজনকে দলে যোগদানের নানা ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন। এমন পরিস্থিতিতে বিজেপির সঙ্গে সখ্য বাড়াতে সংঘের নানা শাখা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন তৃণমূল নেতা, কর্মীদের অনেকে। সেই ফাঁক গলে যদি বিভিন্ন ঘটনায় অভিযুক্ত তৃণমূল নেতারা ঢুকে পড়েন, তবে সমস্যা হবে। বিজেপি নেতারা তাই সংঘের সঙ্গে সমন্বয় জোরদার করার দাবি তুলেছেন। বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'কঠোর অনুশাসন রয়েছে। বার করে দেবেই তো। নেতৃত্বের নির্দেশ ছাড়া তৃণমূলিদের জন্য দরজা আপাতত বন্ধ থাকবে।'

পাঁচ দফা দাবি

ইসলামপুর, ৩০ জুন : রামগঞ্জ বাজার সংলগ্ন প্রধান সড়কের বেহাল দশা এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পর্যাপ্ত পরিষেবার অভাব সহ মোট পাঁচ দফা দাবিতে মঙ্গলবার মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দিল সিপিএমের ইসলামপুর ১ নম্বর এরিয়া কমিটি।

সিপিএমের অভিযোগ, ইসলামপুর ব্লকের রামগঞ্জ-১, রামগঞ্জ-২, কমলাগাঁও সুজালি, গোবিন্দপুর এবং চোপড়া ব্লকের লক্ষ্মীপুর ও চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ও যোগাযোগ কেন্দ্র হল রামগঞ্জ বাজার। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বাজার সংলগ্ন প্রধান সড়কের বেহাল অবস্থার কারণে চরম দুর্ভোগে পড়ছেন সাধারণ মানুষ। সামান্য বৃষ্টি হলেই রাস্তার বড় বড় গর্তে জল জমে যায়। এর ফলে যান চলাচল বিপজ্জনক হয়ে ওঠার পাশাপাশি প্রায় প্রতিদিনই ঘটছে ছোট-বড় দুর্ঘটনা।

রাস্তার পাশাপাশি এলাকার স্বাস্থ্য ও অন্য পরিকাঠামোগত অভাবের কথাও এদিন তুলে ধরা হয়। অভিযোগ, রামগঞ্জ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা না থাকায় এলাকার বাসিন্দাদের চিকিৎসার জন্য বাধ্য হয়ে দূরে যেতে হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে রামগঞ্জ হাটের পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবিও অমীমাংসিত রয়েছে। তাছাড়া, ওই এলাকায় কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখা না থাকায় সাধারণ মানুষকে পরিষেবার জন্য অন্যত্র ছুটতে হচ্ছে। এই সমস্ত সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধানের দাবিতেই এদিন মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ হয় বাম নেতৃত্ব। দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে সংগঠনের তরফে।

উড়ান বাতিল

বাগডোগরা, ৩০ জুন : যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বাগডোগরা থেকে মুম্বইগামী এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস আই এক্স-১৫৪৭ উড়ান বাতিল করা হল। ফলে বিপাকে পড়তে হয় শতাধিক যাত্রীকে। বাগডোগরা বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বাগডোগরায় নামে বিমানটি। ৬টা ৫৫ মিনিটে উড়ে যাওয়ার কথা ছিল। সেই মতো যাত্রীরা সিকিউরিটি চেক করে বিমানে উঠেও বসেন। এরপরেই জানা যায়, বিমানে ত্রুটি রয়েছে। মেরামত করতে অন্তত দেড় ঘণ্টা সময় লাগবে। রাত ৯টা নাগাদ যাত্রীরা জানতে পারেন, বিমান বাতিল করা হয়েছে। কিছু যাত্রী নিজেরাই ফিরে গিয়েছেন। কিছু যাত্রীকে রাতে হোটেলে রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

তরুণীদের উত্ত্যক্ত করার অভিযোগে ধৃত

চাকুলিয়া, ৩০ জুন : দীর্ঘদিন ধরে এলাকার স্কুলছাত্রী ও নার্সদের উত্ত্যক্ত করার অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল চাকুলিয়া থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম আনেসুর রহমান (৩০)। গ্রেপ্তারের পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে এদিনই তাঁকে ইসলামপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে। তাঁর জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত আনেসুরের বিরুদ্ধে বেশ কিছুদিন ধরেই রাস্তাঘাটে মেয়েদের উত্ত্যক্ত ও হেনস্তা করার অভিযোগ উঠছিল। তাঁর আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয়দের পক্ষ থেকে চাকুলিয়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। এরপরই উত্ত্যক্ত করার সময় তরুণকে হাতেনাতে পাকড়াও করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, নারীদের নিরাপত্তা রক্ষায় এই ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে আগামীদিনেও কড়া পদক্ষেপ করা হবে।

নাগরিক সমস্যা নিয়ে পুর কমিশনারের দ্বারস্থ

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : মেয়র পদে গৌতম দেব ইস্তফা দিতেই শিলিগুড়ি পুরনিগমে প্রশাসক বসিয়েছে রাজ্য সরকার। অর্থাৎ ছ'মাস বা তারও কম সময়ের মধ্যে পুরভোট হচ্ছে এটা ধরে নিয়ে এখন থেকেই ময়দানে নেমে পড়েছে বামফ্রন্ট। শহরবাসীর বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরে লাগাতার কর্মসূচি নিচ্ছে তারা। শহরবাসীর দাবি আদায়ের আন্দোলনের দিশা ঠিক করতে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম শুক্রবার শিলিগুড়িতে আসছেন। যদিও '২৬-এর বিধানসভা ভোটে পরাজয়ের হতাশা ভুলে এখনও ময়দানে নামতে পারেনি তৃণমূল কংগ্রেস। যা নিয়েও রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। তৃণমূল নেতা গৌতমের অবশ্য দাবি, 'শীঘ্রই তৃণমূলকেও আন্দোলনের ময়দানে দেখা যাবে।'

পুর বোর্ড না থাকায় একাধিক নাগরিক পরিষেবা নিয়ে সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়ছেন বলে অভিযোগ। এমনই আট দফা দাবিতে মঙ্গলবার পুর কমিশনার বীর বিক্রম রাই-কে স্মারকলিপি দেয় বামেরা। পুর বোর্ড ভেঙে যাওয়ার পর থেকেই শহরের নাগরিক পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার প্রতিবাদে বিভিন্ন কর্মসূচি করছে বামেরা। সম্প্রতি নাগরিক কনভেনশনের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন ওয়ার্ডে নাগরিকদের সমস্যার কথা শুনেছে।

দার্জিলিং জেলা বামফ্রন্ট-এর আহ্বায়ক সমন পাঠক বলছেন, 'নাগরিকদের সমস্যার কথা না ভেবে গৌতম দেব মেয়র পদে ইস্তফা দিয়েছেন। প্রশাসক বসার পর থেকে সাধারণ সার্টিফিকেট নিতেও বরো অফিসে ছুটতে হচ্ছে শহরবাসীকে। সাধারণ মানুষকে যাতে এসব ক্ষেত্রে কিছুটা সুরাহা দেওয়া যায় সেকারণেই কমিশনারের দ্বারস্থ হয়েছি।'

আন্দোলনে বামেরা, প্রশ্নে তৃণমূল

শিলিগুড়ি পুরনিগমের পথে বাম নেতৃত্ব। মঙ্গলবার। -সঞ্জীব সূত্রধর

এদিন সিপিএমের দার্জিলিং জেলা কার্যালয় অনিল বিশ্বাস ভবনের সামনে থেকে মিছিল করে পুরনিগম আসেন বাম কর্মী-সমর্থকরা। পরে পুরনিগমের সামনে পথসভা করার পর পুর কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে বাম নেতৃত্ব। ছিলেন সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য জীবেশ সরকার, দিলীপ সিং, মৌসুমি হাজরা, শরদিন্দু চক্রবর্তী প্রমুখ।

এদিন পুনর্বাসন না দিয়ে উচ্ছেদের বিরুদ্ধেও সরব হয় বামেরা। পুর কমিশনার তাঁদের দাবি অনুযায়ী সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন বলে সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য মুন্সি নুরুল ইসলাম জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, 'আমাদের আন্দোলনের ফলে সেবক রোডে সম্প্রতি পুরনিগমের তরফে যে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল তা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে কমিশনার জানিয়েছেন।'

এদিকে, প্রাক্তন কাউন্সিলার তথা বাম নেতা শরদিন্দুর অভিযোগ, 'বোর্ড না থাকার সুযোগ নিয়ে বিজেপির নেতা-নেত্রীরা অলিখিতভাবে ওয়ার্ড চালাচ্ছেন। এভাবে পুরনিগম চলতে পারে না।'

যদিও এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন। তিনি বলেন, 'মানুষের যাতে সমস্যা না হয়, সেজন্য আমাদের নেতৃত্ব শুধু সাহায্য করছেন। কেউ কাউন্সিলারের ভূমিকা পালন করছেন না।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা অসীম ঘোষ - কে 13.04.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 82E 44918 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হলেই স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করা সম্ভব। ডিয়ার লটারি প্রতিটি সাধারণ মানুষকে এমনই একটি সুবিধা প্রদান করে যা সামান্য কিছু টাকা খরচ করেই কোটিপতি তৈরি করে। এই অসামান্য সহায়তার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর স্বচ্ছতা প্রমানিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৪৪ সংখ্যা, বুধবার, ১৬ আষাঢ় ১৪৩৩

নাকাল পুরবাসী

ক্ষমতার খেলায় খেসারত সাধারণ মানুষের। শহরগুলিতে নাগরিক পরিষেবায় চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পুরসভার। কিন্তু পুর বোর্ডগুলির অধিকাংশে এখন অচলাবস্থা। কোথাও মেয়র বা চেয়ারম্যান ইস্তফা দিয়েছেন। কোথাও অধিকাংশ কাউন্সিলার পদ ছেড়েছেন। কোথাও প্রশাসক নিয়োগ করেছে রাজ্য সরকার। অন্যদিকে, রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর পুরসভার খরচে সরকার লাগাম টেনে ধরেছে। যাতে উন্নয়ন পরের কথা, ন্যূনতম পুর পরিষেবা আটকে গিয়েছে।

রাজ্যে এখন প্রবল বর্ষা। জল থইথই করছে অধিকাংশ শহর। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের পুর এলাকাগুলি। রায়গঞ্জের মতো পুরোনো শহর ৪৮ ঘণ্টারও বেশি জলবন্দি হয়ে আছে। আলিপুরদুয়ার শহরের ২০টি ওয়ার্ডই জলমগ্ন হয়েছিল। কোচবিহারের পরিস্থিতি একইরকম। এমনিতেই পর্যাপ্ত নিকাশি ব্যবস্থা প্রায় কোনও শহরে নেই। ফলে অতিবৃষ্টিতে বেরিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা না থাকায় জল আটকে থাকছে লোকালয়ে, রাস্তাঘাটে। সংবাদপত্রে, টেলিভিশনে বিছানার ওপর ওভেন তুলে রান্নাবান্নার দুঃসহ ছবি দেখা যাচ্ছে।

নিকাশিনালা বুজে থাকলেও পরিষ্কার করার কেউ নেই। কোথাও কর্তারা পদত্যাগ করায়, কোথাও আর্থিক সমস্যায় নালাগুলি পরিষ্কার করে জল বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে না পুরসভাগুলি। আলিপুরদুয়ারে পুর এলাকার মধ্যে নৌকায় যাতায়াতের ছবি প্রমাণ করে কতটা ঠুঁটো জগন্নাথ পুরসভা। রায়গঞ্জে জল আটকে থাকার আরেক কারণ অপরিকল্পিত নির্মাণ। সেটা সামনে আসার পর পদক্ষেপ করার কেউ নেই পুরসভায় অচলাবস্থা চলার কারণে।

এখন বর্ষাকাল। বৃষ্টি আরও বেশ কিছুদিন চলবে। ফলে শহরগুলিতে জলে দুর্ভোগের সমস্যা লেগেই থাকবে। কিন্তু পুরসভাগুলির পঙ্গু দশায় এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আশু উপায় নেই কোথাও। শহরের রাস্তাঘাটে পর্যন্ত জল থাকায় যাতায়াতে ভোগান্তি বাড়ছে। যানবাহনের গতি শ্লথ হচ্ছে। ঘনঘন যানজটে জেরবার হচ্ছেন মানুষ। সঙ্গে থাকছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। উপভোগ করার বদলে বৃষ্টি এখন হয়ে উঠেছে আতঙ্কের কারণ। ঘরে জল ঢুকে গেলে কি আর বৃষ্টির রোমান্টিকতা থাকতে পারে!

একে জলবন্দি শহর, তার ওপর নোংরা, আবর্জনায় হাঁসফাঁস করছে শহরগুলি। কোথাও সাফাইকর্মীদের দীর্ঘদিনের বেতন বকেয়া। কোথাও পুরসভার অচলাবস্থার কারণে জঞ্জাল সাফাইয়ে তত্ত্বাবধানের কেউ নেই। যেখানে সেখানে আবর্জনা পড়ে থাকায় বৃষ্টিতে প্রায় নরক হয়ে উঠছে শহরের বিভিন্ন এলাকা। পুরসভাগুলির জঞ্জাল অপসারণের কাজটি সাংঘাতিকভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে। যতটুকু কাজ হচ্ছে, তাতে গোটা শহরের সিকি অংশও পরিষ্কার হচ্ছে না।

শিলিগুড়িতে পুর বোর্ড নেই। মেয়র গৌতম দেব পদত্যাগ করার পর রাজ্য সরকার প্রশাসক নিয়োগ করেছে। বদলে দিয়েছে পুর কমিশনারও। তাঁদের একদিন রাস্তায় পড়ে থাকা জঞ্জালের পাশে দাঁড়িয়ে উষ্মা প্রকাশ করতে দেখা গেল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পদক্ষেপ করতে তাঁরা নির্দেশ দিলেন। সেখানে সেই নির্দেশ পালিত হল বটে। কিন্তু শহরের বিভিন্ন স্থানে আবর্জনার স্তূপ দেখে বোঝা যাচ্ছে, সেই নির্দেশ সর্বত্র মানা হচ্ছে না।

নির্দেশ মানাতে যে পরিকাঠামো ও নজরদারি থাকা উচিত, তার একান্ত অভাব প্রায় সব পুরসভায়। পুরসভায় অনেক কাউন্সিলার থাকেন। তাঁরা নিজেদের ওয়ার্ড দেখভাল করার দায়িত্বে থাকেন। সেখানে একজন প্রশাসক বা পুর কমিশনার বা নির্বাহী আধিকারিকের পক্ষে গোটা শহরের জলবন্দির সমস্যা, আবর্জনা অপসারণ না হওয়া ইত্যাদির দিকে নিয়মিত ও সবসময় নজর রাখা কঠিন। পরিষেবা প্রদানের বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থাটা কার্যত লাটে উঠেছে।

পুরসভাগুলির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। প্রশাসক নিয়োগ করা সমস্যার সমাধান নয়। প্রয়োজন শক্তপোক্ত পূর্ণাঙ্গ পুর বোর্ড। পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে, তাতে নতুন করে পুর নির্বাচন না করা পর্যন্ত তা সম্ভব নয়। রাজ্য সরকার ডিসেম্বরে কলকাতা পুরসভার ভোট করাবে বলে ঘোষণা করেছে। রাজ্যের সব শহরেই অচলাবস্থা কাটাতে একই পদক্ষেপ জরুরি। ডিসেম্বর এখনও ৬ মাস বাকি। এইসময়ে শহরগুলিতে দুর্ভোগ কিন্তু চলতেই থাকবে।

অমৃতধারা

বুদ্ধিমাত্রেই বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণে রত হয়। পৃথিবীর কিছু প্রাণী সংশ্লেষণ করে বা গড়ে, কিছু প্রাণী বিশ্লেষণ করে বা বিভাজন করে। একমাত্র মানুষই দুটোই করতে পারে। পিপীলিকা মাটি তুলে পাহাড় গড়ে, জিনিসপত্র সংগ্রহ করে আনে। বীবর কাঠ জড়ো করে বাঁধ দেয়। পাখীরা বাসা বানায়। বাঁদর কিন্তু গড়তে পারে না, তারা সবকিছু ছিঁড়েখুঁড়ে দেখে। তাদের একটি মালা দিয়ে দেখো, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে চারপাশে ছড়িয়ে দেবে। বাঁদর কেবল ভেঙেচুরে বিশ্লেষণ করতে পারে। সত্যিকারের মানুষই একমাত্র ভাঙতেও পারে, গড়তেও পারে।মননশীল মানুষ জাগতিক পৃথিবীকে বিচার বিশ্লেষণ করে পরম সত্য খুঁজে বার করে, আবার পরম সত্যকে জানলে সেই মানুষই তাকে আর সবকিছুর উৎসরূপে সংশ্লেষণ রত হয়।

-শ্রীশ্রী রবি শংকর

গ্যাজেট, গাড়ি, রক্ত ও আমাদের শিক্ষা

পুনের লোহাগড় দুর্গে পঁচিশ বছরের তরতাজা তরুণ কেতনের মর্মান্তিক পরিণতি শুধু একটি সুপরিকল্পিত খুন নয়, বরং অঢেল টাকা, দামি গাড়ি আর মূল্যবোধহীন উচ্চবিত্ত তরুণ প্রজন্মের এক ভয়ংকর প্রতিচ্ছবি।

নীহারিকা সরকার

মারাঠা সাম্রাজ্যের একসময়ের গর্ব লোহাগড় দুর্গ। পুনে শহরের অদূরে এই ঐতিহাসিক দুর্গের ৩৫০ ফুট উঁচু খাদের ধার থেকে গত ১৮ জুন যখন বছর পঁচিশের তরতাজা তরুণ কেতন আগরওয়ালকে নীচে প্রাণহীন অবস্থায় পাওয়া যায়, তখন প্রাথমিকভাবে সবাই ভেবেছিল এটি নিছকই একটি দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনা। পাহাড়ে ট্রেকিং করতে গিয়ে পা পিছলে মৃত্যু—এমন ঘটনা তো আকছার ঘটেই থাকে। কিন্তু পুনে গ্রামীণ পুলিশের প্রযুক্তিগত তদন্ত এবং জেরার মুখে যখন আসল সত্যটা বেরিয়ে এল, তখন শিউরে উঠল গোটা দেশ। এটা কোনও দুর্ঘটনা ছিল না; ছিল এক তরুণী এবং তাঁর প্রেমিকের ঠান্ডা মাথার, সুপরিকল্পিত এবং নিপুণ এক খুনের ছক। এই খুনের গল্পের পরতে পরতে লুকিয়ে আছে এমন কিছু উপাদান, যা কোনও ক্রাইম থ্রিলারের চিত্রনাট্যকেও হার মানায়। আর সেইসঙ্গেই উঠে আসে সমাজের এক ভয়ংকর অসুখের কথা।

আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ব্যবসায়ী কেতন আগরওয়াল খুনে অন্যতম অভিযুক্ত চেতন চৌধুরীকে। -ফাইল চিত্র

বিলাসবহুল জীবন এবং খুনের নিখুঁত চিত্রনাট্য

কেতন আগরওয়াল ছিলেন পুনের একজন প্রতিষ্ঠিত রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী। তাঁর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছিল মাত্র কুড়ি বছরের তরুণী সিয়া গোয়েলের। হাই প্রোফাইল দুই পরিবারের এই বিয়ে নিয়ে এলাহি আয়োজনের কোনও খামতি ছিল না। বিয়ের কেনাকাটার নাম করে কেতনের কাছ থেকে এক কোটি টাকা নিয়েছিলেন সিয়া। কিন্তু সেই টাকায় লেহেঙ্গা বা গয়না কেনা হয়নি; সেই বিপুল অর্থ সিয়া তুলে দিয়েছিলেন তাঁর ২২ বছরের প্রেমিক চেতন চৌধুরীর হাতে। উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্ট—সাধারণ পরিবারের ছেলে চেতনের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করা এবং তাঁকে আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা।

সিয়া এবং চেতন জানতেন, কেতনের সঙ্গে বাগদান ভেঙে দিলে সমাজে গোয়েল পরিবারের সম্মান নষ্ট হবে। তাই সামাজিক কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচতে তাঁরা কেতনকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার পথ বেছে নেন। তাঁদের পরিকল্পনা ছিল আরও ভয়ংকর—কেতনের মৃত্যুর পর সিয়া অন্তত তিন বছর কুমারী থাকার ভান করবেন, যাতে পরিবার বা সমাজের কারও মনে কোনও সন্দেহ না জাগে। তারপর শোকের মেয়াদ ফুরোলে তাঁরা বিয়ে করে সুখে সংসার করবেন। একেই তাঁরা নাম দিয়েছিলেন 'তিন বছরের মুক্তির ছক'।

বিয়ে পিছনোর জন্য এর আগে কেতনের পাসপোর্ট পর্যন্ত গায়েব করে দিয়েছিলেন সিয়া, যাতে তাঁদের বালির 'প্রি-ওয়েডিং শুট' বাতিল হয়ে যায়। খুনের প্রথম চেষ্টা হয়েছিল গত ১৪ জুন। লোহাগড় দুর্গের খাদের ধারে কেতনকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন সিয়া। কিন্তু কেতন একটি ঝোপ আঁকড়ে ধরে প্রাণ বাঁচান। সে যাত্রায় সিয়া 'সাপ দেখে ভয় পেয়ে ধাক্কা লেগে গিয়েছে' বলে কেঁদেকেটে পরিস্থিতি সামাল দেন।

কিন্তু ঘাতকরা হাল ছাড়েননি। ১৮ জুন ফের লোহাগড় দুর্গে যায় যুগল। এবার সিয়া একা ছিলেন না, অলক্ষে তাঁদের অনুসরণ করছিলেন চেতন। খাদের ধারে পৌঁছানোর পর সিয়া ও চেতনের মধ্যে ৩৪ মিনিটের একটি গোপন ফোন কল হয়, যেখানে সিয়া নিশ্চিত করেন যে আশপাশে কোনও পর্যটক নেই। এরপর সিয়া হঠাৎ জুতো বাঁধার অছিলায় মাটিতে বসে পড়েন। এটাই ছিল চেতনের প্রতি সিয়ার সাংকেতিক নির্দেশ। মাটিতে বসার কারণ একটাই—চেতন যখন কেতনকে ধাক্কা মারবেন, তখন পড়ে যাওয়ার সময় কেতন যাতে কোনওভাবেই সিয়াকে খামচে ধরে নিজের সঙ্গে খাদে টেনে নিতে না পারেন! চেতন পেছন থেকে এসে ধাক্কা মারেন, আর ৩৫০ ফুট গভীরে তলিয়ে যায় কেতনের সমস্ত স্বপ্ন।

তরুণ প্রজন্মকে কী শেখাচ্ছি?

কেতনের এই মর্মান্তিক মৃত্যু শুধু আইনের পাতায় লেখা ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৩ নম্বর ধারার একটি খুনের মামলা নয়; এটি আমাদের সমাজের, বিশেষ করে উচ্চবিত্ত এবং নব্য ধনী সমাজের এক চরম অবক্ষয়ের দলিল। আজ সময় এসেছে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের কিছু রূঢ় প্রশ্ন করার। আমরা আমাদের তরুণ প্রজন্মকে ঠিক কী শিক্ষা দিচ্ছি? উচ্চবিত্ত সমাজের দিকে তাকালে আজ একটা খুব চেনা ছবি চোখে পড়ে। কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলেমেয়েদের হাতে অঢেল হাতখরচের টাকা, লক্ষাধিক টাকা দামের লেটেস্ট স্মার্টফোন, যাতায়াতের জন্য দামি এসইউভি গাড়ি। উইকএন্ড এলেই শহরের নামীদামি ক্যাফে, রেস্তোরাঁ, লাউঞ্জ বা হুক্কাবারে তাদের অবাধ যাতায়াত। মদ, হুঁকার ধোঁয়া আর উদ্দাম পার্টি—এটাই আজ তাদের কাছে আধুনিকতার একমাত্র মাপকাঠি। কিন্তু এই আধুনিকতার আড়ালে তারা আসলে কী করছে, কারা তাদের বন্ধু, গভীর রাতে লং ড্রাইভের নামে তারা কোথায় যাচ্ছে—তার খবর কি বাবা-মায়েরা রাখেন?

পুনের ব্যবসায়ী কেতনকে লোহাগড় দুর্গের খাদে ঠেলে খুন করেছেন হবু স্ত্রী সিয়া ও প্রেমিক চেতন। এক কোটি টাকা আত্মসাৎ ও বাগদান ভাঙার সামাজিক কলঙ্ক এড়াতেই এই ভয়ংকর ষড়যন্ত্র। এই মর্মান্তিক ঘটনা উচ্চবিত্ত সমাজের চরম অবক্ষয়কে বেআব্রু করেছে। বাবা-মায়ের নজরদারির অভাব, দামি গ্যাজেট আর লাগামহীন হাতখরচের টাকায় বেড়ে ওঠা তরুণ প্রজন্ম আজ কতটা মূল্যবোধহীন ও বিপথগামী হতে পারে, কেতনের মৃত্যু তারই এক জ্বলন্ত সতর্কবার্তা।

আজকের দিনে অনেক বাবা-মা নিজেদের ব্যবসায়িক বা পেশাগত ব্যস্ততার কারণে সন্তানদের পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেন না। সেই অপরাধবোধ ঢাকতে তাঁরা সন্তানদের হাতে তুলে দেন ক্রেডিট কার্ড আর অঢেল টাকা। তাঁরা ভাবেন, দামি গ্যাজেট আর স্বাধীনতা দিলেই হয়তো সন্তানের প্রতি সব দায়িত্ব পালন করা হয়ে গেল। কিন্তু নৈতিকতার যে পাঠ পরিবারের অন্দরমহল থেকে পাওয়ার কথা, সেটা আর অনেকেই দেন না। ছেলেমেয়েরা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাদের সঙ্গে কথা বলছে, কী ধরনের মেসেজ ডিলিট করছে—তার কোনও খবরই পরিবারের কাছে থাকে না। সিয়া এবং চেতনের মতো ছেলেমেয়েরা যখন এই লাগামহীন স্বাধীনতার সুযোগ পান, তখন তাঁদের মনস্তত্ত্ব এমন এক অদ্ভুত জায়গায় পৌঁছায়, যেখানে মানুষের জীবনের চেয়ে নিজস্ব বিকৃত বাসনাগুলো বড় হয়ে দাঁড়ায়।

সামাজিক সম্মানের এ কেমন সংজ্ঞা?

সিয়ার বয়ান অনুযায়ী, তিনি কেতনকে বিয়ে করতে চাননি, কিন্তু বাগদান ভাঙলে পরিবারের সামাজিক সম্মান নষ্ট হওয়ার ভয় ছিল। একটু ভেবে দেখুন, সমাজের চোখে 'ভালো মেয়ে' সাজার জন্য একটি মেয়ে বাগদান ভাঙার সাহস পেল না, অথচ অবলীলায় এক কোটি টাকা হাতিয়ে নিজের হবু স্বামীকে ৩৫০ ফুট খাদের নীচে ঠেলে ফেলে দিতে তার হাত কাঁপল না! সামাজিক সম্মানের এই অদ্ভুত এবং বিকৃত সংজ্ঞা কে শেখাল তাকে? যে সমাজে একটি মেয়ে সম্পর্ক ভাঙার চেয়ে খুন করাকে বেশি 'নিরাপদ' বলে মনে করে, সেই সমাজের ভিত্তি কতটা পচে গিয়েছে, তা এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

এই খুনের পর সিয়ার বাবা-মা, প্রবীণ এবং পূজা গোয়েল প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে মেয়ের কাজের তীব্র নিন্দা করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, কেতন তাঁদের নিজের ছেলের মতো ছিল এবং সিয়া যদি দোষী প্রমাণিত হন, তবে তাঁর চরমতম শাস্তি বা মৃত্যুদণ্ডই হওয়া উচিত। বাবা-মায়ের এই কড়া অবস্থান হয়তো প্রশংসনীয়, কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। মেয়ে যখন বিয়ের জন্য এক কোটি টাকা নিয়ে প্রেমিকের হাতে তুলে দিচ্ছিল, যখন সে কেতনের পাসপোর্ট গায়েব করছিল, তখন কি বাবা-মায়ের একবারও সন্দেহ হয়নি? মেয়ের এই দ্বৈত জীবন, এই ভয়ংকর মানসিকতার কোনও আঁচ কি তাঁরা সত্যিই পাননি? নাকি সামাজিক স্ট্যাটাস বজায় রাখার ইঁদুর দৌড়ে তাঁরা এতটাই অন্ধ ছিলেন যে, নিজের মেয়ের মনের খবর রাখার সময়টুকুও তাঁদের ছিল না? গত কয়েক দিন ধরে পুনের রাস্তায় কেতনের মা এবং অসংখ্য মানুষ মোমবাতি হাতে বিচার চেয়ে মিছিল করছেন। তাঁদের চোখে জল আর বুকে একরাশ ক্ষোভ। পুলিশ হয়তো চার্জশিট জমা দেবে, অভিযুক্তরা হয়তো একসময় শাস্তিও পাবে। কিন্তু তাতে কি কেতন আর ফিরে আসবেন?

সিয়া, কেতন আর চেতনের এই ঘটনা আমাদের সমাজের প্রতিটি বাবা-মায়ের কাছে এক ভয়ংকর সতর্কবার্তা। সন্তানদের আধুনিক জীবন দেওয়া, তাদের দামি গ্যাজেট বা গাড়ি কিনে দেওয়া অপরাধ নয়; কিন্তু সেই স্বাধীনতার পাশাপাশি তাদের মূল্যবোধ শেখানোটা অনেক বেশি জরুরি। তাদের বন্ধুদের চেনা, তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের খবর রাখা, এবং সর্বোপরি তাদের বোঝানো যে, টাকা দিয়ে হয়তো দুনিয়ার সব বিলাসিতা কেনা যায়, কিন্তু বিবেক বা মনুষ্যত্ব কেনা যায় না। আমরা যদি আজ সতর্ক না হই, যদি ছেলেমেয়েদের শুধু টাকার ওপর ভাসিয়ে দিয়ে নিজেদের দায়িত্ব শেষ বলে মনে করি, তবে আগামীদিনে হয়তো আমাদের আশপাশেই তৈরি হবে আরও অনেক সিয়া আর চেতন। আর তখন খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটি হয়তো আমাদেরই কারও সন্তান হবে। লোহাগড় দুর্গের খাদ শুধু কেতনের প্রাণ কাড়েনি, আমাদের তথাকথিত সভ্যসমাজের মুখোশটাও টেনে খুলে দিয়েছে।

(লেখক সমাজতত্ত্ববিদ)

আজ

১৮৮২

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৬৮

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ওস্তাদ রশিদ খান।

আলোচিত

রাম মন্দির ট্রাস্টে যদি একজন মুসলিম থাকতেন এবং এই কেলেঙ্কারি সামনে আসত, তাহলে তাঁকে এনকাউন্টারে হত্যা করে তাঁর বাড়ি বুলডোজারে গুঁড়িয়ে দেওয়া হত। এখন তো কারও বাড়ি ভাঙা হচ্ছে না। যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁদের পুলিশি হেপাজতেও দেওয়া হচ্ছে না। চম্পত রাইরা তো মজাতেই আছেন। আপনারাই বলুন কী চলছে!

- আসাদউদ্দিন ওয়াইসি

ভাইরাল/১

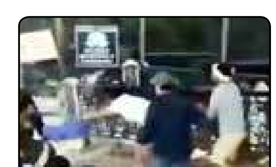

মুসৌরির মল রোডে বেপরোয়া গাড়ি চালাচ্ছিল একদল মদ্যপ তরুণ। সেই সময় চোট লাগে এক মহিলার পায়ে। শুরু হয় দু'পক্ষের তর্কাতর্কি। বচসার সময় হিংসাত্মক হয়ে ওঠে মদ্যপরা। লাঠিসোঁটা নিয়ে কিল-চড়-ঘুসি মারতে থাকে মহিলা ও তাঁর পরিবারকে। উত্তাল নেটপাড়া।

ভাইরাল/২

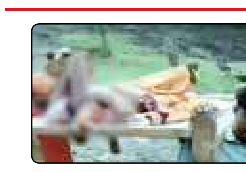

মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়ারার প্রত্যন্ত গ্রামে প্রসববেদনা ওঠে এক মহিলার। গ্রামের বেহাল রাস্তায় অ্যাম্বুল্যান্স আসার প্রশ্নই নেই! উপায়হীন গ্রামবাসীরা মহিলাকে খাটিয়ায় শুইয়ে কাঁধে তোলেন। দীর্ঘ পথ পেরিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার সময়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে খাটিয়াতেই সন্তান প্রসব করেন ওই মহিলা।

জনমন

জনমত

'রাজা যায়, রাজা আসে.....'

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়- কোনও ব্যক্তি চিরকাল ক্ষমতায় থাকেন না। একজন শাসকের বিদায়ের পর আরেকজন শাসক সেই দায়িত্ব নেন। এটাই গণতন্ত্রের স্বাভাবিক ও চিরন্তন নিয়ম। তাই বলা হয়, 'রাজা যায়, রাজা আসে...'

আজ যিনি রাজা, একদিন তিনিও দায়িত্ব ছেড়ে যাবেন। তাঁর জায়গায় আবার নতুন কেউ আসবেন। এতে রাষ্ট্র বা প্রশাসনের ধারাবাহিকতা থেমে থাকে না, বরং নতুন নেতৃত্বের মাধ্যমে তা এগিয়ে চলে। কারণ একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি নয়, প্রতিষ্ঠানই স্থায়ী।

একজন ব্যক্তি তাঁর কর্ম, নীতি ও আদর্শের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিতে পারেন। কিন্তু সাংবিধানিক পদ কখনোই কোনও ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। জনগণের রায়, সংবিধানের বিধান এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটে। তাই ক্ষমতার পরিবর্তনকে স্বাভাবিক ও ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা উচিত।

যে শাসক জনগণের কল্যাণে কাজ করেন, তিনি ক্ষমতায় থাকুন বা না থাকুন, তাঁর অবদান ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকে। আবার নতুন নেতৃত্বের কাছেও মানুষের অনেক প্রত্যাশা থাকে। তিনি যেন উন্নয়ন, ন্যায়, স্বচ্ছতা ও জনকল্যাণের পথে এগিয়ে যান। এভাবেই সমাজ ও রাষ্ট্রের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। অতএব, ব্যক্তি আসেন ও যান। কিন্তু রাষ্ট্রের দায়িত্ব, গণতন্ত্রের ধারা এবং জনসেবার আদর্শ চিরন্তন।

বিগত ইতিহাসকে পিছনে ফেলে বর্তমান পরিস্থিতিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আর্জি, সুস্থ সংস্কৃতি ও সমাজ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মনীষীর পাশাপাশি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং স্বামী প্রণবানন্দিজর নীতি-আদর্শ আগামীদিনে যেন আমাদের চলার পথে আমরা স্মরণ এবং মনন করতে পারি- সে বিষয়ে দৃষ্টি দেবেন। তাই যথার্থই বলা যায়— 'রাজা যায়, রাজা আসে.....'

স্বামী অতীশানন্দ, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, শিলিগুড়ি।

সফল হোক দীপ্তি

'চাকদা এক্সপ্রেস' নামে সুপরিচিতা ভারতীয় মহিলা মিডিয়াম পেস বোলার ঝুলন গোস্বামী অবসর নেওয়ার পর থেকে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলে অন্যতমা নির্ভরযোগ্যা অলরাউন্ডারের নাম দীপ্তি ভগবান শর্মা। ২০২৫ সালে একদিনের ক্রিকেট বিশ্বকাপ বিজয়ী দলেরও অন্যতমা সদস্যা ছিলেন তিনি। ২৮ জুন দীপ্তি একটি অনন্য সাধারণ রেকর্ডের মালকিন হলেন। বিশ্ব ক্রিকেটের মক্কা লর্ডসের মাঠে ভারত সেই রাতে শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার কাছে পরাজিত হয়ে ২০-২০ ওভারের বিশ্বকাপের আসর থেকে বিদায় নিলেও, দীপ্তি বিশ্বের প্রথম মহিলা ক্রিকেটার হিসাবে ৩৫৬টি আন্তর্জাতিক উইকেট (অস্ট্রেলিয়ান ওপেনিং ব্যাটার বেথ মুনিকে আউট করে) দখল করে নিয়েছিলেন।

১০ জুলাই থেকে এই লর্ডসের মাঠেই ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে চারদিনের মহিলা ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ হবে। ওই টেস্ট ম্যাচেও ব্যাটিং এবং বোলিং- দুটি বিভাগেই একান্তভাবে দীপ্তির স্মরণীয় সাফল্য কামনা করছি। একইসঙ্গে আগামী আরও চার-পাঁচ বছর ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলে দীপ্তির উজ্জ্বল উপস্থিতি এবং সাফল্যও কামনা করছি।

সঞ্জীবকুমার সাহা, উত্তরপাড়া, মাথাভাঙ্গা।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

চিকিৎসক নিগ্রহ ও আস্থার সংকট

চিকিৎসকদের নিরাপত্তায় কঠোর আইনের কার্যকর প্রয়োগ ও সামাজিক সচেতনতার দাবি জোরালো হয়েছে।

ডাঃ দেবব্রত রায়

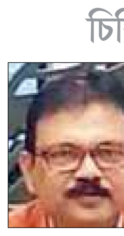

চিকিৎসা ক্ষেত্রে কতর্ব্যরত স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর হিংসাত্মক আক্রমণ বর্তমান সময়ে এক গভীর সামাজিক সংকটের রূপ নিয়েছে। গত কয়েক বছরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া একাধিক ঘটনা এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিকে প্রমাণ করে। ২০১৯ সালে কলকাতার এনআরএস মেডিকেল কলেজে প্রবীণ রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে জুনিয়ার ডাক্তারের ওপর নিগ্রহের ঘটনা ঘটে। এর আগে মধ্যপ্রদেশে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে জাতিবিদ্বেষমূলক হিংসা দেখা যায় এবং কেরলে তরুণী চিকিৎসককে জরুরি বিভাগেই কর্তব্যরত অবস্থায় হত্যা করা হয়, যা দেশজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। সম্প্রতি মেদিনীপুরের ডেবরায় এবং উত্তরবঙ্গের এক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ঘটে যাওয়া অনভিপ্রেত ঘটনাগুলি স্থানীয় স্তরে তীব্র ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। আরজি কর কাণ্ডের পর থেকে সামান্য উত্তেজনাতেই চিকিৎসকদের হুমকি দেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে বলে চিকিৎসক মহলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে।

ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ) পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, দেশের অধিকাংশ চিকিৎসকই কর্মজীবনের কোনও না কোনও সময় হিংসার শিকার হন। এ কারণে চিকিৎসকদের একটি বড় অংশ তীব্র মানসিক অবসাদে ভোগে। অধিকাংশ চিকিৎসকই ধরে নেন যে, তাঁরা যে কোনও সময় নিগ্রহের শিকার হতে পারেন। দিল্লি, মহারাষ্ট্র ও উত্তরপ্রদেশে এই ধরনের অপরাধের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ঘটনাগুলির সিংহভাগই ঘটে সরকারি হাসপাতালের জরুরি বিভাগ কিংবা নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে যার

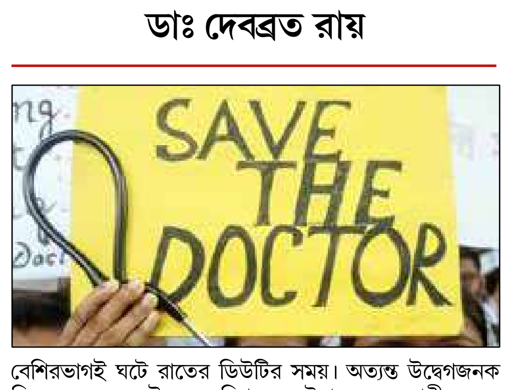

বেশিরভাগই ঘটে রাতের ডিউটির সময়। অত্যন্ত উদ্বেগজনক বিষয় হল যে, এই সমস্ত নিগ্রহের ঘটনার সঙ্গে রোগীর সঙ্গে সরাসরি কোনও সম্পর্কহীন বহিরাগত দুষ্কৃতীরাও যুক্ত থাকে।

এই ক্রমবর্ধমান নিগ্রহের পেছনে পরিকাঠামোগত এবং মনস্তাত্ত্বিক বেশ কিছু কারণ কাজ করছে। দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিপুল চাহিদার তুলনায় পরিকাঠামো ও ওষুধের অপ্রতুল জোগান রোগীদের ক্ষোভের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, চিকিৎসাগত অবহেলার অভিযোগ, দীর্ঘ অপেক্ষা, যোগাযোগের ঘাটতি কিংবা অতিরিক্ত চিকিৎসা ব্যয় অনেক সময় রোগী ও পরিজনদের ক্ষোভ বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু কোনও পরিস্থিতিতেই সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিংসার মাধ্যমে হতে পারে না। তাছাড়া বেসরকারি হাসপাতালের লাগামহীন খরচ কিংবা সরকারি ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা মানুষের পুঞ্জীভূত অসন্তোষকে স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর আছড়ে ফেলে। চিকিৎসকদের নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করে এমন কিছু চলচ্চিত্র ও সংবাদ পরিবেশনও জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে।

এই ধরনের ঘটনায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে দোষীদের পার পেয়ে যাওয়ার অভিযোগও কম নয়। অথচ ২০০৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বাস্থ্যক্ষেত্রে হিংসা রোধে একটি বিশেষ সুরক্ষা আইন বলবৎ করেছিল। এই আইন অনুযায়ী চিকিৎসাকেন্দ্রে ভাঙচুর বা স্বাস্থ্যকর্মীদের নিগ্রহ করলে তিন বছর পর্যন্ত জেল এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে। পাশাপাশি ১৯২৩ সালের বেঙ্গল পাবলিক ডিমান্ডস রিকভারি অ্যাক্ট অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ আদায়ের বিধানও রয়েছে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি অত্যন্ত হতাশাজনক, কারণ উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে বেশিরভাগ অভিযুক্ত বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। এমনকি ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো বা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের কাছেও এই সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কোনও হালনাগাদ পরিসংখ্যান নেই।

চিকিৎসকরা যদি প্রতিনিয়ত প্রাণভয়ে এবং আতঙ্কের পরিবেশে কাজ করেন তবে তাঁদের কাছ থেকে উন্নতমানের পরিষেবা আশা করা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। এই গভীর সংকট থেকে মুক্তি পেতে হলে কেবল আইনের কঠোর প্রয়োগই যথেষ্ট নয়, বরং ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। স্বাস্থ্যকর্মী এবং রোগী উভয়ের পক্ষ থেকেই পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহনশীলতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করা উচিত।

(লেখক রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসক।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪৮৫

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। একগুঁয়ে ৫। তৈলবীজবিশেষ, তিসি ৬। বিশ্বের সপ্ত আশ্চর্যের অন্যতম ৮। রজ্জু বা রশি ৯। ফাঁকা, কিছুই নয় এমন, ভুয়ো ১১। বিচার কাজে ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত সাক্ষ্য ১৩। ছোট ঝলক বা চমক, অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী আলোকছটা ১৪। সামর্থ্য ও অসামর্থ্য, শক্তি ও দুর্বলতা।

উপর-নীচ : ১। প্রতারক ২। সৈন্য, সেনাদল ৩। প্রাচীন কান্যকুব্জ ৪। ফাজিল, ধূর্ত, মতলববাজ বা প্রবঞ্চক ৬। তাল বা খেঁজুরের রস গাঁজিয়ে তৈরি মদবিশেষ ৭। শুকানো বড় আঙুর ৮। দক্ষিণ-এর কোমল রূপ ৯। গোপন কৌশল, মতবল ১০। জ্যোৎস্না ১১। হলদে ১২। দশ মহাবিদ্যার রূপবিশেষ, দুর্গা ১৩। সরু ও লম্বা জলাশয়বিশেষ।

সমাধান ■ ৪৪৮৪

পাশাপাশি : ১। উসকানি ৩। সরব ৫। উত্তরাধিকার ৬। কয়েদ ৭। টিকিন ৯। উপরচালাক ১২। কিঞ্জল ১৩। মনান্তর।

উপর-নীচ : ১। উন্নাসিক ২। নিমিত্ত ৩। সমাধি ৪। বন্দর ৫। উদ ৭। টিক ৮। নস্যাধার ৯। উড়কি ১০। রসুল ১১। লাটিম।

বিন্দুবিসর্গ

রাষ্ট্রসংঘে পাক নিন্দা ভারতের

নিউ ইয়র্ক, ৩০ জুন : রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে ফের একবার পাকিস্তানের নাম না করে পরোক্ষে আক্রমণ শানাল ভারত। একই সঙ্গে সন্ত্রাসবাদে আর্থিক মদত দেওয়া রুখতে আন্তর্জাতিক আর্থিক নজরদারি সংস্থা ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ)-এর পাশে দাঁড়াল।

সম্প্রতি কয়েকটি দেশ এফএটিএফ-এর নিরপেক্ষতা,

কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। এর উত্তরে রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পর্বতনেনি হরিশ কড়া জবাব দিয়েছেন। সন্ত্রাস বিরোধী সপ্তাহ ২০২৬-এর এক পার্শ্ব অনুষ্ঠানে তিনি এফএটিএফ-কে সন্ত্রাস রোখার এক 'অপরিহার্য' স্তম্ভ বলে অভিহিত করেন। হরিশ বলেছেন, 'যারা আজ আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন ও নজরদারি সংস্থাকে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করতে চাইছে, তাদের উদ্দেশ্য খতিয়ে দেখা দরকার। এই ধরনের প্রচেষ্টা আসলে নিজেদের ব্যর্থতা ও আন্তর্জাতিক স্তরে স্ক্রুটিনির মুখোমুখি হওয়ার ভয় ছাড়া কিছু নয়।'

পাকিস্তানের দিকে পরোক্ষে ইঙ্গিত করে হরিশ বলেছেন, যেসব রাষ্ট্র তাদের ভূখণ্ড সন্ত্রাসবাদে ব্যবহারের সুযোগ দিচ্ছে তাদের অবশ্যই তা বন্ধ করতে হবে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তায় তাদের দায়বদ্ধতা পূরণ করতে হবে।

হরিশ এও বলেছেন, 'ভারত দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় ও তাদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার অভিযোগ এনেছে। ভারত জানিয়েছে, সন্ত্রাসবাদী ও তাদের অর্থদাতাদের আলাদা কোনও সত্তা হয় না। কয়েক দশক ধরে আমার দেশ আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদের মুখোমুখি।'

সন্ত্রাসে মদত দেওয়ার জন্য ২০১৮ সালে পাকিস্তানকে ধূসর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছিল এফএটিএফ। ২০২২-এ তার নাম তালিকা থেকে উঠে যায়। এই প্রথম ভারতের সংস্কৃতিসচিব বিবেক আগরওয়াল এফএটিএফ-এর সহ-সভাপতি নিযুক্ত হন। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানকে ফের ধূসর তালিকাভুক্ত করার দাবি ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে।

'ইন্ডিয়া'র চিঠিতে সই ডিএমকে, আপের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩০ জুন : সংসদের বাদল অধিবেশনের আগে কি ফের জোড়া লাগতে চলেছে বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের ভাঙা সংসার? ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর সহ নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভোট সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগে মঙ্গলবার দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তকে চিঠি দিল ২৩টি রাজনৈতিক দল। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, ওই চিঠিতে সই করেছে ডিএমকে এবং আপ-ও।

তামিলনাড়ুতে বিধানসভা ভোটের পর টিভিকের সঙ্গে কংগ্রেস জোট করায় দূরত্ব বাড়িয়েছে ডিএমকে। ৮ জুন ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকও বয়কটও করেছিল তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের দল। অন্যদিকে কংগ্রেসের সঙ্গে বিরোধের জেরে ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করেছিল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আপও। এই অবস্থায় মঙ্গলবার সমস্ত মতবিরোধ দূরে সরিয়ে প্রধান বিচারপতিকে লেখা চিঠিতে কংগ্রেস, তৃণমূল, সপা, বামেদের পাশাপাশি ওই দুই বিরোধী দল সই করায় আপাতত ইন্ডিয়ার ভাঙা হাটে ঐক্যের সুর শোনা যাচ্ছে।

চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি , কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব, উদ্ধব ঠাকরে, তেজস্বী যাদব, ওমর আবদুল্লা, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন এবং নির্দল সাংসদ কপিল সিবাল-সহ বিরোধী শিবিরের একাধিক শীর্ষ নেতা।

কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ এক্সে লিখেছেন, 'বিরোধী দলগুলি সংহতি, ঐক্য এবং প্রতিরোধের ব্যানারে অটল রয়েছে। ২০২৬ সালের ৮ জুন ইন্ডিয়া জনবন্ধন বৈঠকে ২১টি রাজনৈতিক দল এবং একজন নির্দল প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সেখানে ভারতের নির্বাচন কমিশনের এসআইআর প্রক্রিয়া এবং নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় নিয়ে ভারতের মাননীয় প্রধান বিচারপতির কাছে একটি যৌথ চিঠি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' তৃণমূলের ডেরেক ও'ব্রায়েনের মন্তব্য, 'ইন্ডিয়ার জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ। আপ এবং ডিএমকেও যৌথ চিঠিতে সই করেছে।' ওই চিঠিতে কমিশনের কাজকর্ম নিয়ে ওই চিঠিতে একরাশ অভিযোগ তোলা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ বলেন, '২৩টি বিরোধী দল, যার মধ্যে এবার আম আদমি পার্টি এবং ডিএমকেও রয়েছে, তারা সবাই প্রধান বিচারপতিকে লেখা চিঠিতে সই করেছে। আমাদের অভিযোগ, বিজেপি এসআইআর প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করে নির্বাচনকে প্রভাবিত করছে।'

> **বিরোধী দলগুলি সংহতি, ঐক্য এবং প্রতিরোধের ব্যানারে অটল রয়েছে।**
>
> **–জয়রাম রমেশ**

বিরোধী শিবিরের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরেই আপ, ডিএমকের গোঁসা ভাঙানোর চেষ্টা চলছিল। জানা গিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেসনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই শেষপর্যন্ত ওই চিঠিতে সই করতে রাজি হন ডিএমকে এবং আপ নেতৃত্ব। যদিও চিঠির পূর্ণাঙ্গ বিষয়বস্তু এখনও প্রকাশ্যে আনেনি ইন্ডিয়া জোট। তবে বিরোধী শিবিরের এক শীর্ষ নেতা দাবি করেছেন, 'সব পথ বন্ধ হয়ে গেলে দেশের গণতন্ত্র বিচারব্যবস্থার দিকেই তাকিয়ে থাকে। আমরা নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কারচুপির অভিযোগ প্রধান বিচারপতির নজরে এনেছি।'

দেশে বৃষ্টির ঘাটতি ৪৩ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন : জুন মাস শেষ, অথচ দেশের একটা বড় অংশে আজও বৃষ্টির দেখা নেই। আবহাওয়া দপ্তরের সর্বশেষ পরিসংখ্যান বলছে, দেশজুড়ে বৃষ্টির ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৪৩ শতাংশে। আগামী মাসে গোটা দেশে বর্ষা পুরোপুরি ঢুকে পড়লেও, এই ঘাটতি যে ১০ শতাংশের নিচে নামার কোনো আশা নেই, তা কার্যত স্পষ্ট করে দিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা। এর মূল কারণ হলো প্রশান্ত মহাসাগরের এল নিনো এবং ভারত মহাসাগরের ইন্ডিয়ান ওশান ডাইপোল বা আইওডি-র বর্তমান অবস্থান।

২০২৩ সালে এই আইওডি-র ইতিবাচক অবস্থানের দৌলতেই এল নিনোর প্রভাব কাটিয়ে দেশে প্রায় স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হয়েছিল। কিন্তু ২০২৬ সালের ছবিটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। এবার আইওডি পুরোপুরি নিরপেক্ষ, অর্থাৎ বর্ষাকে টেনে আনার ক্ষেত্রে তার কোনো বিশেষ ভূমিকা থাকছে না। ফলে এল নিনোর চোখরাঙানিতে দেশে খরার একটা জোরালো সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। ১ থেকে ২৭ জুনের হিসেবে মেঘালয়ে ঘাটতি সবচেয়ে বেশি (৮২%), এরপরই রয়েছে

এল নিনোর কাঁটা

গুজরাত (৭৯%) ও মণিপুর (৭১%)। কৃষিপ্রধান মধ্যপ্রদেশ থেকে শুরু করে দক্ষিণের কেরল বা কর্ণাটকের মতো রাজ্যগুলোতেও বৃষ্টির হাহাকার।

কৃষিকাজ মূলত বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল হওয়ায়, এই পরিস্থিতি আগামী দিনে দেশে খাদ্যস্ফীতি ও চরম কৃষিসংকটের বড়সড় অশনি সংকেত দিচ্ছে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

সফল রাজ্য থেকে শিখুন, দিলীপকে বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন : প্রথম দিল্লি সফর শেষ করতেই এবার পুরোদস্তুর 'অ্যাকশন মোডে' পশ্চিমবঙ্গের নতুন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। প্রশাসনিক কাজে গতি আনতে আগামী ৫ জুলাই ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজ্যের প্রায় সাড়ে তিন হাজার জেলা শাসক (ডিএম), বিডিও এবং পঞ্চায়েত প্রধানদের নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে বসছেন তিনি। মঙ্গলবার দিল্লিতে বঙ্গীয় সমাজের আম উৎসবে যোগ দিয়ে নিজেই একথা জানান মন্ত্রী।

দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম দিল্লি সফরে গিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন এবং রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন দিলীপ। উপহার হিসেবে সবার হাতে তুলে দেন বাংলার আম ও সন্দেশ। তবে নজর কেড়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তাঁর বৈঠক। রাজ্যের পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করতে প্রধানমন্ত্রী দিলীপ ঘোষকে নির্দেশ দিয়েছেন, 'দেশের সফল রাজ্যগুলি থেকে কাজ শিখে আসুন।' বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাতের মডেল খতিয়ে দেখে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে টিম গড়ার এবং সেই সফল ফর্মুলা বাংলায় প্রয়োগ করার পরামর্শ দেন মোদি।

প্রধানমন্ত্রীর কাছে রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতরের বেহাল দশার কথাও অকপটে তুলে ধরেন দিলীপ ঘোষ। তিনি জানান, এই মুহূর্তে দপ্তরে প্রায় ১১ হাজার পদ খালি, ঘাটতি রয়েছে ইঞ্জিনিয়ারদেরও। ফলে গ্রামীণ প্রকল্পগুলি থমকে যাচ্ছে। পাশাপাশি বর্তমান রাজনৈতিক সমীকরণের জেরে পূর্বতন সরকারের বহু নেতা বাইরে এসে আলোচনায় অংশ নিতে পারছেন না, যার ফলে প্রশাসনিক সমন্বয়ে খামতি তৈরি হচ্ছে। জবাবে মোদি কড়া ভাষায় মনে করিয়ে দেন, গত ১৫ বছর ধরে বাংলার বহু আধিকারিক কেন্দ্রীয় বৈঠক বয়কট করাকে নিয়মে পরিণত করেছিলেন, এবার সেই গাফিলতির দিন শেষ করতে হবে।

৩২ ঘণ্টা পর উদ্ধার মা এবং শিশু

লা গুয়াইরা, ৩০ জুন : ভেনেজুয়েলায় ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৭১৯। ধ্বংসস্তূপের নীচে এখনও আটকে বহু মানুষ। কান্না আর দীর্ঘশ্বাসের মাঝে অদম্য জেদ নিয়ে চলছে উদ্ধারকাজ, যদি কিছু জীবন এখনও বাঁচানো যায়।

সাফল্যও মিলছে। প্রকৃতির তাণ্ডবলীলার ৩২ ঘণ্টা পর ধসে পড়া আবাসনের নীচ থেকে বৃহস্পতিবার উদ্ধার করা হয় এক নবজাতক ও তার মাকে। মহিলার নাম ডায়ানা পাতিনো, শিশুটির নাম হুয়ান ডেভিড। রবিবার হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে তরুণী বলছিলেন, 'বাঁচব ভাবতেই পারিনি। শক্তি জুগিয়েছে আমার ১৮ দিনের ছোট্ট ছেলেটা।' উত্তর উপকূলীয় অঞ্চলের লা গুয়াইরা এলাকায় আটতলা অ্যাপার্টমেন্টে ভূমিকম্পের সময় বাসন মাজছিলেন ডায়ানা। মাটি কাঁপতেই তিনি সব ফেলে

ভেনেজুয়েলা

ছুটে গিয়ে শিশুটিকে কোলে তুলে নেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সব তছনছ হয়ে যায়। তাঁর কথায়, 'আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন উড়ে যাচ্ছি। আর তারপরই কাদা আর জলের গভীরে তলিয়ে গেলাম।...'

স্ত্রী ও সদ্যোজাত সন্তানকে ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা গার্সান। বললেন, 'আর কিছু চাই না।' সোমবার আরেক ঘটনার সাক্ষী থাকল লা গুয়াইরার কারাবায়েলেদা। ১০০ ঘণ্টারও বেশি ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে থাকার পর জীবন্ত উদ্ধার করা হয় ২১ বছরের তরুণ অ্যারন লেভি কানতিলো ভার্গাসকে। এই দৃশ্যের সাক্ষী সাংবাদিক হুয়ান পাবলো আর্রেজ বললেন, 'মনে হচ্ছিল, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য দেখছি।' যদিও সোমবার ৪.৬ মাত্রার আফটারশক নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এবং সাময়িক বিঘ্ন ঘটিয়েছে উদ্ধারকাজে। ২৭টি দেশের উদ্ধারকারী দল ও রাষ্ট্রসংঘ নিখোঁজদের সন্ধানে মরণপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। অন্তত ৫৯ হাজার ঘরবাড়ি পুরোপুরি ধূলিসাৎ। জাতীয় আইনসভার প্রেসিডেন্ট হোর্হে রদ্রিগেজ জানিয়েছেন, 'নিখোঁজ প্রায় ৫০ হাজার মানুষের সন্ধানে তল্লাশি চলছে।'

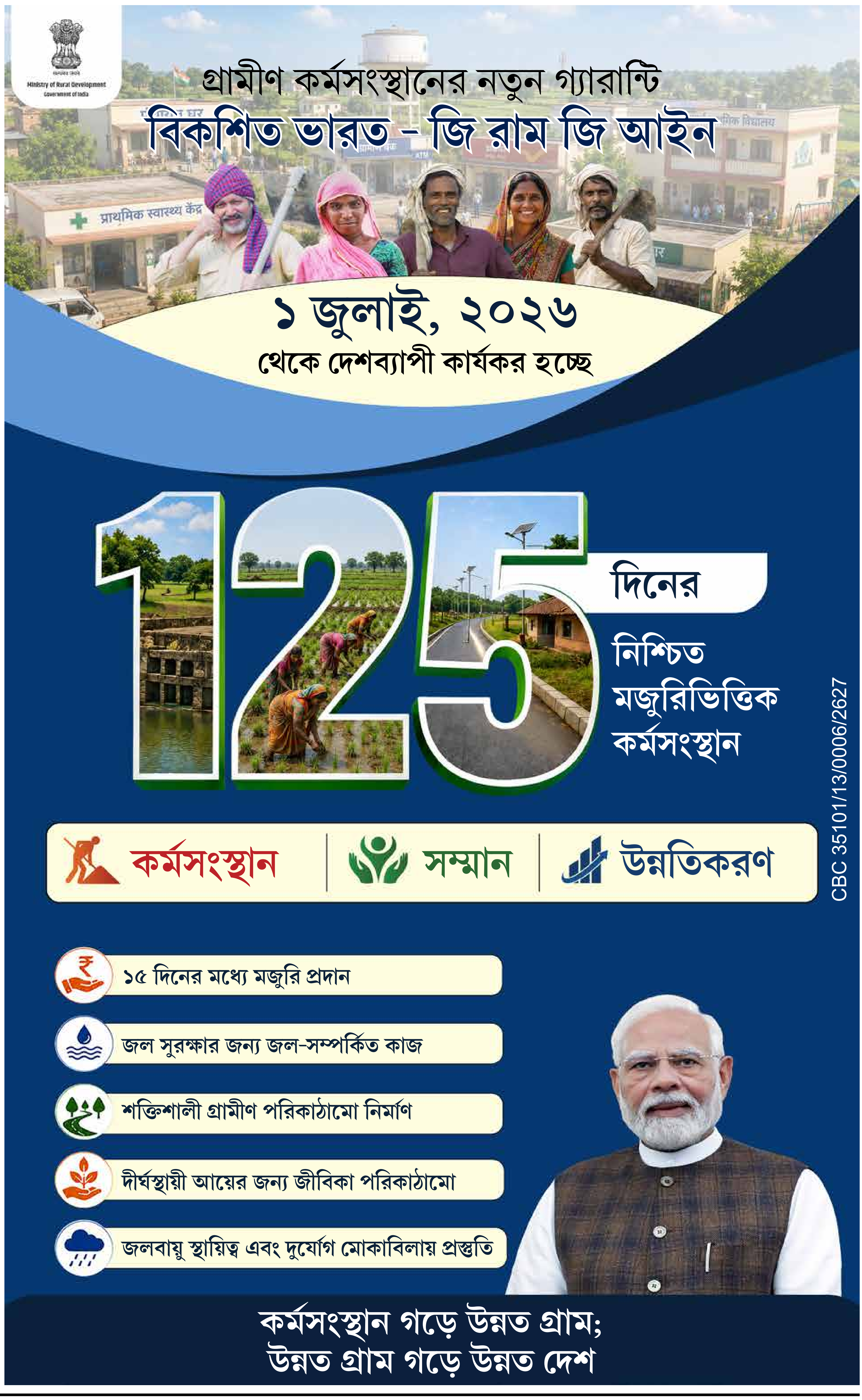

পৃথিবীর পাঠশালা

রক্ত ঝরা অদ্ভুত ফাঙ্গাস

উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের জঙ্গলে হাইড্রেনাম পেকি নামের এক অদ্ভুত ফাঙ্গাস বা ছত্রাক পাওয়া যায়। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন সাদা তুলোর ওপর কেউ লাল রঙের রক্তের ফোঁটা ফেলে রেখেছে। এই লাল তরলটি আসলে ছত্রাকের শরীর থেকে বেরিয়ে আসা একধরনের রস, যার মধ্যে অ্যান্টিব্যাকটিরিয়াল গুণ রয়েছে। একে অনেকেই ব্লিডিং টুথ ফাঙ্গাস বা রক্তঝরা দাঁত বলে থাকেন। এটি দেখতে খুব সুন্দর এবং রসালো মনে হলেও এটি অত্যন্ত তেতো এবং খাওয়ার অযোগ্য।

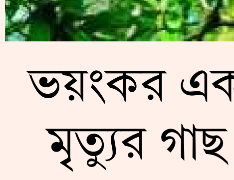

ভয়ংকর এক মৃত্যুর গাছ

ভারতের কেরল এবং আশপাশের অঞ্চলে সেরবেরা ওডোল্লাম নামের এক বিষাক্ত গাছ পাওয়া যায়। এই গাছের ফলের ভিতরের বীজে এত ভয়ংকর বিষ থাকে যে তা খেলে মানুষের হৃৎপিণ্ড দ্রুত কাজ করা বন্ধ করে দেয়। এই বিষাক্ত ফলের স্বাদ এমনভাবে মশলা দিয়ে ঢাকা যায় যে তা সহজেই খাবারে মিশিয়ে কাউকে খাইয়ে দেওয়া সম্ভব। এই কারণে বহু অপরাধে এই গাছের ফল ব্যবহার করা হয়েছে। এই বিষাক্ত ক্ষমতার জন্যই একে আত্মহত্যার গাছ বা সুইসাইড ট্রি বলা হয়।

চাঁদে মানুষ দেখার গুজব

আঠারোশো পঁয়ত্রিশ সালে আমেরিকার নিউইয়র্ক সান পত্রিকায় এক ধারাবাহিক প্রতিবেদনে দাবি করা হয় যে বিখ্যাত বিজ্ঞানী জন হার্শেল তাঁর নতুন টেলিস্কোপ দিয়ে চাঁদে প্রাণের সন্ধান পেয়েছেন। বলা হয় চাঁদে ডানাওয়ালা মানুষ, ইউনিকর্ন এবং নীল রঙের ভালুক ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই খবর পড়ে সারা বিশ্বে তোলপাড় শুরু হয়ে যায় এবং পত্রিকার বিক্রি বহুগুণ বেড়ে যায়। কয়েক সপ্তাহ পর পত্রিকা কর্তৃপক্ষ স্বীকার করে যে এটি কেবল বিক্রি বাড়ানোর জন্য সাজানো এক নিখুঁত মিথ্যা খবর বা গুজব ছিল।

হেঁটে চলা গাছ

মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলে সক্রেটিয়া এক্সোরাইজা নামের এক প্রজাতির পাম গাছ পাওয়া যায়। যাকে অনেকেই হাঁটা গাছ বলে ডাকেন। এই গাছের শিকড়গুলি মাটির একটু ওপর থেকে শাখা-প্রশাখার মতো বেরিয়ে থাকে। মাটি থেকে পুষ্টি শেষ হয়ে গেলে এরা নতুন শেকড় গজিয়ে একটু একটু করে সূর্যের আলোর দিকে সরে যায় এবং পুরোনো শিকড়গুলি মরে যায়। যদিও এরা খুব ধীরে ধীরে সরে। তবুও বছরের পর বছর ধরে এরা নিজেদের আসল জায়গা থেকে বেশ কিছুটা দূরে সরে যেতে পারে।

হেপাজতে উদয়ন

দিনহাটা, ৩০ জুন : শিশুমঙ্গল সমিতি দুর্নীতি কাণ্ডে এবার প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহকে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিলেন বিচারক। গত সোমবারও তাঁকে দিনহাটা আদালতে তোলা হয়। কিন্তু পুলিশ তাঁর মেডিকেল রিপোর্ট দিতে না পারায় শুনানি পিছিয়ে যায়। বিচারক মঙ্গলবার মেডিকেল রিপোর্ট সহ প্রাক্তন মন্ত্রীকে পেশ করতে বলেন। এদিন বিচারক মেডিকেল রিপোর্ট দেখে সবদিক বিচার করে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। এদিন উদয়নকে আদালত চত্বরে তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করা হলেও তিনি উত্তর না দিয়েই প্রিজন ভ্যানে উঠে যান।

২৪ জুন উদয়নকে আদালতে তোলা হলে তাঁর শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বিচারক তাঁকে পাঁচদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। সেসময় শিশুমঙ্গল সমিতি দুর্নীতি কাণ্ডে পুলিশ তাঁকে হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানানোয় বিচারক সোমবার সেই শুনানির দিন ধার্য করেন। কিন্তু পুলিশ মেডিকেল রিপোর্ট না দিতে পারায় শুনানি একদিন পিছিয়ে দেন বিচারক।

সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় বর্মন বলেন, শিশুমঙ্গল সমিতি দুর্নীতি কাণ্ডে উদয়ন গুহকে পুলিশ ১৪ দিনের হেপাজতে চেয়েছিল। বিচারক তাঁর মেডিকেল রিপোর্ট খতিয়ে দেখে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজত মঞ্জুর করেন।

শুরু হচ্ছে অডিট

প্রথম পাতার পর

তৃতীয় পক্ষ অডিট টিমে কারা কারা থাকবেন তা নিয়ে নির্দেশিকায় কিছু বলা নেই। কারিগরি বিভাগের আধিকারিকদের নিয়ে একটি টিম তৈরির কথা জানানো হয়েছে।

অডিট প্রসঙ্গে তৃণমূলের বোর্ডের প্রাক্তন মেয়র তথা বিল্ডিং বিভাগের তৎকালীন মেয়র পারিষদ গৌতমের বক্তব্য, 'অডিট করাবে ভালো কথা। আমি স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করেছি। এর বেশি কিছু বলার নেই।'

বিল্ডিং বিভাগের দুর্নীতি নিয়ে শুধু বিরোধীরা নয়, তৃণমূলের একাধিক 'বিদ্রোহী' কাউন্সিলারও এর আগে প্রশ্ন তুলেছিলেন। অভিযোগ, পুরনিগমের বিভিন্ন দায়িত্বে থাকা কর্তারা যেমন বেআইনি নির্মাণে মদত দিয়ে কোটি কোটি টাকা লুট করেছেন, তেমনই কাউন্সিলারদের একাংশ বহুতল নির্মাণে কিছু বেআইনি কাজ দেখেও চুপ থেকেছেন। এক প্রভাবশালী নেতার বিরুদ্ধে টাকা নিয়ে 'সেটিং'-এর অভিযোগও উঠেছে বারবার।

প্রশাসক বসার পরই শহরে বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ শুরু হয়েছে। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, বড় বহুতলগুলির অডিটের জন্য একটি টেকনিকাল সেল তৈরি করা হবে। পুরো অডিটে নজরদারির জন্য এসজেডিএ'র অতিরিক্ত চিফ ইঞ্জিনিয়ার মানসকুমার পালিত এবং অ্যাসোসিয়েট প্ল্যানার টিকে রায়কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

পুরনিগম সূত্রে খবর, বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করার একটি বিল্ডিং কমিটি রয়েছে। এই কমিটিতে পুরনিগমের বাস্তুকার, অগ্নিনির্বাপক, পরিবেশ দপ্তরের আধিকারিক, পুলিশের প্রতিনিধি থাকেন। এই কমিটি সবদিক খতিয়ে দেখে একটি বহুতলের প্ল্যান পাশ করে। কিন্তু পরবর্তীতে সেই কমিটির পরামর্শমতো বহুতলটি তৈরি হচ্ছে কি না সেটাতে আর নজরদারি হয় না। এই সুযোগেই বহু ক্ষেত্রে যেখানে একটি বহুতলে ২৫টি ফ্ল্যাট হওয়ার কথা সেখানে ৩০-৩৫টি হয়ে গিয়েছে। যেখানে থ্রিবিএইচকে এবং টুবিএইচকে মিলিয়ে ৫০টি ফ্ল্যাট হওয়ার কথা সেখানে আরও ১০টি ফ্ল্যাট বেশি বানিয়ে ফেলা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই সরকারি নিয়ম মেনে বহুতলের চারপাশে, বিশেষ করে রাস্তার পাশে যে জায়গা ফাঁকা ছাড়ার কথা সেটা ছাড়া হয়নি। বিল্ডিং বিভাগের বাস্তুকারদের একাংশ থেকে শুরু করে পুরনিগমে পদে থাকা কর্তাদের কেউ কেউ এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধি মিলিতভাবে এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। এবার সঠিকভাবে সমীক্ষা হলে অনেক অনিয়ম ধরা পড়বে বলে বাস্তুকারদের একাংশ মনে করছেন।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিনই পুরনিগমের বাস্তুকার পর্যায়ে বেশ কয়েকটি রদবদল হয়েছে। গৌতমের আমলে বরো অফিস থেকে পুরনিগমের বিল্ডিং সেলে আসা সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (এসএই-সিভিল) ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্তীকে ৪ নম্বর বরোতে বদলি করা হয়েছে। সেখানে তাঁকে বরো অফিসার এবং এসএই-সিভিল দুটি দায়িত্বই দেওয়া হয়েছে। তাঁর জায়গায় পুরনিগমের বিল্ডিং সেলের পূর্ত বিভাগ থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার জ্যোতির্ময় রায় দায়িত্ব পেয়েছেন। এছাড়া বিভিন্ন বিভাগে আরও পাঁচজন বাস্তুকারকে বদলি করা হয়েছে।

অর্থাৎ দুর্নীতি রুখতে ও ধরতে একেবারে কোমর কষে নামছে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর।

ডিম ছোড়া, কোমরে দড়ি বন্ধের নির্দেশ

রিমি শীল

কলকাতা, ৩০ জুন : বাংলায় 'আইনি শাসন' নাকি 'পুলিশি রাজ' চলছে? ক্ষমতা বদলের পর রাজ্যজুড়ে যেভাবে তৃণমূলের প্রাক্তন নেতা ও মন্ত্রীদের দিকে ডিম ছোড়া হচ্ছে, কিংবা কোমরে দড়ি পরিয়ে ঘোরানো হচ্ছে, তা নিয়ে এবার নজিরবিহীন কড়া অবস্থান নিল কলকাতা হাইকোর্ট। জনরোষের নামে এই ধরনের হেনস্তা রুখতে রাজ্যের পুলিশ মহানির্দেশককে (DG) দ্রুত গাইডলাইন বা নির্দেশিকা তৈরির নির্দেশ দিল উচ্চ আদালত।

মঙ্গলবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ সাফ জানিয়েছে, এই ধরনের ঘটনা রুখতে রাজ্য কী পদক্ষেপ করেছে, তার বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে হবে। রিপোর্টে উল্লেখ করতে হবে, এ যাবৎ কতজনকে এভাবে ডিম ছোড়া হয়েছে, কতজনকে কোমরে দড়ি পরিয়ে ঘোরানো হয়েছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'একজন অভিযুক্তকে হেফাজতে নেওয়া হলে তাঁর মৌলিক অধিকার রক্ষা করা রাজ্যের কর্তব্য। জনরোষের নামে এই বর্বরতা কখনই কাম্য নয়, কারণ এখনও কেউ দোষী প্রমাণিত হননি।'

কড়া অবস্থান হাইকোর্টের

একটি জনস্বার্থ মামলায় বর্ষীয়ান আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে অভিযোগ এনে বলেন, 'পুলিশ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এই সব করাচ্ছে। খোদ মন্ত্রীরা নির্দেশ দিচ্ছেন ডিম ছুড়তে! অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে বিমানবন্দরের মতো জায়গা থেকেও কেউ বেরোতে পারছেন না।' তিনি এই ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে এফআইআর দায়ের করার অন্তর্বর্তী নির্দেশ চান। জবাবে রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার দাবি করেন, অভিযোগ পেলেই পুলিশ পদক্ষেপ করছে এবং অনেককে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। জবাবে ডিভিশন বেঞ্চের পালটা মন্তব্য, 'শুধু গ্রেপ্তারিতে সমস্যার সমাধান হবে না, এটা সামাজিক সচেতনতার বিষয়। মনে রাখবেন, আপনাদের পুলিশ আধিকারিকরাও কিন্তু হেনস্তার শিকার হচ্ছেন।' মামলার পরবর্তী শুনানি ১৯ জুলাই। মঙ্গলবার জাতীয় গ্রন্থাগারে বিজেপির শিক্ষক সেলের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জানান, 'ডিম ছোড়ার রাজনীতি বিজেপির অ্যাজেন্ডায় নেই। এই ধরনের প্রতিবাদকে আমরা সমর্থন করি না।'

পকসোয় সশ্রম কারাদণ্ড

মালবাজার, ৩০ জুন : পকসো মামলায় অভিযুক্তের ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, সেইসঙ্গে ১০ হাজার টাকার জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও ছয় মাস কারাদণ্ড ঘোষণা করল আদালত। মঙ্গলবার মালবাজার মহকুমা আদালতে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারপতি সঞ্জয়রঞ্জন পাল এই রায় দেন। এরপরই অভিযুক্ত ফাগুয়া ওরাওঁকে প্রক্রিয়া মেনে আদালত থেকে জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে পাঠানো হয়। মামলার সহকারী সরকারি আইনজীবী কল্লোল সেন জানান, ২০২২ সালের ঘটনা। সেই সময় ১৩ বছরের কিশোরীকে বাড়িতে এসে দিনের পর দিন ধর্ষণ করা হয়েছে বলে পড়শি এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মালবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের হয়।

শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিন উদযাপন

ফের বঙ্গ সফরে মোদি

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : ১৫ দিনের ব্যবধানে ফের বঙ্গ সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপনে ২০ জুন মোদি এসেছিলেন তারকেশ্বরে, ৬ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর আসার সম্ভাবনা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালন উপলক্ষ্যে। শুধু প্রধানমন্ত্রী নন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ওইদিন কলকাতায় একগুচ্ছ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন এক ঝাঁক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পাশাপাশি বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির রাজ্যপালরা। সরকারি এই অনুষ্ঠানে যথারীতি উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্য এবং দলীয় বিধায়করা। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, রাজ্যের বিরোধী দলের বিধায়কদেরও আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। আমন্ত্রিত রাজ্যের বিশিষ্টজনরা।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাড়িকে সংগ্রহশালা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে নিয়েছে রাজ্য সরকার। হুগলির বলাগড়ের জিরাটের বাড়িকে সংস্কার এবং সংগ্রহশালা তৈরির জন্য রাজ্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দও করেছে। ১২৫ ফুটের একটি ব্রোঞ্জ মূর্তি বসার কথা সেখানে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, ৬ জুলাই রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে তিন তিনটি অনুষ্ঠান হবে। এর মধ্যে প্রথম অনুষ্ঠানটি হবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মভিটে ভবানীপুরের ৭৭, রুসা রোডে (বর্তমানে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রোড)। এখানে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মন্ত্রীসভার সদস্য এবং কয়েকজন রাজ্যপাল। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক জিরাটের বাড়িটি সংগ্রহশালা গড়ে তোলার ঘোষণার দিনই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১২৫ ফুটের ব্রোঞ্জ মূর্তি সেখানে প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করেছিলেন। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, মূর্তি প্রতিষ্ঠার শিলান্যাস অনুষ্ঠানেও যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। প্রাথমিকভাবে অনুষ্ঠানস্থল হিসেবে রাজারহাটকে বাছা হয়েছে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ভিক্টোরিয়ায় একটি অনুষ্ঠান হওয়ার কথা রয়েছে। উল্লেখ্য, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে রাজ্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে চলছে ১৫ দিন ধরে নানা অনুষ্ঠান। যা শেষ হবে ৬ জুলাই।

প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সমস্ত অনুষ্ঠানকে অন্যমাত্রা দিতে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। দফায় দফায় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। মোদি মন্ত্রীসভার সমস্ত সদস্যকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও কারা আসতে পারেন, সে ব্যাপারে যোগাযোগ রাখার পাশাপাশি খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। যোগাযোগ রাখা হচ্ছে বিভিন্ন রাজভবনের সঙ্গেও। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালন অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিশিষ্টজনদের আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। দু'একদিনের মধ্যে তাঁদের কাছে আমন্ত্রণপত্র পৌঁছে যাবে বলে খবর। রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলেন, 'শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্য আমরা ভারতে পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছি। কিন্তু দশকের পর দশক ধরে তিনি এরাজ্যে অবহেলিত ছিলেন। সেই অবহেলা এবার ঘুচতে চলেছে। ৬ জুলাই নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তাঁর জন্মদিন পালন করা হবে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে।'

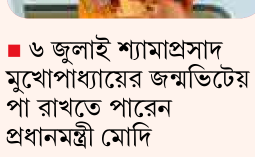

- ৬ জুলাই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মভিটেয় পা রাখতে পারেন প্রধানমন্ত্রী মোদি
- ওইদিনই ১২৫ ফুটের ব্রোঞ্জ মূর্তির শিলান্যাস হওয়ার কথা, মূর্তি বসবে বলাগড়ের জিরাটে
- প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও রাজ্যপালের উপস্থিত থাকার কথা কলকাতায়

> শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্য আমরা ভারতে পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছি। কিন্তু দশকের পর দশক ধরে তিনি এরাজ্যে অবহেলিত ছিলেন। সেই অবহেলা এবার ঘুচতে চলেছে।
>
> **আনন্দময় বর্মন** মন্ত্রী

মিলেছে ইসলামিক সংগঠনের বইপত্র

পাক জঙ্গি-যোগে তরুণ ধৃত পাহাড়ে

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : পাক জঙ্গি-যোগে পাহাড়ে গ্রেপ্তার এক তরুণ। সিকিম পাহাড়ে একটি ইসলামিক জঙ্গি সংগঠনের মডিউল তৈরির নেপথ্যে থাকার অভিযোগে মঙ্গলবার ১৯ বছরের মহম্মদ আরজুকে গ্রেপ্তার করল গ্যাংটক পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, বাবার সঙ্গে গ্যাংটকের লোয়ার এমজি মার্গে দীর্ঘদিন পানের দোকান চালানো আরজু বেশ কিছুদিন ধরে একটি পাক জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। ভারতবিরোধী কার্যকলাপে সিকিমের তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব আরজুকে দিয়েছিল ওই ইসলামিক জঙ্গি সংগঠনটি। যে কারণে এখানে একটি মডিউল তৈরির চেষ্টা করছিলেন ১৯ বছরের আরজু। প্রায়দিন তিনি ইনস্টাগ্রামে ওই সংগঠনটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখার পাশাপাশি কয়েকজনের সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলতেন। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার তরফে এমন বেশ কিছু তথ্য পাওয়ার পরই মঙ্গলবার আরজুকে গ্রেপ্তার করে গ্যাংটক থানার পুলিশ। তাঁর কাছ থেকে ইসলামিক সংগঠনটির কিছু বইপত্র পাওয়া গিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

আরজুকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি এদিন পাঁচজনকে আটক করা হয়। তবে জেরার পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে আরও কেউ ইসলামিক জঙ্গি সংগঠনটির সঙ্গে যুক্ত কি না তা জানতে আরজুকে জেরা করছে পুলিশ। তাঁকে জেরা করতে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার একটি দল বুধবার গ্যাংটকে পৌঁছাবে বলে জানা গিয়েছে। অতীতে পাক জঙ্গি-যোগে সিকিম থেকে কেউ গ্রেপ্তার না হওয়ায় এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে সিকিমে। তাছাড়া নাথু লা সীমান্তের কারণে ঘটনাটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে পুলিশের পাশাপাশি গোয়েন্দারা।

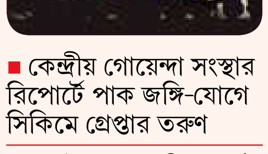

- কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে পাক জঙ্গি-যোগে সিকিমে গ্রেপ্তার তরুণ
- গ্যাংটকের এমজি মার্গে বাবার সঙ্গে পান দোকান চালাতেন ধৃত মহম্মদ আরজু
- জঙ্গি-যোগে প্রথম কেউ গ্রেপ্তার হওয়ার ঘটনায় শোরগোল পড়েছে সিকিমে

৫ বছরে একটিও গন্ডার শিকার হয়নি

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৩০ জুন : জঙ্গলে লাগাতার টহল, কড়া নজরদারি, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং অপরাধীদের দ্রুত শাস্তির ওপর ভর করে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান এক নয়া রেকর্ড গড়েছে। গত পাঁচ বছরে এই জঙ্গলে একটিও গন্ডার শিকার হয়নি। দীর্ঘদিন পর বন দপ্তর এই ধরনের বড় সাফল্য পেল। একসময় চোরাকারবারি ও শিকারিদের দাপটে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষকে চরম নাজেহাল হতে হয়েছিল। সেই জায়গা থেকে জলদাপাড়ার এই নতুন সাফল্য এখন সর্বত্র সমাদৃত হচ্ছে।

২০২১-এর পর ২০২৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত আর কোনও গন্ডার শিকারের ঘটনা ঘটেনি। এটিকে অন্যতম বড় সাফল্য বলেই আধিকারিকেরা মনে করছেন। এ বিষয়ে বন দপ্তরের এক শীর্ষকর্তা বলেন, 'এই সাফল্য সম্মিলিত কাজের জন্যই এসেছে। যে কর্মীরা জঙ্গলে সবসময় টহল দেন তাঁদের কৃতিত্ব সব থেকে বেশি। ওয়াচ টাওয়ারগুলোয় সবসময় কর্মীরা সতর্ক থাকে। আর ক্যামেরা, ড্রোন দিয়েও ভালো নজরদারি চলছে কয়েক বছর থেকে।'

বনাধিকারিকদের ধারণা, শুধু নজরদারি বৃদ্ধিই নয়, বিভিন্ন বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত মামলায় অপরাধীদের দ্রুত সাজা হওয়াতেও দুষ্কৃতীদের মনে ভয় তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে বন্যপ্রাণ হত্যা ও বন্যপ্রাণীদের দেহাংশ পাচার সংক্রান্ত ১৩টি পৃথক মামলায় বন দপ্তর ২২ জনকে সাজা দিতে সফল হয়েছে। দ্রুত তদন্ত শেষ করে আদালতে মামলার শুনানি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে, যা বন্যপ্রাণ সংক্রান্ত অপরাধ ঠেকাতে সারা দেশের মধ্যে এক নজিরবিহীন ঘটনা। অতীতে বন্যপ্রাণী অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থাকা ব্যক্তিদের ওপর লাগাতার নজরদারিও এই সাফল্যের অন্যতম কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

২০২১ সালের ৪ এপ্রিল বনকর্মীরা চিলাপাতার জঙ্গল থেকে একটি গন্ডারের পচাগলা দেহ উদ্ধার করেছিলেন। চোরাশিকারিরা ওই গন্ডারের শিং কেটে নিয়েছিল। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ও বন দপ্তর যৌথভাবে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে ও একটি আন্তঃরাজ্য পাচারচক্রের সন্ধান পায়। সেই মামলাটি এখনও আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। ১৯৮৫ সালে জলদাপাড়ায় গন্ডারের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪। এর পর থেকেই বন দপ্তর এই জঙ্গলে গন্ডারের আদর্শ ও নিরাপদ বাসস্থান তৈরি করতে অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে। তার জন্য সবথেকে বেশি প্রয়োজন ছিল চোরাকারবার ঠেকানো। ২০১৭-'১৮ সালের মধ্যে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে পরপর ছয়টি গন্ডার হত্যার ঘটনা প্রকাশ্যে আসায় রাজ্যে তুমুল আলোড়ন তৈরি হয়েছিল। বর্তমানে গোটা জঙ্গলে প্রতিদিন প্রায় ৫০০ জন বনকর্মী দিনরাত টহলের কাজে নিযুক্ত থাকেন। ২০২৫ সালের মার্চ মাসের গন্ডার শুমারিতে দেখা গিয়েছে যে, জঙ্গলে বর্তমানে প্রায় ৩৩১টি গন্ডার রয়েছে। ২০২২ সালে এই সংখ্যাটি ছিল ২৯২। ২০২২ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত গন্ডারের সংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল প্রায় ৪.২৭ শতাংশ।

রেকর্ড জলদাপাড়ার

গয়না লুটে বিহার গ্যাংয়ের যোগ

প্রথম পাতার পর

ঠিক কতগুলি সামগ্রী দোকানে ছিল, কত অংশ লুট হয়েছে, গৌতম-ধর্মেন্দ্রর কাছ থেকে কতটুকুই বা উদ্ধার করা গিয়েছে ইত্যাদি জানতে পারলে বোঝা যাবে পলাতক দুষ্কৃতীর কাছে আদৌ লুটের সামগ্রী রয়েছে কি না এবং থাকলেও কী কী।

নেপাল সীমান্ত শহর শিলিগুড়ি থেকে খুব দূরে নয়। তাই, ফেরার তরুণের পক্ষে একদিনের মধ্যে গয়না বিক্রি করে দেওয়া অসম্ভব নয়। শোরুম কর্তৃপক্ষকে দ্রুত গয়নার অডিট করে তথ্য দিতে বলেছে পুলিশ। এখনও পর্যন্ত ধৃতদের কাছ থেকে বিভিন্ন ওজনের ষোলোটি আংটি উদ্ধার হয়েছে।

সিসিটিভি ফুটেজ বলছে, লুটপাট চালাতে বিশেষ পন্থা নিয়েছিলেন অভিযুক্তরা। একজন করে ভেতরে ঢোকার পর বাকি দুজন বাইরে পাহারায় ছিলেন। এদিকে, দূর থেকে পুলিশের গাড়ি আসতে দেখে গৌতম ও তাঁর সঙ্গে থাকা এক তরুণ দৌড়াতে শুরু করেন। ধর্মেন্দ্র এসব টেরই পাননি। তিনি ব্যাগে গয়না ঢোকাতে ব্যস্ত তখন। পুলিশ তাঁকে সেখানেই গ্রেপ্তার করে। বাকি দুজনের পিছু নেয় পুলিশের অপর দলটি। গৌতমকে পাকড়াও করা হয় জ্যোতিনগরে।

ওই তিন দুষ্কৃতী শোরুম অবধি এলেন কীভাবে? কীভাবেই বা একজন গা-ঢাকা দিলেন অন্ধকারে, তা নিয়ে পুলিশের অন্দরে ধন্দ তৈরি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, কেউ বা কারা চার চাকা গাড়িতে করে তাঁদের নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। 'অপারেশন' শেষে নিতে আসার কথা ছিল। কারণ, বাইকে এলে আশপাশেই সেটার হদিস মিলত এতক্ষণে। আশপাশের কোনও হোটেলে তিনজনের রাত্রিবাসের সূত্র পাওয়া যায়নি।

জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার হওয়া দুই দুষ্কৃতীর দাবি, তাঁরা বাসে শহরে এসেছিলেন। এই বয়ান নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। আরও জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজন। তাই, ধৃতদের দশদিনের জন্য হেপাজতে নিয়েছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। দোকান এবং আশপাশ এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রতিটি থানায় নাকা চেকিংয়ের ওপর জোর দিতে বলা হয়েছে। তবে এটা স্পষ্ট যে, একাধিকবার রেইকি চালিয়ে 'অপারেশন'টি করা হয়।

গৌতম, ধর্মেন্দ্র এবং 'শাটার কাটোয়া' গ্যাংয়ের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেতে বিহার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে শিলিগুড়ি পুলিশ। এদিন থানায় এসেছিলেন ডিসিপি (ইস্ট) রানা মুখোপাধ্যায় ও এসিপি (ইস্ট-১) রবিন থাপা। রানার বক্তব্য, 'এখনই কিছু বলা যাবে না। তদন্ত চলছে। স্থানীয় কেউ বা কারা লিংকম্যান ছিল কি না, তা দেখা হচ্ছে।'

হোমস্টে চালাতে হবে মালিককেই

প্রথম পাতার পর

কিন্তু সেটাকে এখন বাইরের লোকজন এসে লিজে বা মাসিক ভাড়ায় নিয়ে চালাবেন এটা হতে পারে না। জমির মালিক, বাড়ির মালিককেই হোমস্টে চালাতে হবে। অন্যথায় রেজিস্ট্রেশন বাতিল হবে।'

পর্যটকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে পর্যটন দপ্তরের তরফে একটি অ্যাপ (মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন) নিয়ে আসার কথাও এদিন ঘোষণা করেছেন পর্যটনমন্ত্রী। সেই অ্যাপের মাধ্যমেই হাতের তালুর মতো পর্যটনের সাতসতেরো পর্যটকরা জানতে পারবেন। সেখানে রাজ্যের স্বীকৃত সমস্ত পর্যটন ব্যবসায়ী, হোমস্টে, হোটেল সবকিছুর তথ্য দেওয়া থাকবে। পর্যটনে ভুঁইফোঁড় ব্যবসায়িক কারবার রুখতেই এই পদক্ষেপ বলে দাবি তাঁর। তবে, অ্যাপ থেকে পর্যটন আবাস বা হোমস্টের বুকিংয়ের ব্যবস্থাও থাকবে কি না সেটা তিনি নিশ্চিত করেননি।

এদিন বাগডোগরার গোঁসাইপুরে একটি বিলাসবহুল হোটেলে পর্যটন দপ্তরের তরফে এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ব্যবসায়ী সংগঠনকে নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে পর্যটনমন্ত্রীর পাশাপাশি সাংসদ রাজু বিস্ট, রাজ্যের মন্ত্রী অশোক দিন্দা, দপ্তরের প্রধান সচিব বরুণ রায়, দপ্তরের অপর সচিব সৌমিত্রশংকর সেনগুপ্ত, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সচিব আর বিমলা এবং গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) প্রধান সচিব সামা পারভিন উপস্থিত ছিলেন।

'সরাসরি শংকর' অনুষ্ঠানটিতে এসে উত্তরবঙ্গের পর্যটন নিয়ে তাঁর ভাবনার কথা দর্শকদের কাছে জানিয়েছিলেন পর্যটনমন্ত্রী। হোমস্টে থেকে শুরু করে ধর্মীয় পর্যটন এবং মেডিকেল পর্যটনের মাধ্যমে পাঁচ বছরের মধ্যে উত্তরের পর্যটনে আমূল বদল আসবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন। সেই বক্তব্যের রেশ ধরেই এদিন তিনি বলেন, 'উত্তরবঙ্গের পর্যটনকে আরও সুশৃঙ্খল এবং পরিকল্পিত রূপ দেওয়ার কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। পর্যটনের মাধ্যমে রাজ্যের আয় তখনই বাড়বে যখন পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীদের আয় বাড়বে। তাই সবাইকে নিয়ে, সবার মতামতের ভিত্তিতেই পর্যটনের বিকাশ করবে রাজ্য সরকার।'

২০১৭ সালে প্রথম হোমস্টে নীতি আনলেও ২০২২ সালে তাতে কিছু বদলে এনেছিল আগের রাজ্য সরকার। কিন্তু সেই আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিনের পর দিন একাধিক হোমস্টে চললেও তাতে নজর ছিল না পর্যটন দপ্তরের।

পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন বিভাগের আয়োজিত সম্মেলনে শংকর ঘোষ। ছবি : সূত্রধর

উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি এলাকাতেই দু'হাজারের বেশি হোমস্টের রেজিস্ট্রেশন রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সেগুলিতে হোমস্টের নীতি মানা হয় না। সরকারি নীতিতে স্পষ্ট বলা আছে, স্বীকৃত হোমস্টে-তে সর্বোচ্চ ছয়টি ঘর থাকতে পারবে। কিন্তু পাহাড়ের অধিকাংশ হোমস্টে সরকারি আর্থিক সুযোগসুবিধা নিয়ে এর থেকে বেশি সংখ্যক ঘর বানিয়ে এবং রীতিমতো হোটেল বা রিসর্টের কায়দায় সেগুলিকে চালাচ্ছে। বহু হোমস্টে মালিক সেগুলিকে লিজ দিয়ে দিচ্ছেন বাইরের লোককে। ফলে সবাই লাভের গুড় খেতে চাওয়ায় খরচ বাড়ছে হোমস্টে-তে থাকার। হায়দরপাড়ার বাসিন্দা অশেষ বিশ্বাস বলছেন, 'আগের সরকার হোমস্টের দিকে নজর দেয়নি। ফলে আমাদের বেড়াতে গিয়ে বাড়তি টাকা গুনতে হয়েছে। আমার মনে হয়, এই সরকারের নতুন গাইডলাইন করা দরকার, যাতে পর্যটকদের হোমস্টের নামে প্রতারিত না হতে হয়।'

এদিনের সভায় প্রথম দফায় পাহাড়, সমতলের হোমস্টে মালিক সংগঠনের কর্মকর্তাদের নিয়ে আলোচনা হয়। দ্বিতীয় দফায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পর্যটন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলাপচারিতা করেন পর্যটন দপ্তরের কর্তারা। হোমস্টের আলোচনায় প্রায় সব সংগঠনই এর আধুনিকীকরণ, সরকারি সহায়তা এবং প্রত্যেকটি হোমস্টে-কে রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার দাবি জানায়। মংপু হোমস্টে ওনার্সের পক্ষে ওয়াংদুপ মোখতান দাবি করেন, 'হোমস্টেগুলিতে বাণিজ্যিক বিদ্যুতের সংযোগ নিতে হচ্ছে। এর ফলে প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে।'

বিজনবাড়ি হোমস্টে ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে প্রেক্ষা শর্মা ছেত্রীর বক্তব্য, 'হোমস্টে নিয়ে সঠিক নীতি নেওয়া হোক। যাতে সরকারি সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়।' সেখানেই শংকর প্রশ্ন করেন, 'সব হোমস্টে কি পাহাড়ের মানুষই চালাচ্ছেন? মানে জমি, বাড়ির মালিকই হোমস্টে চালান, নাকি বাইরের লোক?' এর পরেই শংকর দাবি করেন, 'আমাদের কাছে খবর আছে, বাইরের লোকজন হোমস্টেগুলি নিয়ে চালাচ্ছেন। সরকারের উদ্দেশ্য সফল হল কোথায়?'

হোমস্টের প্রসঙ্গে বলতে গিয়েই শংকর বারবার রেসপন্সিবল ট্যুরিজমের কথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'পর্যটকদের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়েই পর্যটনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।' আলিপুরদুয়ার জেলা পর্যটন ব্যবসায়ীদের তরফে পবনকুমার পুরোহিত দাবি করেন, জয়ন্তী এবং বক্সার মধ্যে রোপওয়ে এবং টয়ট্রেনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাঁর বক্তব্য, 'এর আগে পর্যটন এবং বন দপ্তরের সমন্বয়ের অভাবে অনেক ভালো প্রকল্পের বাস্তবায়ন হয়নি।' পর্যটনের বিকাশে সমন্বয় অত্যন্ত জরুরি বলে তিনি দাবি করেন। তাঁর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে শংকর বলেন, 'আমি এবং বনমন্ত্রী দুজন ভালো বন্ধু। দুজনই উত্তরবঙ্গের হওয়ায় কোনও সমন্বয়ের অভাব হবে না।' ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশনের (এতোয়া) সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তী অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমে জোর দেওয়ার কথা বলেন। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক সম্রাট সান্যালের বক্তব্য, 'সিকিমে পশ্চিমবঙ্গের গাড়ি চলাচল নিয়ে সমস্যা হচ্ছে।' এই সমস্যা মেটাতে দ্রুত সিকিমের সঙ্গে পারস্পারিক চুক্তি স্বাক্ষরের দাবি জানান। অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজমের (অ্যাক্ট) আহ্বায়ক রাজ বসুও এদিন উত্তরবঙ্গের পর্যটনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বেশকিছু পরামর্শ দিয়েছেন।

এদিন রাতেই কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতের সঙ্গে দেখা করেন শংকর। এই সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে তাঁর ছোট্ট মন্তব্য, 'রাজ্যের জন্য উপহার আসছে।'

এই জঞ্জালে ভরা মিথ্যে কথার শহরে...

নির্দেশিকাই সার! প্রশ্নে পুরনিগম

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : প্রশাসনিক নির্দেশিকাই সার! বাস্তবে তার প্রয়োগ কতটা তা নিয়েই বড়সড়ো প্রশ্ন উঠেছে। এখনও শহরের রাজপথ থেকে শুরু করে পাড়ার অলিগলিতে দিনের একটা বড় সময় ধরে স্তূপাকারে আবর্জনার চোখরাঙানি। আর এর জেরে প্রশাসক পরিচালিত পুর বোর্ডের ভূমিকা নিয়ে নাগরিকরা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। রাস্তার ধারে আবর্জনা দিনভর পড়ে থাকলেও সাফাইকর্মীদের দেখা মিলছে না। এই অবস্থায় দিনে দু'বার শহর পরিষ্কার করার প্রসঙ্গ উঠতেই বাসিন্দাদের একাংশ মুচকি হাসছেন। পুর প্রশাসক আর বিমলার অবশ্য বক্তব্য, 'নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে। তবে শহরের কোথাও যদি আবর্জনা জমে থাকে সে ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ নির্দিষ্ট হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে অভিযোগ জানাতে পারবেন। অভিযোগ পেলেই দ্রুততার সঙ্গে পদক্ষেপ করা হবে।'

পুর কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পরেই বীর বিক্রম রাই জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের আধিকারিকদের নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসেছিলেন। সেই বৈঠকেই তিনি শিলিগুড়ি শহরকে পরিষ্কার রাখার বিষয়ে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন। পরদিন পুর প্রশাসকের সঙ্গে তিনি শহরের সেবক রোড এলাকার জঞ্জাল অপসারণের কাজ সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন। এবার থেকে শহরের প্রতিটি এলাকাতেই দিনে দু'বার করে সাফাই অভিযান চালানো হবে বলে সেই সময় তাঁরা দুজনেই একযোগে জানিয়েছিলেন।

সকাল ৬টা থেকে ৮টার মধ্যে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে রাস্তার ধারে পড়ে থাকা আবর্জনা সম্পূর্ণ সরিয়ে ফেলতে হবে বলে সেইসঙ্গে স্পষ্ট করা হয়েছিল। পুর কর্তৃপক্ষ এমন নির্দেশ দিলেও বাস্তবে তার কোনও প্রভাব পড়েনি বলেই অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। দিনে দু'বার তো দূরের কথা নিয়মিতভাবে শহরের বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ সাফাইকাজটুকুও হয় না বলে শহরের একাংশ বাসিন্দার অভিযোগ।

মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে স্থানীয়দের এই অভিযোগের সত্যতাই খুঁজে পাওয়া গেল। সকাল ১১টা নাগাদ ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের ফুলেশ্বরী আন্ডারপাস এলাকায় ভ্যাটের পাশে স্তূপাকারে আবর্জনা পড়ে ছিল। ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে গিয়েও আবর্জনার স্তূপ নজরে পড়ল। ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের অবস্থা আরও খারাপ। সকাল ১১টা গড়িয়ে যাওয়ার পরেও সেখানে আবর্জনা ডাঁই হয়ে পড়ে ছিল। স্থানীয় বাসিন্দা গোবিন্দ শা বললেন, 'সাফাইকর্মীরা এলেও নিয়মিত আবর্জনা পরিষ্কার করা হয় না। একদিন কিংবা দু'দিন পরপর সাফাইকর্মীরা আবর্জনা সরিয়ে নিয়ে যান।'

দুপুর ১টা। এসএফ রোড

১টা ৫ মিনিট। বর্ধমান রোড

১টা ৫৩ মিনিট। সেবক রোড

বেলা ১টা নাগাদ এসএফ রোডে গিয়ে রাস্তার ধারে আবর্জনা পড়ে থাকতে দেখা গেল। খোঁজখবর করতে দেখে স্থানীয় ব্যবসায়ী জ্যোতিষ মণ্ডল ব্যাপক ক্ষোভ উগরে দিলেন, 'সকাল ১১টার আগে কোনওদিন আবর্জনা সরানো হয় না। কোনওদিন আবার দুপুর গড়িয়ে যায়। আজই তো বেলা ১টা পার হয়ে গেল। এভাবে আবর্জনা পড়ে থাকায় দুর্গন্ধ ছড়ায়। মশামাছির উপদ্রব বাড়ে।' বর্ধমান রোডেও যেন অ্যাকশন রিপ্লে। খানিকটা দূরে নেহরু রোডের অবস্থা আরও করুণ। স্থানীয় ব্যবসায়ী রামানন্দ সিংহ বললেন, 'নিয়মিত সাফাই হয় না। সোমবার থেকে এখানে আবর্জনা পড়ে রয়েছে।'

বিবেকানন্দ রোডে পৌঁছে দেখা গেল, এক ব্যক্তি ভ্যানবোঝাই আবর্জনা রাস্তার পাশে ফেলছেন। নির্দিষ্ট ওই জায়গাটি যেন শহরের অলিখিত ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ সেবক রোডও খুব একটা পরিষ্কার নজরে আসেনি। গুরদোয়ারা সংলগ্ন সেবক রোড এলাকায় রাস্তার পাশে আবর্জনার স্তূপ দেখা গেল। স্থানীয় ব্যবসায়ী সতীশ গুপ্তাও ক্ষোভ উগরে দিলেন, 'নিয়মিত সাফাইকাজ করা হয় না। সকালে পরিষ্কার করার কাজ চললেও বিকেলে একজন সাফাইকর্মীকেও দেখা যায় না।' ইসকন মোড় লাগোয়া সেবক রোড এলাকায় রাস্তার ধারেও আবর্জনা পড়ে থাকতে দেখা গেল। ব্যবসায়ী রকি রায় চৌধুরী বেশ হতাশ, 'কোনও কোনও দিন বিকেলের সময় সাফাইকর্মীদের এই পথ ধরে যেতে দেখি। তাঁরা কিন্তু কোনওদিনই সাফাইকাজ করেন না।'

বাস্তব ছবির পাশাপাশি সাধারণের অভিযোগে এটা পরিষ্কার যে, শহরে আবর্জনার দাপট চলছেই। পুর প্রশাসক ও কমিশনারের নির্দেশও যে কোনওভাবেই মানা হচ্ছে না, সেটাও একেবারে নিশ্চিত। পুর কর্তৃপক্ষ একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর (৯০৪৬০০৪৬৬০) চালু করেছে। পুরনিগম সূত্রে খবর, নির্দিষ্ট কোনও এলাকায় রাস্তার পাশে আবর্জনা পড়ে থাকলে শহরবাসী ছবি তুলে ওই নম্বরে মেসেজ করতে পারবেন। সেই মেসেজের সূত্র ধরেই কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে। কিন্তু বাস্তবে কী হবে সেটাই এখন সবথেকে বড় প্রশ্ন।

স্ল্যাব বসিয়ে দখল ড্রেন, পরিদর্শনে পুর কমিশনার

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : হাইড্রেনের ওপর কংক্রিটের স্ল্যাব বসিয়ে দোকান তৈরি হয়ে গিয়েছে। আর তার ফলে ভেঙে পড়েছে নিকাশি ব্যবস্থা। ঘটনাটি শিলিগুড়ির ৮ নম্বর ওয়ার্ডের এসএফ রোড এলাকার। মঙ্গলবার সকালে পুর কমিশনার বীর বিক্রম রাই ওই এলাকা পরিদর্শনে যান। সেসময় উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার শালিনী ডালমিয়া সহ পুরকর্তারা। সেখানেই পুর কমিশনার ব্যবসায়ীদের নির্দেশ দেন, কংক্রিটের স্ল্যাবগুলির মধ্যে ম্যানহোল করতে হবে, যাতে সাফাইকর্মীরা তাতে নেমে পরিষ্কার করতে পারেন। এজন্য ব্যবসায়ীদের তিনদিন সময় দিয়েছেন তিনি।

হাইড্রেন দখল ইস্যুতে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, দীর্ঘদিন আগেই এভাবে একের পর এক দোকান গড়ে ওঠে। এ বিষয়ে ব্যবসায়ী কার্তিক দাস বলেছেন, 'বহুদিন আগেই এভাবে দোকানগুলি তৈরি হয়েছে। আজ পুর কমিশনার তিনদিনের সময় দিয়ে ম্যানহোল তৈরি করতে বলেছেন, যাতে হাইড্রেন সাফাইয়ের কাজে কোনও সমস্যা না হয়। চেষ্টা করব তিনদিনের মধ্যে যাতে তা করা সম্ভব হয়।'

শালিনী বলেছেন, 'দীর্ঘদিন ধরে হাইড্রেন ঠিকমতো সাফাই হয় না। ফলে প্রায়ই জল জমে যায়। এ নিয়ে বিগতদিনে তৃণমূল পরিচালিত পুর বোর্ডকে একাধিকবার বলা হয়েছিল। তবে কোনও কাজ হয়নি। তাই এবার পুর কমিশনারকে বিষয়টি জানিয়েছিলাম। তিনি পরিদর্শন করলেন। আশা করছি, এবার সমস্যার সমাধান হবে।'

তবে শুধুমাত্র ৮ নম্বর ওয়ার্ড নয়, এসএফ রোড লাগোয়া শহরের ২৬ নম্বর ওয়ার্ডেও একই চিত্র দেখা গিয়েছে। সেখানেও ড্রেন দখল হয়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এদিন পরিদর্শনে গিয়ে পুর কমিশনারের নজরে পড়ে, রাস্তাজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে একাধিক বড় বড় বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং। সেসব আদৌ বৈধ কি না, তা আধিকারিকদের খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন তিনি।

এআই বাঁচিয়েছে গয়না ব্যবসায়ীকে

পুলিশের ঢিলেমি আগের মতোই

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : কথায় বলে, চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। আর শিলিগুড়িতে চোর পালালে পুলিশ আসে। সোমবারের ঘটনা অবশ্য কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম। সেই রাতে গয়নার দোকানে 'অপারেশন' চালানোর সময় একেবারে শেষমুহূর্তে পুলিশ এসে দুষ্কৃতীদের পাকড়াও করেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে কৃতিত্ব কার? পুলিশের? নাকি দোকানে লাগানো এআই পরিচালিত সিসিটিভি ক্যামেরার?

কারণ, সেই ক্যামেরার দৌলতেই তো দোকান কর্তৃপক্ষ ঘটনার কথা জানতে পেরে জানিয়েছে পুলিশকে। যদিও কৃতিত্বের ঝোল নিজের কোলে টানতে পুলিশও যুক্তি দিচ্ছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (পূর্ব) রানা মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'পুলিশ কমিশনার স্যর ইতিমধ্যেই শহরের সমস্ত গয়নার দোকানের ব্যবসায়ীদের নিয়ে মিটিং করেছিলেন। সেখানে প্রত্যেকটি দোকানে নিরাপত্তা বাড়ানোর পাশাপাশি সিসিটিভি লাগানোর ব্যাপারে জোর দেওয়ার কথা বলেছিলেন। আমাদের মনে হয়, এরপরেই সোনা ব্যবসায়ীরা এ ব্যাপারে নজর দিয়েছেন। সাফল্যও এসেছে।'

প্রশ্ন উঠছে, সবার পক্ষে তো আর অত্যাধুনিক সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো সম্ভব নয়। তাহলে পুলিশের পক্ষে কি তাঁদের দোকানের নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয়? বিষয়টা নিয়ে সরব হয়েছেন বঙ্গীয় স্বর্ণশিল্প সমিতির ক্ষুদিরামপল্লির শাখার সম্পাদক হরিপদ দাস। তিনি বলছিলেন, 'সোমবারের গভীর রাতের ঘটনায় পুলিশ দুজনকে সঙ্গে সঙ্গে পাকড়াও করতে পেরেছে। এটা অবশ্যই ভালো ব্যাপার। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, ওই গয়নার কোম্পানির আইটি সেলের কাছে যদি নোটিফিকেশন না পৌঁছাত, তাহলে কি পুলিশের পক্ষে দুষ্কৃতীদের ধরা সম্ভব হত? গোটা ঘটনা জানার পর তো পুলিশের টহলদারির অভাবটাই প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। আমরা গত বছর থেকেই টহলদারি বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করে আসছি।'

তাঁর সংযোজন, 'পুলিশ প্রশাসনের কাছে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলেই তারা জানায়, টহলদারি ভ্যানের অভাব রয়েছে। পুলিশকর্মীর অভাব রয়েছে। চিকেন নেকের মতো স্পর্শকাতর জায়গায় এসব দিকেও তো নজর দেওয়া প্রয়োজন।'

গত বছরের জুন মাসে হিলকার্ট রোডে সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে এ বছরের জুন মাসের প্রথম থেকেই দোকানগুলোর নিরাপত্তা নিয়ে সোনা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছিলেন পুলিশকর্তারা। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সোনার দোকানের নিরাপত্তা বাড়ানোর বিষয় নিয়ে বৈঠক করেছিলেন খোদ পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা। তবে ব্যবসায়ীদের সোনার দোকানের নিরাপত্তা বাড়ানোর ব্যাপারে জোর দেওয়ার কথা বললেও পুলিশি নজরদারিতে খামতি থেকেই গিয়েছিল। যে কারণে ওই দুষ্কৃতীরা সোমবারের অপারেশনের আগে এলাকায় রেইকি করলেও বিন্দুমাত্র খবর পায়নি পুলিশ।

গত বছরের মে-জুন মাস থেকে পুজো পর্যন্ত একের পর এক চুরি-ডাকাতির ঘটনা ঘটেছিল। তারপর এক বছর কাটতে চললেও পুলিশের নজরদারিতে খুব একটা পরিবর্তন হয়নি বলেই দাবি করছে ব্যবসায়ী মহল। বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য বিপ্লব রায়মুহুরি বলেন, 'টহলদারির এখনও খামতি রয়েছে। বর্ষার সময় এমনিতেই বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে দুষ্কর্ম বাড়ে। তাই এই সময়ে পুলিশের আরও সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন।'

পুলিশের সিসিটিভি ক্যামেরার অভাব রয়েছে। কমিশনারেটের অন্দরেও পরিকাঠামোগত উন্নতি করা প্রয়োজন। যাতে সিসিটিভি ফুটেজ দেখার পর মালিক খবর দেওয়ার আগেই পুলিশের টিম পৌঁছে দুষ্কৃতীদের ধরতে পারে। সেসব দিক বিচার করেই হিলকার্ট রোড ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সনৎ ভট্টাচার্য বলেছেন, 'সোমবার রাতে অভিযুক্তদের দ্রুত পাকড়াও করার জন্য পুলিশকে ধন্যবাদ জানাই। তবে টহলদারি বাড়ানোর জন্য আরও প্রয়োজনীয় কড়া ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।'

- অত্যাধুনিক এআই ক্যামেরার সাহায্যে দুষ্কৃতীদের উপস্থিতি টের পাওয়া গিয়েছিল
- সবার পক্ষে তো আর অত্যাধুনিক সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো সম্ভব নয়
- এর আগেও শহরে গয়নার দোকানে লুটপাট হয়েছে, তবুও শিক্ষা নিতে ব্যর্থ শিলিগুড়ি পুলিশ
- সোমবারের অপারেশনের আগে এলাকায় রেইকি করলেও বিন্দুমাত্র খবর পাননি গোয়েন্দারা
- ভোগাচ্ছে পরিকাঠামোগত খামতি, কর্মীসংখ্যার অভাব

শিলিগুড়িতে 'হাউস অফ সেনকো'

শিলিগুড়ি ব্যুরো

৩০ জুন : শিলিগুড়ির অলংকার ক্রেতাদের জন্য শহরে আরও একটি আউটলেট নিয়ে এল সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস। মাটিগাড়ার এক শপিং মলে 'হাউস অফ সেনকো' নামে এই আউটলেটে সোনা, হিরে এবং প্ল্যাটিনামের গয়নার সমাহার নিয়ে আসবে এই অলংকার প্রস্তুতকারী সংস্থা। উত্তরবঙ্গের বাণিজ্যিক মানচিত্রে শিলিগুড়ির বাড়তে থাকা গুরুত্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, শহরে এটি তাঁদের তৃতীয় দোকান। সোনা, প্রাকৃতিক হিরের পাশাপাশি সংস্থার এই বিশাল আউটলেটে পাওয়া যাবে পরীক্ষাগারে তৈরি কৃত্রিম হিরের গয়না। এছাড়া আধুনিক সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ৯, ১৪ এবং ১৮ ক্যারেট হিরের গয়নাও পাওয়া যাবে এই 'হাউস অফ সেনকো' স্টোরে।

সেনকো গোল্ড লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও শুভঙ্কর সেন বলেন, 'শিলিগুড়িতে আমাদের উপস্থিতি আরও বাড়াতে পেরে আমরা উৎফুল্ল। ক্রেতাদের আস্থা এবং গয়নার চাহিদার কারণে শিলিগুড়ি আমাদের সংস্থার কাছে সব সময়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের এভারলাইট, অহম এবং সেনস শ্রেণির অলংকার মানুষের চাহিদা মেটাবে।' সংস্থার ডিরেক্টর এবং মার্কেটিং ও ডিজাইন হেড জয়িতা সেন বলেন, 'শুধু চিরাচরিত অলংকার নয়। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিয়ে এবং সব সময় পরার গয়নাও থাকবে এই আউটলেটে।'

কমিশনারের দ্বারস্থ

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : টানা বৃষ্টির জেরে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১, ৩, ৪৬ ও ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডের বেশকিছু এলাকা জলমগ্ন হয়ে রয়েছে। জমা জল নিষ্কাশনের দাবিতে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার বীরবিক্রম রাইয়ের কাছে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার ১ নম্বর মণ্ডলের তরফে একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়।

জমা জল থেকে ডেঙ্গির প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে, এই কারণে জমা জল নিষ্কাশনের দাবিতে এদিন স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয় বলে বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে। মণ্ডল সভাপতি বিনোদ গুপ্তা বলেন, 'বেশ কয়েকদিন ধরে ওই চারটি ওয়ার্ডের বেশকিছু এলাকা জলমগ্ন হয়ে আছে। এর ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। বিষয়টি পুরনিগমের কমিশনারকে জানানো হয়েছে। তিনি দ্রুততার সঙ্গে পদক্ষেপ করেছেন।'

সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : মঙ্গলবার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) কানাইলাল দে'র কাছে স্মারকলিপি জমা দিলেন দার্জিলিং জেলা টেট অ্যাফেক্টেড টিচার্স সংগঠনের সদস্যরা। কর্মরত শিক্ষকদের জন্য টেট বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে এদিন স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয় বলে সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন রিতা ঠাকুর, সত্যজিৎ রায় প্রমুখ।

গ্রেপ্তার তরুণ

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : ডেলিভারি গার্লকে কুপ্রস্তাব ও জোড় করে ঘরে ঢোকানোর অভিযোগকে কেন্দ্র করে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃত তরুণের নাম কিংশুক পাল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে ওই তরুণী ডেলিভারির সামগ্রী আশ্রমপাড়ায় কিংশুকের বাড়িতে দিতে গিয়েছিলেন। অভিযোগ, বাড়িতে তখন কিংশুক একাই ছিলেন। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ওই তরুণ ডেলিভারি গার্লকে কুপ্রস্তাব দেন বলে অভিযোগ।

এরপর ওই তরুণীকে টেনে ঘরের ভেতরেও ঢোকানোর চেষ্টা করেন ওই তরুণ। এইসময় কোনওভাবে ওই তরুণী কিংশুকের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশের দ্বারস্থ হন। এরপর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে চোদ্দোদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

জেল হেপাজত

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : সোমবার রাতে ভেনাস মোড় সংলগ্ন এলাকায় তরুণীকে শ্লীলতাহানির ঘটনায় গ্রেপ্তার মহম্মাদ কালুকে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ধৃতকে চোদ্দোদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ধৃত ওই ব্যক্তি মসজিদ কলোনির বাসিন্দা। গোটা ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

মারপিট

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : এলাকায় পিচবোর্ডের ব্যবসা নিয়ে দুই পক্ষের মারামারির ঘটনায় মঙ্গলবার রাতে শিলিগুড়ির বর্ধমান রোড এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হন। এক পক্ষের ব্যবসায় অন্যপক্ষর থাবা বসানোর চেষ্টা ঘিরে বিবাদের সূত্রপাত হয় বলে খবর। দুই পক্ষই খালাপাড়া ফাঁড়িতে অভিযোগ জানিয়েছে।

ভালো আছেন ডাক্তারবাবু?

আমাদের ভালো রাখতে তাঁরা দিনরাত প্রাণপাত করেন। কিন্তু তাঁদের ভালো থাকা? এই মানুষদের ভালো রাখতে পরিবারের সদস্যরাই মূল ভূমিকা নেন। শরীরচর্চা, ধ্যানে এই মানুষরা নিজেদের ব্যস্ত রাখেন। অবসরে ঘোরাঘুরি করে মনের চাপ কমান। সিনেমা দেখা, মাঝেমধ্যে রান্নাঘরে গিয়ে কড়াইয়ে খুন্তি নাড়াটা, এমনকি ড্রাইভিংও তাঁদের অনেকের কাছে মানসিক চাপ কমানোর 'ম্যাজিক পিল'। নিরাপত্তার অভাব সহ বেশকিছু সমস্যা তাঁদের কাউকে কাউকে ভাবায়। তবুও তাঁরা হাল ছাড়তে নারাজ। প্রবাদপ্রতিম চিকিৎসক বিধানচন্দ্র রায়ের (১ জুলাই, ১৮৮২-১ জুলাই, ১৯৬২) স্মরণে আজ ডক্টরস ডে উপলক্ষ্যে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বললেন তমালিকা দে

বই পড়ি, গান শুনি

আমাদের পেশায় দিনভরের ব্যস্ততাও যেন কম পড়ে যায়। কাজের চাপে দুশ্চিন্তা স্বাভাবিক। মনের চাপ কমানোর পাশাপাশি নিজেকে ভালো রাখতে নিজের ভালোলাগার কাজগুলির সঙ্গে যতটা পারি যুক্ত থাকার চেষ্টা করি। ছোটগল্প, উপন্যাস পড়ার পাশাপাশি লিখতে খুব ভালোবাসি। গান শুনি। নিয়মিত শরীরচর্চা ও ধ্যান করে থাকি। আমার মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকার পিছনে স্ত্রী ও সন্তানদের অবদান অনেকটাই। সময় পেলেই সবাই মিলে একসঙ্গে কাটাই।

ডাঃ শেখর চক্রবর্তী জেনারেল ফিজিশিয়ান

ট্রেকিং করতে পাহাড়ে

নিজের মন ও শরীর ভালো রাখার জন্য সপ্তাহে অন্তত পাঁচদিন ৪৫ মিনিট ধরে যোগব্যায়াম, ধ্যান করে থাকি। বার্ড ওয়াচিং করার পাশাপাশি ট্রেকিং করতে খুব ভালোবাসি। ট্রেকিং করতে সপ্তাহে একদিন পাহাড়ে চলে যাই। অবসর সময়ে নিজের ভালোলাগার বিষয়গুলির ওপর নজর দিয়ে যতটা পারি মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ থাকার চেষ্টা করি। মনের স্বাস্থ্য ভালো থাকলে পেশাগত দুশ্চিন্তা কাটাতেও খুব একটা সমস্যা হয় না।

ডাঃ নির্মল বেরা
মনোরোগ বিভাগের প্রধান, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

গাড়ি চালিয়ে স্ট্রেস রিলিজ

মুমূর্ষু রোগী দেখা আমার কাজের রোজকার রুটিন। তবে এজন্য মানসিক সুস্থতা খুব প্রয়োজন। সেজন্য শারীরিকভাবে সুস্থ থাকার পাশাপাশি যতটা পারি মানসিকভাবে সুস্থ থাকারও চেষ্টা করি। পর্যাপ্ত ঘুম, জিম থেকে শুরু করে গান শোনাটা নিয়মিতভাবে করে থাকি। অন্য কেউ একমত হবেন কি না জানা নেই, ড্রাইভিং আমার মনের চাপ কমাতে অনেকটাই সাহায্য করে থাকে। ঠিকমতো খাওয়াদাওয়াটাও জরুরি। তবে তা অবশ্যই স্বাস্থ্যসম্মত হওয়াটা প্রয়োজন।

ডাঃ বিশ্রামসাগর পান্ডে নিউরোসার্জন

সিনেমা এলেই দৌড় হলে

প্রাইভেট প্র্যাকটিস করি না। তাই ডিউটির সময়টুকু বাদে দিনের ২৪ ঘণ্টার বাদবাকিটা পুরোপুরিভাবে আমারই। এই সময়টা যতটা পারি নিজেকে দেওয়ার পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের দেওয়ারও চেষ্টা করি। ভালো সিনেমা দেখাটা খুবই পছন্দের। নতুন কোনও সিনেমা রিলিজ হলেই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তা দেখতে যাওয়াটা বাঁধা। ঘুরতে যাওয়াটাও। এছাড়া গল্পের বই পড়তে, গান শুনতে আর রান্না করতেও আমার খুবই ভালো লাগে।

ডাঃ সায়ন্তনী মজুমদার মেডিকেল অফিসার, শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল

যথাযথ নিরাপত্তা চাই

আরজি করের ঘটনার পরও আমরা অনেক হাসপাতালে ইভটিজিংয়ের ঘটনা ঘটতে দেখছি। প্রথম কয়েকটা মাস হয়তো খুব কড়াকড়ি হয়। কিন্তু তারপর অবস্থা ফের যে-কে-সেই হতে বেশি সময়ও নেয় না। আশা করব, নতুন সরকার যতটা সম্ভব নজর দেবে। হাসপাতাল চত্বরের পাশাপাশি আবাসনগুলিও নজরদারির আওতায় আসবে। সমাজের সমস্ত খারাপের অবসান হয়ে ভালো কিছুর প্রকট হবে।

ডাঃ সঞ্জীবন গুপ্ত ও ডাঃ বৃষ্টি সরকার
ইন্টার্ন, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়ে মাথায় হাত জার্মানির কাই হাভার্জ (৭), নাথানিয়েল ব্রাউনদের।

পেনাল্টির গেরোয় ইউরোপের কান্না

বিশ্বকাপ থেকে ছুটি জার্মান ও ডাচদের

টাইব্রেকারে স্বপ্নভঙ্গ

বিশ্বকাপের নকআউট পর্বের প্রথম দিনেই অঘটনের শিকার ইউরোপ। খুব তাড়াতাড়িই ব্যাগ গোছাতে হল দুই ফেভারিট জার্মানি এবং নেদারল্যান্ডসকে। প্রথম দিনের তিনটি নকআউট ম্যাচের মধ্যে দুইটিই অতিরিক্ত সময় গড়িয়ে টাইব্রেকারে মীমাংসিত হওয়ায়, প্রশ্ন জাগছে-স্নায়ুক্ষয়ী পেনাল্টির এই নাটকীয়তাই কি এবারের বিশ্বকাপের পরবর্তী ম্যাচগুলির ট্রেন্ড হতে চলেছে?

পেনাল্টি-শাপে ফের বিদায় ডাচদের

গোল করলেও নেদারল্যান্ডসকে জেতাতে পারলেন না কোডি গাকপো।

> আমি পালিয়ে যাওয়ার লোক নই, তবে ডিএফবি অন্য কিছু চাইলে তাদের আমাকে বলা উচিত।
> -জুলিয়ান নাগেলসম্যান

ছিটকে গেল চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা

জার্মানি-১ (হাভার্জ)
প্যারাগুয়ে-১ (এনসিসো)

(টাইব্রেকারে প্যারাগুয়ে ৪-৩ ব্যবধানে জয়ী)

বোস্টন, ৩০ জুন : গ্যালারি জুড়ে হাজার হাজার জার্মানি সমর্থকের উৎকণ্ঠা, আর সবুজ ঘাসে এক দীর্ঘশ্বাসের উপাখ্যান। ফুটবলের রাজকীয় মঞ্চে আরও একবার জার্মান-ট্র্যাজেডি রচিত হল। বলের দখলে ৭৫ শতাংশ একচেটিয়া আধিপত্য রেখেও বোস্টনের মাঠে প্যারাগুয়ের জমাট ও দুর্ভেদ্য রক্ষণের সামনে খেই হারিয়ে ফেলল চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। কোচ জুলিয়ান নাগেলসম্যান ম্যাচের আগে দলের কাছে যে 'লড়াকু মানসিকতা' চেয়েছিলেন, তার বিন্দুমাত্র ছাপ দেখা গেল না। ৪২ মিনিটে জুলিও এনসিসোর আচমকা হেডারে পিছিয়ে পড়ার পর, ৫৪ মিনিটে ফ্লোরিয়ান রিৎজের নিখুঁত ক্রস থেকে কাই হাভার্জের অনবদ্য হেডারে সমতায় ফেরে জার্মানি। কিন্তু এরপর যেন সব আক্রমণ খাদের কিনারায় এসে মুখ থুবড়ে পড়ল। অতিরিক্ত সময়ে জোনাথন তাহর একটি গোল ফাউলের কারণে বাতিল হয়, যা নিয়ে ক্ষুব্ধ নাগেলসম্যান রেফারিকে কাঠগড়ায় তুলেছেন।

এরপর ম্যাচ গড়ায় পেনাল্টি শুটআউটে। বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথমবার টাইব্রেকারে হারের তেতো স্বাদ পেল জার্মানি। হাভার্জ ও নিক ওল্টেমেডের শট আটকে দেন দীর্ঘদেহী প্যারাগুয়ান গোলকিপার অরল্যান্ডো গিল। এরপর ম্যানুয়েল ন্যুয়ের একটি দুর্দান্ত সেভ করে এবং প্যারাগুয়ের আন্তোনিও সানাব্রিয়া বল বাইরে মারলে আশার আলো দেখেছিল জার্মানরা। কিন্তু সাডেন ডেথে জোনাথন বল বারের ওপর দিয়ে উড়িয়ে দেন এবং হোসে ক্যানালে গোল করে প্যারাগুয়ের ঐতিহাসিক জয় নিশ্চিত করেন। এই হার শুধু একটি টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নয়, বরং জার্মান ফুটবলের এক সোনালি প্রজন্মের সম্ভাব্য বিদায়ঘণ্টাও বটে। জোশুয়া কিমিচের মতো অধিনায়কের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার এখন হতাশায় মোড়া। ৩১ বছরের কিমিচ, অ্যান্টোনিও রুডিগার বা লেরয় সানের মতো তারকারা হয়তো আর বিশ্বকাপে ফিরবেন না। ২০১৮, ২০২২ সালের পর ২০২৬-টানা তিন বিশ্বকাপে এমন ব্যর্থতা জার্মান ফুটবলের মূলে আঘাত করেছে। এই হারের পর কোচ নাগেলসম্যান নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে বলেছেন, 'আমি পালিয়ে যাওয়ার লোক নই, তবে ডিএফবি অন্য কিছু চাইলে তাদের আমাকে বলা উচিত।' হতাশ হাভার্জের বক্তব্য, 'আমরা জেতার যোগ্যও ছিলাম না।' শনিবার ফিলাডেলফিয়ায় শেষ ষোলোর লড়াইয়ে ফ্রান্স বা সুইডেনের মুখোমুখি হবে প্যারাগুয়ে।

জার্মানিকে হারানোর পর প্যারাগুয়ের ম্যাতিয়াস গালারজা।

শেষ ষোলোয় মরক্কো

নেদারল্যান্ডস-১ (গাকপো)
মরক্কো-১ (দিওপ)

(টাইব্রেকারে মরক্কো ৩-২ ব্যবধানে জয়ী)

মন্টেরি, ৩০ জুন : আবেগ, অশ্রু আর এক রুদ্ধশ্বাস ফুটবল-নাটকের সাক্ষী থাকল মন্টেরির গ্যালারি। সদ্য নিজের অনাগত সন্তানকে হারানোর পাহাড়প্রমাণ শোক বুকে চেপে দেশের হয়ে মাঠে নেমেছিলেন কোডি গাকপো। ৭২ মিনিটে তাঁর বিদ্যুৎগতির গোলের পর দুই হাত আকাশের দিকে তুলে কান্নায় ভেঙে পড়া গাকপোর সেই দৃশ্য এবারের বিশ্বকাপের অন্যতম আবেগঘন মুহূর্ত হয়ে ফুটবলপ্রেমীদের হৃদয়ে চিরকাল গেঁথে থাকবে। কিন্তু সেই চোখের জল শেষ পর্যন্ত ডাচদের জয়ের হাসি উপহার দিতে পারল না। সংযোজিত সময়ের শেষ মুহূর্তে ইসা দিওপের দুর্দান্ত হেডার মরক্কোকে অবিশ্বাস্যভাবে সমতায় ফেরায়। গ্যালারি থেকে তখন বৃষ্টির মতো পানীয়ের বোতল আর উল্লাসের গর্জন আছড়ে পড়ছে ডাচদের হৃদয় চুরমার করে।

নেদারল্যান্ডসের কোচ রোনাল্ড কোয়েম্যান এই ম্যাচে ছক বদলে ৩২ ম্যাচ পর পাঁচ ডিফেন্ডার নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন। ডেনজিল ডামফ্রিস এবং মিকি ভ্যান ডি ভেনকে উইং ব্যাক হিসেবে খেলিয়ে মরক্কোর আক্রমণ রুখে দেওয়ার তাঁর কৌশল কিছুটা সফল হলেও, শেষ মুহূর্তের ওই এক ভুলে সব হিসেব পালটে যায়। প্রথমার্ধে জ্যান পল ভ্যান হেকে এবং ইসমায়েল সাইবারির মধ্যে তীব্র শারীরিক লড়াই ম্যাচের উত্তাপ বাড়িয়ে দিয়েছিল। দ্বিতীয়ার্ধে আচরাফ হাকিমির একটি শট বারে লেগে ফিরে আসে। অতিরিক্ত সময়ে সুফিয়ান রহিমির শট আটকে ডাচ গোলকিপার বার্ট ভারব্রুগেন টুর্নামেন্টের অন্যতম সেরা সেভ করে দলকে ম্যাচে বাঁচিয়ে রাখলেও টাইব্রেকারে ডাচদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল না। দশটি পেনাল্টির মধ্যে পাঁচটিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার মতো এক অদ্ভুত শুটআউটের সাক্ষী থাকল ফুটবল বিশ্ব। জাস্টিন ক্লুইভার্ট ও কোয়েন্টিন টিম্বার পোস্টে মারেন এবং ক্রিসেনসিও সামারভিলের শট অবলীলায় রুখে দেন ইয়াসিন বৌনৌ। সাইবারি শেষ শটে গোল করে ডাচদের বিশ্বকাপ স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দেন। বিশ্বকাপের মঞ্চে পাঁচটি শুটআউটের মধ্যে চারটিতেই হারের এই কলঙ্কজনক রেকর্ড ডাচদের দীর্ঘশ্বাস আরও দীর্ঘ করল। অন্যদিকে, আফ্রিকান ফুটবলের জয়গান গেয়ে আগামী শনিবার হিউস্টনে শেষ ষোলোর ম্যাচে কানাডার মুখোমুখি হবে উজ্জীবিত মরক্কো।

টাইব্রেকারে মরক্কোর জয় নিশ্চিত করে ইসমাইয়েল সাইবারি।

ইংল্যান্ডের ছক বনাম কঙ্গোর গতি

ধ্রুপদি লড়াইয়ের প্রহর গোনা শুরু

আটলান্টা, ৩০ জুন : আটলান্টার মার্সেডিজ-বেঞ্জ স্টেডিয়াম এখন কেবল একটি ফুটবল মাঠ নয়, বরং একটি ক্যানভাস-যেখানে তুলির আঁচড়ে আঁকা হতে চলেছে রোমাঞ্চ, আভিজাত্য এবং রূপকথার এক অপূর্ব মেলবন্ধন। বুধবার বিশ্বকাপের শেষ বত্রিশের মহারণে মুখোমুখি হতে চলেছে ইংল্যান্ড এবং ডিআর কঙ্গো। একদিকে টমাস টুচেলের তারকাসমৃদ্ধ থ্রি লায়ন্স, অন্যদিকে ৫২ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের নকআউটে পৌঁছানো অদম্য 'লেপার্ডস'।

আটলান্টার আকাশ মেঘলা, বাতাসে আর্দ্রতা আর বৃষ্টির পূর্বাভাস। তবে স্টেডিয়ামের অত্যাধুনিক ছাদ বন্ধ থাকায় খেলোয়াড়দের জন্য পরিবেশ থাকবে নিখুঁত। গ্যালারি কানায় কানায় পূর্ণ থাকবে ৭৫ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে। শহরের পাবগুলোতে ইংরেজ সমর্থকদের ভিড়ে চাপা উত্তেজনা, অন্যদিকে কঙ্গোলিজ সমর্থকদের উৎসবের রং আটলান্টার রাস্তা রাঙিয়ে তুলেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া 'লুমুম্বা ভেয়া'-র নাচ প্রমাণ করে, এই আফ্রিকান দলটির জন্য নকআউটে পৌঁছানো কেবল ফুটবলীয় সাফল্য নয়, বরং এক দীর্ঘ জাতীয় সংগ্রামের পর এক পরম আনন্দের মুহূর্ত।

গ্রুপ পর্বে অপরাজিত থেকে গ্রুপ 'এল'-এর চ্যাম্পিয়ন হিসেবে মাঠে নামলেও ইংল্যান্ডের পারফরমেন্স নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। পানামা এবং ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে জিতলেও, ঘানার জমাট রক্ষণ ভাঙতে তারা ব্যর্থ হয়েছিল। আর ঠিক এখানেই কঙ্গোর কোচ সেবাস্তিয়েন দেসাবের ছক কাজ করতে পারে। ঘানার মতোই একটি 'লো ব্লক' বা গভীর রক্ষণভাগ তৈরি করে ইংল্যান্ডকে আটকানোর পরিকল্পনা কষছেন তিনি। ৫-৩-২ বা ৫-৪-১ ফর্মেশনে ৫ জনের একটি জমাট রক্ষণ গড়ে কঙ্গো চাইবে ইংল্যান্ডের আক্রমণগুলিকে প্রতিহত করতে এবং সুযোগ বুঝে ইয়োয়ান উইসা ও সেড্রিক বাকাম্বুর মতো স্ট্রাইকারের গতির ওপর ভর করে কাউন্টার অ্যাটাক করতে। টুর্নামেন্টে ইতিমধ্যে তিন গোল করা নিউক্যাসলের স্ট্রাইকার উইসা ইংল্যান্ডের রক্ষণের জন্য মাথাব্যথা হয়ে উঠতে পারেন। উইসা বলেছেন, 'আমরা শূন্য থেকে উঠে এসেছি। আমাদের দেশের কিছু জায়গায় যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি। তাই এই জার্সি পরে মাঠে নামলেই আমরা তাদের কথা ভাবি।'

অন্যদিকে, ইংল্যান্ডের কোচ টুচেলকে দল সাজাতে গিয়ে কিছুটা চিন্তায় পড়তে হয়েছে। রাইট ব্যাক পজিশনে চোটের ধাক্কা প্রবল। রিসি জেমসের পর জ্যারেল কুয়ানশাও চোট পাওয়ায় জেড স্পেন্সের প্রথম একাদশে শুরু করার সম্ভাবনা প্রবল। তবে লেফট ব্যাকে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির তরুণ নিকো ও'রেইলিকে খেলিয়ে সেট পিস থেকে সুবিধা আদায়ের ভাবনাও রয়েছে টুচেলের। মাঝমাঠে ডেকলান রাইসের ফেরা দলের ভারসাম্য ফেরাবে। তবে হ্যারি কেন (৩ গোল) এবং জুড বেলিংহামের (২ গোল, ১ অ্যাসিস্ট) ওপরই গোল করার মূল দায়িত্ব থাকবে।

ইংল্যান্ড বনাম আফ্রিকান দলের বিশ্বকাপ ইতিহাস থ্রি লায়ন্সদের পক্ষেই কথা বলে। বিশ্বকাপের মঞ্চে এর আগে কোনও আফ্রিকান দলের কাছে হারেনি তারা। তবে নকআউটের চাপ এবং কঙ্গোর আবেগ- এই দুইয়ের মিশেলে আটলান্টায় এক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে চলেছেন কেন-বেলিংহামরা। যদি ইংল্যান্ড এই বাধা টপকাতে পারে, তবে শেষ ষোলোতে মেক্সিকো সিটির ঐতিহাসিক আজটেকা স্টেডিয়ামে তাদের জন্য অপেক্ষা করবে মেক্সিকো বা ইকুয়েডর। কিন্তু তার আগে, আটলান্টার সবুজ ঘাসে কঙ্গোর রূপকথার সমাপ্তি নাকি ইংল্যান্ডের স্বপ্নের নতুন উড়ান- তার অপেক্ষা আর কয়েক ঘণ্টার।

ইংল্যান্ডের মাঝমাঠকে ভরসা দিতে তৈরি হচ্ছেন জুডে বেলিংহাম।

বিশ্বকাপে

ইংল্যান্ড বনাম **ডিআর কঙ্গো**
১ জুলাই, রাত ৯.৩০ মিনিট

বেলজিয়াম বনাম **সেনেগাল**
২ জুলাই, রাত ১.৩০ মিনিট

আমেরিকা বনাম **বসনিয়া হার্জেগোভিনা**
২ জুলাই, ভোর ৫.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : ইউনাইটও স্পোর্টস চ্যানেল ও জি৫ অ্যাপ

নকআউটে প্রথমবার বেলজিয়াম-সেনেগাল

সিয়াটেল, ৩০ জুন : সিয়াটলের লুমেন ফিল্ডের সবুজ গালিচা আজ এক আনকোরা লড়াইয়ের সাক্ষী হতে প্রস্তুত। বুধবার বিশ্বকাপের শেষ বত্রিশের মহারণে যখন বেলজিয়াম এবং সেনেগাল মুখোমুখি হবে, তখন প্রশান্ত মহাসাগরীয় উত্তাপহীন স্নিগ্ধ আবহাওয়ায় ফুটবলের পারদ চড়বে চরমে। পায়োনিয়ার স্কোয়ারের চারপাশ ইতিমধ্যেই উৎসবের রঙে রঙিন। একদিকে আফ্রিকান ঢোলের ছন্দে সেনেগালের সমর্থকদের উদ্দাম নৃত্য, অন্যদিকে স্থানীয় পাবগুলিতে বেলজিয়ান ফ্যানদের আত্মবিশ্বাসী আড্ডা- সব মিলিয়ে প্রায় ৬৯ হাজার দর্শকের স্টেডিয়ামে আজ এক ধ্রুপদি দ্বৈরথের প্রহর গোনা শুরু হয়েছে।

টুর্নামেন্টের শুরুতে দুই দলের পথচলা মোটেও মসৃণ ছিল না। প্রথম দুই ম্যাচে মিশর ও ইরানের সঙ্গে ড্র করে বেশ চাপেই ছিল বেলজিয়াম। কিন্তু তৃতীয় ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে ৫-১ গোলে উড়িয়ে দিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবেই নকআউটে পা রেখেছে তারা। ২০১০ সালে আমেরিকার পর তারাই প্রথম দল, যারা প্রথম দুই ম্যাচে জয় না পেয়েও গ্রুপ শীর্ষে থেকে পরের রাউন্ডে গেল। অন্যদিকে, ফ্রান্স ও নরওয়ের কাছে হেরে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার মুখে দাঁড়িয়ে থাকা সেনেগালও অসাধারণ প্রত্যাবর্তন করেছে। শেষ ম্যাচে ইরাককে ৫-০ গোলে চূর্ণ করে প্রথম আফ্রিকান দেশ হিসেবে বিশ্বকাপে এক ম্যাচে পাঁচ গোল করার নজির গড়েছে 'লায়ন্স অফ তেরাঙ্গা'।

বিশ্বকাপের মঞ্চে এর আগে কখনোই একে অপরের মুখোমুখি হয়নি এই দুই দল। বেলজিয়াম কোচ রুডি গার্সিয়া ৪-২-৩-১ ছকে মাঝমাঠের দখল নিতে চাইছেন, যেখানে মূল জাদুকর কেভিন ডি ব্রুয়েন। দুর্দান্ত ফর্মে থাকা লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ড (গ্রুপ পর্বে সর্বাধিক ১৩টি সুযোগ তৈরি করেছেন) এবং জেরেমি ডোকুর গতির সঙ্গে চার্লস ডি কেটেলিয়ারকে 'ফলস নাইন' হিসেবে খেলিয়ে চমক দিতে পারে রেড ডেভিলরা। চোট সারিয়ে উঠলেও ডিফেন্ডার জিনো ডিবাস্টের খেলা নিয়ে সংশয় রয়েছে, তবে নির্বাসন কাটিয়ে ফিরছেন নাথান এনগয়।

> ইরাকের বিরুদ্ধে পাঁচ গোল আমাদের বিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছে। নকআউট এক সম্পূর্ণ নতুন টুর্নামেন্ট।
> -পাপে থিয়াও
> সেনেগালের কোচ

অন্যদিকে, সেনেগাল কোচ পাপে থিয়াওয়ের মূল ভরসা ইদ্রিসা গুইয়ে, যাঁর ৩৯টি লাইন ব্রেকিং পাস দলের মাঝমাঠের আসল ইঞ্জিন। সাদিও মানে এবং ইসমাইলা সারের তীব্র গতি বেলজিয়ামের তুলনামূলক ধীরগতির রক্ষণে কাঁপন ধরাতে পারে। তবে মূল গোলকিপার এডুয়ার্ডো মেন্ডির চোট সেনেগালের জন্য এক বিশাল ধাক্কা, তাঁর জায়গায় খেলবেন মোরি দিয়াও।

পরিসংখ্যান বলছে আফ্রিকান দলগুলির বিরুদ্ধে বেলজিয়ামের রেকর্ড বরাবরই ভালো, অন্যদিকে ইউরোপিয়ান দলগুলির বিপক্ষে সেনেগালের সাম্প্রতিক অতীত একেবারেই সুখকর নয়। অপ্টা সুপারকম্পিউটারের মতে, আজ বেলজিয়ামের জয়ের সম্ভাবনা ৫৯ শতাংশ। বেলজিয়ামের ডিফেন্ডার ডিবাস্ট জানিয়েছেন, সেনেগালের শারীরিক সক্ষমতা ও গতির মোকাবিলা করতে তাঁরা পুরোপুরি প্রস্তুত। অন্যদিকে সেনেগাল কোচ থিয়াওয়ের হুংকার, 'ইরাকের বিরুদ্ধে পাঁচ গোল আমাদের বিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছে। নকআউট এক সম্পূর্ণ নতুন টুর্নামেন্ট।'

সেনেগাল ম্যাচের আগে খোশমেজাজে বেলজিয়ামের রোমেলু লুকাকু।

বিশ্বকাপ আনকাট

সাইবার অপরাধীদের রমরমা

ফুটবল জ্বরে কাঁপছে গোটা বিশ্ব, আর এই সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে সাইবার অপরাধীরাও! ভুয়া টিকিটের পোর্টাল থেকে শুরু করে ফেক মার্চেন্ডাইজ স্টোর, এমনকি বেটিং অ্যাপ-সব দিক থেকে জাল ছড়াচ্ছে হ্যাকাররা। সাইবার সিকিউরিটি ফার্ম ফোর্টিনেট জানিয়েছে, শুধু জানুয়ারির পর থেকেই ১৩ হাজারেরও বেশি ফিফা সংক্রান্ত ওয়েব ডোমেন তৈরি হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ১১৫০টি একেবারে জালিয়াতির উদ্দেশ্যে। ফেসবুকে এবং ইনস্টাগ্রামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে টিকিট রি-সেলের নাম করে ফ্যানদের লক্ষ লক্ষ ডলার হাতিয়ে নিচ্ছে হ্যাকাররা। তাই বিশ্বকাপ উপভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে অনলাইনে কিন্তু সাবধান!

চোখের জলে গাকপোর গোল

দিনকয়েক আগেই অনাগত সন্তানকে হারানোর মর্মান্তিক খবরে ভেঙে পড়েছিলেন কোডি গাকপো। সেই পাহাড়প্রমাণ শোক বুকে চেপেই নকআউটে মরক্কোর বিরুদ্ধে গোল করে কান্নায় ভেঙে পড়লেন এই ডাচ স্ট্রাইকার! ৭২ মিনিটে গোল করেই হাঁটু গেড়ে বসে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে কেঁদে ফেলেন গাকপো। দলের সবাই ছুটে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেন। আকাশের দিকে আঙুল তুলে অনাগত সন্তানকে গোল উৎসর্গ করেন তিনি। যদিও শেষ পর্যন্ত পেনাল্টি শুটআউটে হেরে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গিয়েছে নেদারল্যান্ডস, কিন্তু গাকপোর এই আবেগঘন মুহূর্ত ফুটবল বিশ্বের হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছে।

ব্যর্থতার দায় কোচের কাঁধে

বিশ্বকাপ থেকে বিদায়ের আরও একটি করুণ পরিণতির সাক্ষী থাকল ফুটবল দুনিয়া। গ্রুপ পর্ব থেকে ছিটকে যাওয়ার পর পদত্যাগ করলেন চেক প্রজাতন্ত্রের কোচ ইভান কউবেক! গ্রুপ 'এ'-তে একটি মাত্র পয়েন্ট পেয়ে গ্রুপের একেবারে নীচে শেষ করেছে চেক দল। ২০ বছর পর দেশকে বিশ্বকাপে ফিরিয়ে আনলেও, মূল পর্বে ব্যর্থতার দায় নিজের কাঁধেই নিয়েছেন এই ৭৪ বছরের অভিজ্ঞ কোচ। চেক ফুটবল সংস্থার সভাপতি জানিয়েছেন যে, তিনি কোচের এই ইস্তফা গ্রহণ করেছেন।

জার্মান বধ, দেশে ছুটি

চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানিকে পেনাল্টি শুটআউটে হারিয়ে প্যারাগুয়েতে এখন বাঁধভাঙা উল্লাস! আর এই ঐতিহাসিক জয়ের সেলিব্রেশনে গোটা দেশে একদিনের জাতীয় ছুটি ঘোষণা করে দিল প্যারাগুয়ে সরকার! সোমবার রাতে ১২০ মিনিটের লড়াই শেষে টাইব্রেকারে কাই হাভার্জদের হারিয়ে বাজিমাত করে লাতিন আমেরিকার এই আন্ডারডগ দলটি। জয়ের খবর আসতেই রাজধানী আসানসিওনের রাস্তায় নেমে পড়েন হাজার হাজার মানুষ। প্রেসিডেন্ট স্যান্টিয়াগো পেনা জানিয়েছেন, দেশের এই গর্বের মুহূর্তটি দেশবাসীকে একসঙ্গে উদযাপন করার সুযোগ দিতেই মঙ্গলবার এই বিশেষ ছুটির ঘোষণা।

নেইমারের খোঁচা

জাপানের কাছে হেরেই ২০২৬ বিশ্বকাপে যাত্রা শেষ হবে ব্রাজিলের। বিশ্বকাপ শুরু আগে এমনই 'ভবিষ্যদ্বাণী' করেছিলেন জার্মান গণিতজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ জোয়াকিম ক্লেমেন্ট। ফুটবলে নিখুঁত পূর্বাভাসের জন্য তাঁর বেশ নামডাকও রয়েছে। কিন্তু সামুরাই ব্রিগেডের বিরুদ্ধে ব্রাজিলের জয়ে তাঁর গাণিতিক মডেল ভুল প্রমাণিত হতেই সমাজমাধ্যমে ক্লেমেন্টকে নেইমারের খোঁচা, 'দয়া করে আগামী বিশ্বকাপে আবার চেষ্টা করবেন।'

ফিফার অঙ্কে বিশ্বসেরা বাস্তবের মাঠে সুপারফ্লপ ডেনিজ

মায়ামি, ৩০ জুন : ফুটবল কি শুধুই ল্যাপটপের স্ক্রিনে ভেসে ওঠা কিছু ডেটা আর অ্যালগরিদম? পরিসংখ্যানের নিখুঁত হিসেব কি সত্যিই শেষ কথা বলতে পারে? বিশ্বকাপের নকআউট পর্বের একটা রুদ্ধশ্বাস রাত যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, অঙ্কের হিসেব মাঝে মাঝেই কেমন বোকা বনে যায়!

গ্রুপ পর্বের ঠিক পরেই ফিফার সদ্য প্রকাশিত ডেটা-ভিত্তিক 'পাওয়ার র‍্যাংকিং' নিয়ে গোটা ফুটবল বিশ্ব তোলপাড় হয়েছিল। লিওনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাপে বা ভিনিসিয়াস জুনিয়ারদের মতো জাদুকরদের পিছনে ফেলে বিশ্বের এক নম্বর ফুটবলার হিসেবে উঠে এসেছিল এক অচেনা নাম-জার্মানির ডেনিজ উন্দাভ! মাঠের আক্রমণ, সৃজনশীলতা এবং রক্ষণের নিখুঁত ডেটা বিশ্লেষণ করে মেসি ছিলেন দুই নম্বরে, আর ২৯ বছরের কুর্দিশ-ইয়াজিদি শরণার্থী ডেনিজ বসেছিলেন সেরার সিংহাসনে। গ্রুপ পর্বে পরিবর্ত হিসেবে নেমে তিন গোল ও দুইটি অ্যাসিস্ট করে যুদ্ধবিধ্বস্ত এক নিপীড়িত জনজাতির চোখে নতুন স্বপ্ন এঁকে দিয়েছিলেন তিনি। ডেনিজকে নিয়ে তৈরি হয়েছিল এক আবেগঘন রূপকথা। কিন্তু ফুটবল বড়ই নিষ্ঠুর। এখানে পরিসংখ্যান অনেক সময় আস্ত একটা মরীচিকা ছাড়া আর কিছুই নয়! প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে নকআউটের মরণবাঁচন ম্যাচে ডেনিজের সেই রূপকথা নিমেষেই পরিণত হল এক ঘোর দুঃস্বপ্নে। জামাল মুসিয়ালার মতো প্রতিভাকে বেঞ্চে বসিয়ে কোচ জুলিয়ান নাগেলসম্যান এদিন ফিফার 'এক নম্বর' ডেনিজকে প্রথম একাদশে সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু প্যারাগুয়ের শারীরিকভাবে জমাট ও রুক্ষ রক্ষণের সামনে জার্মানির এই নতুন নায়ক যেন আক্ষরিক অর্থেই উবে গেলেন। ল্যাপটপের ডেটা আর বাস্তবের ঘামের গন্ধের যে বিস্তর ফারাক, তা যেন প্রতি মুহূর্তে স্পষ্ট হচ্ছিল।

৬ মিনিটে একটা সহজ সুযোগ নষ্ট করার পর থেকে পুরো মাঠে তাঁকে আর খুঁজেই পাওয়া গেল না। কাই হাভার্জের সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়া ছিল চূড়ান্ত হতাশাজনক। যে ডেটার ওপর ভিত্তি করে ফিফা তাঁকে সেরার মুকুট পরিয়েছিল, সেই ডেটাই বলছে-৬৩ মিনিট মাঠে থেকে ডেনিজের 'শটস অন টার্গেট' শূন্য, সফল ড্রিবল শূন্য এবং ডুয়েলে জয়ও শূন্য! জার্মান সংবাদমাধ্যমগুলি তাঁকে ১০-এর মধ্যে মাত্র ৩ নম্বর দিয়ে 'অদৃশ্য' তকমা সেঁটে দিল। শেষপর্যন্ত ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ৬৩ মিনিটেই মাঠ ছাড়তে হয় তাঁকে।

ডেনিজের এই পতন শুধু তাঁর ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি হয়েই থাকল না, গোটা জার্মানির জন্যই তা এক ঐতিহাসিক পতনের কারণ হয়ে দাঁড়াল। ১-১ গোলে অমীমাংসিত থাকার পর, টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে হেরে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেল চারবারের চ্যাম্পিয়নরা। জোনাথন তাহর একটি বাতিল হওয়া গোল নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, দিনশেষে চরম সত্য হল-বিশ্বকাপের ইতিহাসে এই প্রথমবার টাইব্রেকারে হারল পেনাল্টি বিশেষজ্ঞ জার্মানি! আর ফুটবল বিধাতাও বোধহয় মুচকি হেসে বুঝিয়ে দিলেন, ফিফার খাতায় তুমি এক নম্বর হতে পারো, কিন্তু সবুজ ঘাসের লড়াইয়ে হৃদয় আর স্নায়ুর জোর না থাকলে, ওই পরিসংখ্যানের পাতা ধুলোয় মিশে যেতে এক মুহূর্তও সময় লাগে না।

প্রথম একাদশে থাকলেও জঘন্য পারফরমেন্সে হতাশ করলেন জার্মানির ডেনিজ উন্দাভ।

স্পেস সিটিতে আন্সেলোত্তির ট্যাকটিকাল জয়

হিউস্টন, ৩০ জুন : এবারের বিশ্বকাপে ইতালি নেই। কিন্তু একজন ইতালীয়র হাত ধরেই কি ব্রাজিলের ২৪ বছরের বিশ্বকাপ খরা কাটতে চলেছে? হিউস্টনের এনআরজি স্টেডিয়ামে প্রথমার্ধের শেষে যখন ব্রাজিল ০-১ গোলে পিছিয়ে, তখন হয়তো অনেকেই ১৯৬৬ সালের পর ব্রাজিলের সবচেয়ে দ্রুত বিশ্বকাপ বিদায়ের প্রমাদ গুনতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু ডাগআউটে যখন কার্লো আন্সেলোত্তির মতো একজন 'সিরিয়াল উইনার' দাঁড়িয়ে থাকেন, তখন ইতিহাসও বোধহয় নতুন করে লেখার সুযোগ পায়। মাথা ঠান্ডা রেখে, অগাধ ধৈর্য ধরে কীভাবে খাদের কিনারা থেকে দলকে টেনে তুলতে হয়, তার এক নিখুঁত মাস্টারক্লাস হিউস্টনে দেখালেন এই ইতালিয়ান মাস্টারমাইন্ড। আর তাঁর সেই ছকেই লেখা হল ৯৬ মিনিটে গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লির অবিস্মরণীয় জয়সূচক গোল।

ম্যাচের পর মিক্সড জোনে আবেগাপ্লুত মার্টিনেল্লি বলছিলেন, 'ব্রাজিলের মানুষদের এত খুশি দেখে আমার যে কী ভালো লাগছে, সেটা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমার পরিবার, বন্ধুরা, সবাই আজ খুব খুশি।' টোকিও অলিম্পিকেও এই মার্টিনেল্লিই ব্রাজিলকে সোনা এনে দিয়েছিলেন। আর আজ, আর্সেনালের এই উইঙ্গারকে আন্সেলোত্তি যেভাবে বাঁদিকের সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার বা 'নম্বর ৮' রোলে ব্যবহার করলেন, সেটাই ম্যাচের রং বদলে দিল।

তবে এই জয়ের আসল কারিগর আন্সেলোত্তির সেই 'কুল আঙ্কেল' ইমেজ। প্রথমার্ধে ৬৬ শতাংশ বলের দখল রেখেও যখন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার বা ম্যাথিয়াস কুনহারা জাপানের নিশ্ছিদ্র ৫-৪-১ রক্ষণ ভাঙতে পারছিলেন না, এবং উলটে কাইশু সানোর গোলে পিছিয়ে পড়েছিলেন, তখন আন্সেলোত্তির দুই ভ্রুর মাঝে চিন্তার ছাপ থাকলেও তিনি ধৈর্য হারাননি। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি অকপটে বলেছেন, 'ফুটবলারদের বিরতিতে বলেছিলাম ধৈর্য ধরতে। আগে হোক বা পরে, গোল আসবেই। গুরুত্বপূর্ণ ছিল, নিজেদের খেলার ধরনটা ঠিক রাখা।'

এইখানেই ২০১৪ সালের লুই ফিলিপ স্কোলারির সঙ্গে আন্সেলোত্তির পার্থক্য। স্কোলারি সেবার গোটা দলকে এক চরম মানসিক উন্মাদনার দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন, যা শেষ পর্যন্ত জার্মানির বিরুদ্ধে ৭-১ গোলের সেই ঐতিহাসিক বিপর্যয়ে গিয়ে ঠেকে। আর আন্সেলোত্তি? ৯৬ মিনিটে মার্টিনেল্লির গোলের পর যখন পুরো বেঞ্চ উল্লাসে ফেটে পড়ছে, তখন তিনি শান্তভাবে তাঁর সহকারী পল ক্লেমেন্টের দিকে ঘুরে ডিফেন্স মজবুত করার কৌশল ঠিক করছিলেন! রিয়াল মাদ্রিদ বা এভার্টনের হয়েও আমরা তাঁকে এমনই শান্ত দেখেছি। গ্যাব্রিয়েল মাঘালহায়েস ম্যাচের পর বলেছেন, 'কোচ সব সময়ই আমাদের মধ্যে এই শান্তভাবটা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। বিরতিতে আমাদের একটাই কথা বলা হয়েছিল-মাথা ঠান্ডা রাখো।'

ট্যাকটিকালিও আন্সেলোত্তি এদিন বাজিমাত করেছেন। বিরতির ঠিক আগে লুকাস পাকুয়েতা চোট পেলে, তিনি একজন মিডফিল্ডারের বদলে তরুণ স্ট্রাইকার এনড্রিককে মাঠে নামান। অনেকেই ভেবেছিলেন ৪-২-৪ ছকে যাওয়াটা আত্মঘাতী হতে পারে। কিন্তু এই ছকই জাপানের আগ্রাসী প্রেসিংকে পিছনে ঠেলে দেয়। ভিনিসিয়াস এবং রায়ান দুই প্রান্ত ধরে খেলায় মাঝমাঠে অনেকটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হয় এবং অসংখ্য ক্রসের সুযোগ আসে। প্রথমার্ধে যেখানে মাত্র ১২টি ক্রস এসেছিল, দ্বিতীয়ার্ধে সেখানে ২৮টি ক্রস ভেসে আসে বক্সে। আর এই সহজ কিন্তু নিখুঁত ছকের ফলশ্রুতিতেই আসে ক্যাসেমিরোর সমতাসূচক গোল।

ক্যাসেমিরো নিজেও কোচের মতোই অধৈর্য না হওয়ার কথাই বললেন। 'জয়টা এল মাথা ঠান্ডা রাখা এবং ধৈর্য ধরার জন্য। আমরা জানতাম সুযোগ আসবে।' তবে ক্যাসেমিরো এবং পাকুয়েতার চোট আন্সেলোত্তিকে কিছুটা হলেও চিন্তায় রাখছে। ৫ জুলাই নিউ জার্সিতে নরওয়ে বা আইভরি কোস্টের বিরুদ্ধে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের আগে অন্তত চার-পাঁচদিন সময় পাচ্ছেন তাঁরা। এই সময়টা নেইমার জুনিয়ারকেও তাঁর ফিটনেস ফিরে পেতে সাহায্য করবে।

সব মিলিয়ে, স্পেস সিটিতে আজ ব্রাজিলের যে জয় আমরা দেখলাম, তা শুধু প্রতিভার জোরে নয়, বরং এক ইতালীয় কোচের অসীম ধৈর্য আর নিখুঁত মগজাস্ত্রের জয়। ব্রাজিল হয়তো আজ বুঝল, কেন তারা নিজেদের চিরন্তন ঐতিহ্য ভেঙে একজন বিদেশিকে কোচ হিসেবে নিয়োগ করেছে। ফুটবলের এই রুদ্ধশ্বাস রাতে, হিউস্টনের গ্যালারি থেকে একটা কথাই বারবার মনে হচ্ছিল-'ক্রাফটি কার্লো' আরও একবার করে দেখালেন!

খাদের কিনারা থেকে ফিরল ব্রাজিল

পিছিয়ে পড়েও জয়। বাঁধনহারা উল্লাস ভিনিসিয়াস জুনিয়ারদের।

জিরো থেকে হিরো ক্যাসেমিরো

জাপানের বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে জঘন্য পারফরমেন্স, আর তাতেই ক্যাসেমিরোকে তুলে নেওয়ার দাবি তুলেছিলেন ফুটবল পণ্ডিতরা! কিন্তু ব্রাজিল কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি তাঁর অভিজ্ঞতার ওপরই ভরসা রাখলেন। আর দ্বিতীয়ার্ধেই ম্যাজিক! ৫৫ মিনিটে গোল করে শুধু দলকে সমতায় ফেরালেন না, ম্যাচের সেরাও হলেন। গ্যালারিতে বসে থাকা তাঁর স্ত্রী এবং ১০ বছরের মেয়ের চোখের জল তখন আর বাঁধ মানছে না! শেষ মুহূর্তে গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লির গোলে ব্রাজিল শেষ ষোলোতে উঠলেও, সবার মুখে শুধু ক্যাসেমিরোর সেই দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের গল্প। জিরো থেকে হিরো হয়ে সমালোচকদের যোগ্য জবাব দিলেন তিনি!

মেসির জন্য গাড়ি বিক্রি

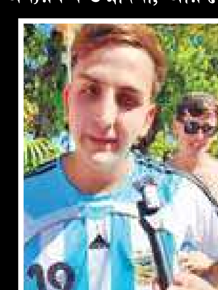

আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ মানেই এক অন্যরকম উন্মাদনা, আর সেটা প্রমাণ করলেন ব্রুনো নামের এক তরুণ ফ্যান! লিওনেল মেসির সম্ভবত শেষ বিশ্বকাপ স্বচক্ষে দেখার জন্য নিজের সাধের 'ভক্সওয়াগেন বোরা' গাড়িটাই বেচে দিয়েছেন তিনি! মায়ামির রাস্তায় এক সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার তাঁকে প্রশ্ন করেন যে বিশ্বকাপ দেখতে আসার জন্য তিনি সবচেয়ে পাগলামি কী করেছেন? ব্রুনোর সোজাসাপটা উত্তর-'গাড়িটা বেচে দিয়েছি।' আর বিশ্বকাপ শেষে দেশে ফিরবেন কীভাবে? হাসিমুখে তাঁর জবাব, 'বাস, বাইক যা পাব তাই দিয়ে ফিরব!' মেসির জন্য এমন পাগলামি দেখে নেটদুনিয়ায় এখন ব্রুনোই সুপারহিট!

ট্রাম্পকে পুরস্কার দিয়ে বিপাকে ফিফা

ডোনাল্ড ট্রাম্পকে 'ফিফা পিস প্রাইজ' দিয়ে কি এবার ফাঁদে পড়লেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনো? এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফিফার এথিক্স কমিটিতে আগেই অভিযোগ জমা পড়েছিল। এবার ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ৫০ জন সাংসদ সরাসরি চিঠি দিয়ে ফিফাকে এই বিষয়ে পদক্ষেপ করার দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, ট্রাম্পকে এই পুরস্কার দিয়ে ফিফা তাদের রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করেছে। ফিফা কাউন্সিলের সঙ্গে কোনও রকম আলোচনা না করেই ইনফ্যান্তিনো এই সিদ্ধান্ত নেওয়ায় নরওয়ে ফুটবল সংস্থাও তীব্র সমালোচনা করেছে। এবার এই বিতর্কের জল কতদূর গড়ায়, সেটাই দেখার!

জার্মান সৈনিককে টপকে যাওয়ার অপেক্ষায় মেসি

ভুলে যাওয়া এক বিশ্বরেকর্ড

মায়ামি, ৩০ জুন : ফুটবল বিধাতার খাতায় তাঁর নামের পাশে আর কীই বা লেখা বাকি আছে! লিওনেল মেসি মানেই তো এক জীবন্ত রূপকথা। কিন্তু মায়ামির বাতাসে এখন এক অদ্ভুত ফিশফাশ। এমন এক রেকর্ডকে নাকি তিনি তাড়া করছেন, যার কথা খোদ ফিফার সদর দপ্তর জুরিখের সরকারি নথিতেও লেখা নেই। আটলান্টিকের এপারে বসে যখন তিনি একের পর এক রেকর্ডের চূড়ায় উঠছেন, তখন তাঁর চোখের সামনে ভাসছে ৬৮ বছরের পুরোনো এক জার্মান ফুটবলারের মুখ। তিনি ফিৎজ ওয়াল্টার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক প্রাক্তন সৈনিক, যাঁর একটি বিস্ময়কর নজির টপকে যাওয়ার এক মহাজাগতিক সুযোগ এখন মেসির সামনে।

ফিৎজ ওয়াল্টার কোনও সাধারণ ফুটবলার ছিলেন না। কিংবদন্তি হওয়ার আগে তিনি ছিলেন বিশ্বযুদ্ধের ফ্রন্টলাইনের এক লড়াকু সৈনিক। যুদ্ধক্ষেত্রে সোভিয়েত বাহিনীর হাতে বন্দি হয়ে জীবনের সেরা সময়গুলি তাঁকে কাটাতে হয়েছিল লেবার ক্যাম্পে। কিন্তু ফুটবলের জাদুই তাঁকে বাঁচিয়ে ফিরিয়ে এনেছিল স্বদেশে। আর সেই ভয়াল অভিজ্ঞতাই যেন তাঁকে ইস্পাতকঠিন করে তুলেছিল। ১৯৫৪ সালের সুইৎজারল্যান্ড বিশ্বকাপে পশ্চিম জার্মানির সেই ঐতিহাসিক জয়, যা 'মিরাকল অফ বার্ন' নামে পরিচিত, তার রূপকার ছিলেন এই ওয়াল্টার। ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে দাঁড়াতে চাওয়া এক প্রজন্মের প্রতীক ছিলেন তিনি। ওয়াল্টারের খেলার সবচেয়ে বড় অস্ত্র ছিল তাঁর মগজাস্ত্র আর নিখুঁত পাস। ১৯৫৪ এবং ১৯৫৮ সালের বিশ্বকাপ মিলিয়ে তিনি মোট নয়টি অ্যাসিস্ট করেছিলেন। ফুটবল বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্বকাপের ইতিহাসে এটাই সর্বাধিক।

কিন্তু মুশকিল হল ফিফার হিসেবের খাতায়। ১৯৬৬ সালের ইংল্যান্ড বিশ্বকাপের আগে ফিফা আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও অ্যাসিস্টের হিসেব রাখত না। নিছকই এক আমলাতান্ত্রিক নিয়মের ফাঁদে পড়ে ওয়াল্টারের এই কীর্তি ফিফার খাতায় একপ্রকার ব্রাত্যই রয়ে গেছে। কিন্তু ফুটবল ইতিহাসবিদরা পুরোনো রেকর্ড, সে আমলের সাংবাদিকদের টাইপরাইটারে লেখা ম্যাচ রিপোর্ট, সাদাকালো ছবি আর রেডিওর ধারাবিবরণী ঘেঁটে এই নয়টি অ্যাসিস্টের প্রামাণ্য দলিল বের করেছেন। সেই হিসেবে পেলে এবং দিয়েগো মারাদোনার সঙ্গে একই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছেন মেসি। তাঁদের অ্যাসিস্ট সংখ্যা আট। অর্থাৎ আর একটি নিখুঁত পাস বাড়ালেই মেসি ছুঁয়ে ফেলবেন ওয়াল্টারকে, আর দুইটি হলে ছাড়িয়ে যাবেন।

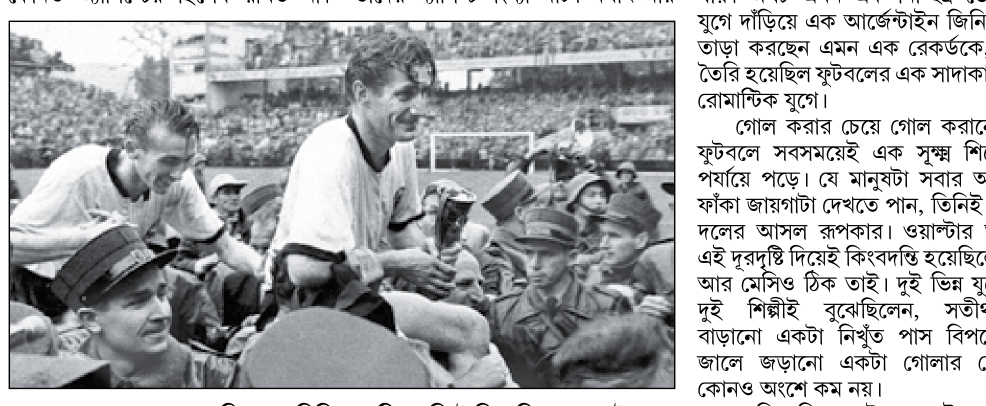

১৯৫৪ ও ১৯৫৮ সালের বিশ্বকাপ মিলিয়ে ৯টি অ্যাসিস্ট ছিল ফিৎজ ওয়াল্টারের।

ভাবতে অবাক লাগে, ১৯৫৮ সালের সুইডেন বিশ্বকাপ খেলে যখন ওয়াল্টার বিদায় নিচ্ছিলেন, তখন কি তিনি ঘুণাক্ষরেও ভেবেছিলেন যে সাত দশক পর তাঁর নামটা এভাবে ফিরে আসবে? ওয়াল্টারের সময় কোটি টাকার স্পনসর ছিল না, আধুনিক প্রযুক্তি ছিল না। অন্যদিকে, মেসির যুগটা ঠিক উলটো। তাঁর জুতোর প্রতিটি স্পর্শ আজ আধুনিক প্রযুক্তিতে মোড়া, যা রিয়েল-টাইমে বিশ্লেষণ করা যায়। অথচ এমন এক নিশ্ছিদ্র ডেটার যুগে দাঁড়িয়ে এক আর্জেন্টাইন জিনিয়াস তাড়া করছেন এমন এক রেকর্ডকে, যা তৈরি হয়েছিল ফুটবলের এক সাদাকালো রোমান্টিক যুগে।

গোল করার চেয়ে গোল করানোটা ফুটবলে সবসময়েই এক সূক্ষ্ম শিল্পের পর্যায়ে পড়ে। যে মানুষটা সবার আগে ফাঁকা জায়গাটা দেখতে পান, তিনিই তো দলের আসল রূপকার। ওয়াল্টার তাঁর এই দূরদৃষ্টি দিয়েই কিংবদন্তি হয়েছিলেন, আর মেসিও ঠিক তাই। দুই ভিন্ন যুগের দুই শিল্পীই বুঝেছিলেন, সতীর্থকে বাড়ানো একটা নিখুঁত পাস বিপক্ষের জালে জড়ানো একটা গোলার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়।

মেসি যদি ওয়াল্টারের এই রেকর্ড ছুঁতে বা ভাঙতে পারেন, তবে তা কেবল পরিসংখ্যানের খাতায় নতুন কোনও পালক যোগ করবে না। বরং তা ৬৮ বছরের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে থাকা দুই ভিন্ন ফুটবল-সভ্যতাকে এক সুতোয় বেঁধে দেবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মান ফুটবলকে নতুন করে গড়ে তোলা এক প্রাক্তন সৈনিকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবেন এক আর্জেন্টাইন জাদুকর। ফুটবল বিধাতা বোধহয় তাঁর চিত্রনাট্যে এমন কিছু সূক্ষ্ম বাঁক লিখে রাখেন, যা বিশ্বের সেরা ঔপন্যাসিকের কল্পনাকেও অনায়াসে হার মানায়।

চোট-আঘাতে জর্জরিত রডরিগোকে তাতালেন রোনাল্ডো

মায়ামি, ৩০ জুন : ডান হাঁটুর লিগামেন্ট এবং মেনিসকাস ছিঁড়ে যাওয়ায় গত মার্চেই অস্ত্রোপচার করাতে হয়েছে। তাই ২০২৬ বিশ্বকাপের সবুজ গালিচায় নামার স্বপ্নটা আপাতত অধরাই রয়ে গেছে রিয়াল মাদ্রিদ ও ব্রাজিলের তরুণ তুর্কি রডরিগোর। কিন্তু বিশ্বকাপের এই মোহনীয় হাতছানি কি আর এড়ানো যায়? তাই দর্শক হিসেবেই তিনি ছুটে এসেছেন আমেরিকায়। আর মায়ামিতে পর্তুগাল বনাম কলম্বিয়া ম্যাচের শেষে হার্ড রক স্টেডিয়ামের টানেলে জন্ম নিল এক আবেগঘন মুহূর্ত। শৈশবের 'সুপারহিরো' ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রডরিগোর।

রিয়াল মাদ্রিদের জার্সি গায়ে রোনাল্ডোকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ মাতাতে দেখেই তো রডরিগোর রিয়াল-প্রেম শুরু। পর্তুগিজ মহাতারকার আইকনিক 'সিউউউ' সেলিব্রেশন নকল করে নিজের গোল উদযাপন করেন তিনি। এমনকি আজও মাঠে নামার আগে রোনাল্ডোর ভিডিও দেখে নিজেকে তাতিয়ে নেন। সেই চেনা আদর্শকে টানেলে দেখতে পেয়েই এগিয়ে যান ব্রাজিলীয় তরুণ। সৌজন্যের তোয়াক্কা না করে রোনাল্ডোও পরম স্নেহে জড়িয়ে ধরেন তাঁকে। রডরিগোর হাঁটুর চোটের খোঁজখবর নিয়ে 'দাদা'-র মতো প্রাজ্ঞ পরামর্শ দেন, 'চিন্তা কোরো না। একটু ধৈর্য ধরো, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।' নিজের আদর্শের সঙ্গে কাটানো সেই মুহূর্তের ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে রডরিগো লিখেছেন, 'আমার আদর্শ।'

মায়ামির টানেলে শৈশবের নায়ক

কিন্তু টানেলের এই আবেগের রেশ মাঠের ভেতরে এলেই যেন ফিকে হতে শুরু করেছে। তরুণ প্রজন্মের কাছে রোনাল্ডো আজও ঈশ্বর হলেও, তাঁর প্রাক্তন সতীর্থরা কিন্তু বাস্তবটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে রোনাল্ডোর সঙ্গে খেলা উরুগুয়ের কিংবদন্তি স্ট্রাইকার দিয়েগো ফোরলান যেমন সরাসরি তোপ দেগেছেন তাঁর বর্তমান খেলার ধরন নিয়ে। ফোরলানের মতে, রোনাল্ডোর এই 'নম্বর নাইন' হিসেবে মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকার জেদই পর্তুগালের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ফোরলান বলছেন, 'ক্রিশ্চিয়ানো এখন নীচে নেমে বল ধরতে পারে না। ও চাইছে শুধু বক্সের কাছে দাঁড়িয়ে গোলের সুযোগ কাজে লাগাতে। ও ভাবছে, গোলপোস্টের কাছে থাকলেই সুযোগ বেশি। কিন্তু এতে আসলে দলেরই ক্ষতি হচ্ছে। বিপক্ষের দুই সেন্টার ব্যাক রোনাল্ডোকে মাঝখানে আটকে রাখছে, ফলে পর্তুগালের অন্য খেলোয়াড়রা বল বাড়ানোর কোনও জায়গাই পাচ্ছে না।' উরুগুয়ে কিংবদন্তির স্পষ্ট পরামর্শ, 'রোনাল্ডোকে একটু ধারের দিকে সরতে হবে, যাতে অন্যরা ভেতরে ঢুকে জায়গা তৈরি করতে পারে। সব আক্রমণ বড্ড একপেশে হয়ে যাচ্ছে। ওকে বুঝতে হবে যে, অন্যদেরও খেলাটা তৈরি করতে দিতে হবে।'

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সঙ্গে ব্রাজিলের রডরিগো।

ফোরলানের কথাগুলি শুনতে খারাপ লাগলেও, মায়ামির মাঠে এটাই এখন বাস্তব। দুর্বল উজবেকিস্তানের বিপক্ষে জোড়া গোল ছাড়া টুর্নামেন্টে রোনাল্ডো কার্যত নিষ্প্রভ। নকআউটে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে নামার আগে এই ৪১ বছরের মহাতারকা নিজের খেলার ধরনে কোনও বদল আনেন কি না, এখন সেটাই দেখার।

রোহিতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ : গাভাসকার

মুম্বই, ৩০ জুন : চোটের জন্য আয়ারল্যান্ডে সিরিজে খেলতে পারেননি। ছিটকে গিয়েছেন ভারত-ইংল্যান্ড টি২০ সিরিজ থেকেও। টিম ম্যানেজমেন্টের অস্বস্তি বাড়িয়ে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজেও অনিশ্চিত অলরাউন্ডার নীতীশ কুমার রেড্ডি। বেঙ্গালুরুস্থিত ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ক্রিকেট এক্সেলেন্সে রিহ্যাব সারছেন। খবর, সেরে উঠতে আরও মাস খানেক লাগতে পারে।

যাঁর অর্থ, ১৪ জুলাই বার্মিংহামে শুরু ওডিআই সিরিজে নয়, নীতীশের সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তন ঘটবে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে টি২০ কিংবা শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে অগাস্টের টেস্ট সিরিজে। নীতীশকে নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকলেও শুভমান গিল, লোকেশ রাহুলরা ওডিআই সিরিজের জন্য আগেভাগে ইংল্যান্ডে পা রাখবেন বলে সূত্রের খবর।

ওডিআই সিরিজেও অনিশ্চিত নীতীশ

ইংল্যান্ড সিরিজে সুনীল গাভাসকারের চোখ আবার রোহিত শর্মার দিকে। প্রাক্তনের মতে, ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপের লক্ষ্যে হিটম্যানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। গাভাসকার বলেছেন, 'ও জানে বর্তমানে কোন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আছে। বোঝে আগামী এক বা দেড় বছর বিশ্বকাপ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলা কতটা জরুরি। আসন্ন ইংল্যান্ড সিরিজ যে লক্ষ্যে ওর জন্য দারুণ মঞ্চ।' সানির কথায়, একঝাঁক তরুণ ক্রিকেটার উঠে এসেছে। ফলে সিনিয়ারদের নিয়ে কাটাছেঁড়া চলবে। থিংকট্যাংকের ভাবনাতেও রদবদল আসা অস্বাভাবিক নয়। আর বয়স মধ্য তিরিশ ছাড়িয়ে গেলে ফিটনেসের বিষয়টি সামনে চলে আসে। ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপের লক্ষ্যপূরণে স্কিল, টেম্পারামেন্টের পাশাপাশি ফিটনেসও সমান গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে রোহিতের জন্য।

এদিকে, তিলক ভার্মার বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তের। তাঁর দাবি, দল নয়, ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা মাথায় রেখে ব্যাটিং করছে! দ্বিতীয় ম্যাচের উদাহরণ টেনে শ্রীকান্তের অভিযোগ, 'মাঝের ওভারে যেভাবে খেলা উচিত ছিল, তা দেখা যায়নি তিলক, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেলদের ব্যাটিংয়ে।'

৮৬ মিনিটে গোল করে উচ্ছ্বাস আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের। তাঁর এই গোলেই নরওয়েকে শেষ ষোলোয় পৌঁছে দিল।

জিতে ব্রাজিলের সামনে হাল্যান্ডের নরওয়ে

নরওয়ে-২ (নুসা, হাল্যান্ড)
আইভরি কোস্ট-১ (ডিয়ালো)

মায়ামি, ৩০ জুন : ম্যাচে একমাত্র আকর্ষণ যদি কেউ থেকে থাকেন তাহলে তিনি অবশ্যই আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। তবে সঙ্গে সঙ্গে আইভরি কোস্টের মতো এক ছোট্ট দেশের রূপকথার উত্থানের দিকেও নজর ছিল ফুটবল-প্রিয় মানুষের। একের পর এক ইন্দ্রপতনের পর নিশ্চিতভাবেই চিন্তা যেমন ছিল হাল্যান্ডের মতো তারকা বিদায়ের তেমনি আবার এক সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল নবীনের জয়গানের। কিন্তু তেমন নজরে না পড়েও পার্থক্য গড়লেন সেই হাল্যান্ডই।

সবথেকে মজার কথা হল, ম্যাচের আগেই দর্শকদের কাছে জয়ের সম্ভাবনার বিষয়ে যে ভোট নেওয়া হয় তাতে আইভরি কোস্টকে এগিয়ে রাখা হয়। বিরতির আগেই নরওয়ে এগিয়ে গিয়ে তাদের অবশ্য ভুল প্রমাণ করে। অ্যান্টোনিও নুসা বাঁদিক থেকে ধরেন বলটা। নিজেই সামান্য জায়গা তৈরি করে ইয়াহিয়া ফোফানাকে এড়িয়ে টপ কর্নারে নিখুঁত বলটা রাখেন। তবে অবশ্যই গোল খাওয়ার মানে এই নয় যে ম্যাচটা হাতে ধরে আইভরি কোস্ট তুলে দিয়েছে নরওয়ের হাতে। বরং উলটোটা। হাল্যান্ডের মতো বড়সড়ো চেহারার মানুষকেও কিন্তু বেগ পেতে হয়েছে প্রতিপক্ষ বক্সে জায়গা করে নিতে। বরং তাঁকে এমন বোতলবন্দি করে রাখা হয় যে প্রথমার্ধে তথ্য বলছে, তিনি মাত্র আটবার বল ধরেন। যা দুই দল মিলিয়ে সবথেকে কম। গোটা ম্যাচেই প্রায় সাদামাঠা লাগা হাল্যান্ডই অবশ্য শেষমেশ জয়ের গোলটা এনে দেন দলকে। ৮৬ মিনিটে বার্গের থেকে পাওয়া বল ধরে তাঁর নেওয়া শট এত দুর্বল ছিল যে প্রথমে মনে হচ্ছিল গোলকিপার বুঝি বলটা বাঁচিয়ে দিলেন। কিন্তু তা গোললাইন পার করায় রেফারি গোলের নির্দেশ দেন। এদিন বার দুয়েক পেনাল্টির দাবি ছিল আইভরি কোস্টের। তবে রেফারি কর্ণপাত করেননি।

এবারই প্রথম একে অপরের মুখোমুখি হল নরওয়ে ও আইভরি কোস্ট। স্বাভাবিকভাবেই অচেনা প্রতিপক্ষ নিয়ে যে জড়তা থাকে তা প্রবলভাবে ছিল এই ম্যাচে। আইভরি প্রথম এক ঘণ্টার মধ্যে গোটা দশেক কর্নার পেয়েও একবারও নরওয়ে গোলরক্ষক ওরজান নাইল্যান্ডকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলতে পারেনি। তবে ৫৪ মিনিটে নিকোলাস পেপের শট অবশ্য নাইল্যান্ড দুর্দান্ত বাঁচান। ৬০ মিনিটে আমাদ ডিয়ালো নামার পর আইভরি কোস্ট চাপ বাড়ায়। অবশেষে ৭৪ মিনিটে তিনিই এগিয়ে দেন দলকে। ইকুয়েডরের বিপক্ষে ৯০ মিনিটে গোল করে জয় এনে দেওয়ার পর প্রথম নকআউটে একটি ইউরোপীয় দলের বিরুদ্ধে সমতা ফেরানো কিন্তু ছোটখাটো বিষয় নয়। এই ম্যাচে জয়ের ফলে এবার শেষ ষোলোয় হাল্যান্ডরা মুখোমুখি হবেন ছন্দে থাকা ব্রাজিলের।

সূর্যবংশীর অপেক্ষায় বিলেতের ক্রিকেটমহল

ইংল্যান্ড বনাম ভারত
প্রথম টি২০ আজ
সময় : রাত ১০টা
স্থান : চেস্টার-লি-স্ট্রিট
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

ডারহাম, ৩০ জুন : দুই দলের কী অদ্ভুত মিল! দুই দলই অদ্ভুতভাবে 'আক্রান্ত'।

এক দলের বিশ্বজয়ের তকমা নিয়ে টানাটানি শুরু হয়েছে। বিশ্বসেরা হওয়ার মধুচন্দ্রিমা অতীত হয়ে গিয়েছে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে হোয়াইটওয়াশের লজ্জার প্রভাব দীর্ঘমেয়াদি হতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেটে।

অপর দল ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ হেরেছে। সঙ্গে বিতর্কের তুঙ্গে থাকা অধিনায়ক বেন স্টোকস ক্রিকেট থেকেই অবসর নিয়ে ফেলেছেন। অনেকে বলতেই পারেন, লাল বলের ইংল্যান্ড দলের সঙ্গে হ্যারি ব্রুকের সাদা বলের দলের বিস্তর ফারাক। কিন্তু তারপরও ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ইংরেজদের ধাক্কার প্রভাব বুধবার থেকে শুরু হতে চলা ভারতের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে পড়তে বাধ্য।

বৈভব সূর্যবংশীর কি আগামীকাল আন্তর্জাতিক অভিষেক হবে? প্রশ্নটা প্রবলভাবে ঘুরছে। আয়ারল্যান্ড সিরিজের জোড়া ম্যাচে দলের সাজঘর থেকেই দলের হার দেখতে হয়েছে বৈভবকে। আগামীকাল চেস্টার-লি-স্ট্রিটের মাঠে কি বৈভবকে দেখা যাবে? বিলেত সফররত ভারতীয় দলের অন্দরে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে সঞ্জু স্যামসনের পরিবর্ত হিসেবে বৈভবকে ভাবা হচ্ছে। যদিও সন্ধ্যার দিকে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে টিম ইন্ডিয়ার টি২০ অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার বৈভব নিয়ে খোলসা করে কিছু বলেননি। বৈভবের অভিষেককে 'প্রাইভেট' আখ্যা দিয়ে শ্রেয়স বলেছেন, 'বৈভব দুর্দান্ত প্রতিভা। আন্তর্জাতিক অভিষেক সঠিক সময়েই হবে ওর।' প্রশ্ন হল, সঠিক সময়টা কবে, কখন আসবে? ইংল্যান্ড অবশ্য এদিনই প্রথম একাদশ ঘোষণা করেছে। যেখানে তারা রাখেনি জোফ্রা আর্চারকে।

আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ হারের যন্ত্রণার মধ্যে ইংল্যান্ড সিরিজ শুরু করছেন শ্রেয়সরা। টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে কিছু পরিবর্তনের সম্ভাবনাও রয়েছে। রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীর আগামীকাল খেলার সম্ভাবনা রয়েছে। হয়তো প্রিন্স যাদবের পরিবর্তে খেলবেন তিনি। বাকি দলে পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। শ্রেয়স তাঁর দলের সিনিয়ার সতীর্থদের আরও দায়বদ্ধতার ডাকও দিয়েছেন। বলেছেন, 'আমাদের বিশ্বজয়ের অভিযানে বর্তমান দলের অনেকেরই ভূমিকা ছিল। আমি চাইব, দলের সিনিয়াররা আরও বেশি দায়িত্ব নিক।' আয়ারল্যান্ড সিরিজে ঈশান কিষান, শিবম দুবেরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। সঞ্জুও রানে নেই। আগামীকাল তাঁর জায়গায় বৈভবকে প্রথম একাদশে দেখা গেলে অবাক হওয়ার থাকবে না। কিন্তু তারপরও হারের গ্লানি মুছে বিলেতে টিম ইন্ডিয়া ছন্দে ফিরবে কি না, সেটাই দেখার।

ব্যাটিং অনুশীলনে বৈভব সূর্যবংশী। মঙ্গলবার ডারহামে।

জয়ী ড্রিম, উজ্জ্বল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : তরাই মর্নিং ফুটবল ক্লাবের ১৬ দলীয় অনূর্ধ্ব-১৫ আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবলে মঙ্গলবার ড্রিম এফসি ১-০ গোলে তরাই মর্নিং ফুটবল ক্লাবকে হারিয়েছে। গোল করে ম্যাচের সেরা অনির্বাণ দত্ত।

অন্য ম্যাচে উজ্জ্বল সংঘ ফুটবল অ্যাকাডেমি ৫-১ গোলে নেতাজি সংঘ ফুটবল অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। ম্যাচের সেরা রাজ রায় জোড়া গোল করে। উজ্জ্বলের বাকি গোল দুইটি মহম্মদ অমিত ও রাজা বর্মনের। নেতাজির গোলস্কোরার মেধাজিৎ রায় বসুনিয়া।

জিটিএসসি-র ড্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগের সুপার সিক্সে মঙ্গলবার জিটিএসসি ও মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাবের খেলা ১-১ গোলে ড্র হয়। জিটিএসসি-র সাগর গুরুং ও মিলনপল্লির দেবাশিস হালদার গোল করেন। ম্যাচের সেরা হয়ে জিটিএসসি-র প্রশান্ত ছেত্রী পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি। বুধবার খেলবে এনআরআই ও নরেন্দ্রনাথ ক্লাব।

বাংলা দলে প্রবীণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : অনূর্ধ্ব-১৬ বাংলা ক্রিকেট দলের সম্ভাব্য ৩৬ জনের স্কোয়াডে রয়েছে শিলিগুড়ির প্রবীণ ছেত্রীর নাম। দুন হেরিটেজ স্কুলের তরফে তাকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

দ্বিতীয় হৃষীকেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : নেপালে মেয়র কাপ যোগাসনে ১২ থেকে ১৬ বছর বয়সিদের বিভাগে হৃষীকেশ পণ্ডিত দ্বিতীয় হয়েছে। সাতমায়া যোগা অ্যান্ড আয়ুর্বেদায় প্রশিক্ষণ নেয় হৃষীকেশ।